অন্যস্বর

নির্বাচিত মণিপুরী কবিতা

এ কে শেরাম

মণিপুরী কবিতার প্রাচীনতম নিদর্শন হিসেবে বিবেচনা করা হয় 'ঔগ্রী'কে, যা ৩৩ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ পাখংবার সিংহাসনারোহণকালে সূর্য দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়েছিলো বলে বিশ্বাস করা হয়। সেই হিসেবে মণিপুরী কবিতার বয়ঃক্রম প্রায় দুই হাজার বৎসরের। তবে প্রাপ্ত প্রথম লিখিত সাহিত্যের নিদর্শন হলো 'পোইরৈতোন খুনথোকপা', যার রচনাকাল তৃতীয় শতাব্দী বলে অনুমিত। বাংলাদেশে মণিপুরী সাহিত্য চর্চার প্রাতিষ্ঠানিক সূচনা ১৯৭৫ সালে 'পূজারী সাহিত্য সংসদ' গঠন (দু'বছর পরে যা 'বাংলাদেশ মণিপুরী সাহিত্য সংসদ' নামকরণ করা হয়) এবং সংসদের মুখপত্র হিসেবে মণিপুরী ও বাংলা ভাষার দ্বি-ভাষিক সংকলন 'দীপান্বিতা' প্রকাশের মাধ্যমে।

প্রাচীনতা এবং ঋদ্ধতায় যথেষ্ট গরীয়ান মণিপুরী কবিতার যথাসম্ভব সামগ্রিক চিত্রকে এক মলাটে আবদ্ধ করে বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের সামনে তুলে ধরার আকাঙ্ক্ষা আর প্রয়োজনীয়তা থেকেই 'অন্যস্বর : নির্বাচিত মণিপুরী কবিতা'–এই গ্রন্থের পরিকল্পনা। আর তাই মণিপুরীদের মূলভূমি মণিপুর ছাড়াও ভারতের তিনটি রাজ্য আসাম, ত্রিপুরা ও মেঘালয় এবং ভারতের বাইরে বাংলাদেশের মণিপুরী কবিতার ধারাকেও গ্রন্থের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। এই সংকলনগ্রন্থে মণিপুরের ২৮ জন, আসাম থেকে ৪ জন, ত্রিপুরার ৩ জন, মেঘালয় রাজ্যের ১ জন এবং বাংলাদেশের ৪ জন নিয়ে মোট ৪০ জন কবির ৮৪টি কবিতা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

নানা সীমাবদ্ধতা এবং বিভিন্ন অন্তরায়ের কারণে মণিপুরী কবিতার সম্পূর্ণ পরিচয়কে বা কবিতার ধারাকে পরিপূর্ণভাবে উপস্থাপনে সক্ষম এমন কোনো গ্রন্থ হয়তো হয়নি এই সংকলনগ্রন্থ। তবু এই গ্রন্থ আধুনিক মণিপুরী কবিতার বিশেষত বিংশ শতাব্দীর মণিপুরী কবিতার একটি সাধারণ চরিত্র অনুসন্ধিৎসু পাঠকের সামনে পরিস্ফুট করতে সক্ষম হবে এই বিশ্বাস এবং প্রত্যাশা থেকেই গ্রন্থটি বাংলাভাষী কবিতাপ্রেমী পাঠকের হাতে তুলে দেওয়া হলো।

CamScanner

অন্যস্বর

নির্বাচিত মণিপুরী কবিতা

সংকলন অনুবাদ ও সম্পাদনা

এ কে শেরাম

কথামেলা

কথামেলা প্রকাশন

CamScanner

অন্যস্বর
নির্বাচিত মণিপুরী কবিতা
এ কে শেরাম

প্রকাশক | আবদুর রউফ বকুল
কথামেলা প্রকাশন
৩৮/৪, বাংলাবাজার (৩য় তলা), ঢাকা ১১০০
মোবাইল : ০১৭১২-৪৭৪৩০৭

প্রথম প্রকাশ | ডিসেম্বর ২০১১
গ্রন্থস্বত্ব | সম্পাদক
প্রচ্ছদ | জাহাঙ্গীর আলম
বর্ণবিন্যাস | বিস্‌মিল্লাহ্‌ কম্পিউটার্স
৪৭/১, বাংলাবাজার (২য় তলা) ঢাকা ১১০০
মুদ্রণ | ইছামতি প্রিন্টিং প্রেস
৭নং ওয়ালটার রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা ১১০০
মূল্য | ১৮০.০০

ONNYOSWOR
by A K Sheram
Published by Abdur Rouf Bakul
Kathamela Prokashon
38/4, Banglabazar, Dhaka-1100
Cover Design | Jahanger Alam
First Published in 2011
Price : 180.00
US$: 7.00
ISBN-984-70336-0038-5

CamScanner

উৎসর্গ

এলাংবম নীলকান্ত সিংহ
সলাম তোম্বা
শরতচান্দ থিয়াম

তিন প্রজন্মের তিন প্রতিভাবান মণিপুরী কবি

CamScanner

অনুবাদকের প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থ

১. বসন্ত কুন্নিপালগী লৈরাং – ১৯৮২ (মণিপুরী কাব্যগ্রন্থ); ২য় সংস্করণ ২০১১।
২. চৈতন্যে অধিবাস – ১৯৮৮ (বাংলা কাব্যগ্রন্থ)।
৩. মণিদীপ্ত মণিপুরী ও বিষ্ণুপ্রিয়া বিতর্ক : ইতিহাসের দর্পণে দেখা – ১৯৯৩ (গবেষণাধর্মী বাংলা গ্রন্থ)।
৪. বাংলাদেশের মণিপুরী : ত্রয়ী সংস্কৃতির ত্রিবেণী সঙ্গমে – ১৯৯৬ (মণিপুরী বিষয়ক প্রবন্ধ সংকলন)।
৫. মণিপুরী শক্তাক খুদম (সম্পাদিত) - ১৯৯৯ (মণিপুরী প্রবন্ধের সংকলন)।
৬. নোঙ্গৌবী – ২০০১ (মণিপুরী ছোটগল্প)।
৭. মঙলানগী অতিয়াদা নুমিৎ থোকপা – ২০০৭ (মণিপুরী কাব্যগ্রন্থ)।
৮. প্রেমে-অপ্রেমে আছি, আছি দ্রোহী চেতনায় – ২০১০ (বাংলা কাব্যগ্রন্থ)।
৯. অতোপ্পা লৈরাং – ২০১০ (মণিপুরী প্রবন্ধ সংকলন)।
১০. বাংলাদেশের মণিপুরী কবিতা (অনুবাদ ও সম্পাদনা) - ১৯৯০: ২য় সংস্করণ ২০১১।
১১. এস ভানুমতি দেবীর নির্বাচিত কবিতা (অনুবাদ ও সম্পাদনা) - ২০১১ (মণিপুরী কবিতার বাংলা অনুবাদ)।
১২. মৈরা পাইবী – ২০১১ (বাংলা ভাষায় রচিত মণিপুর ও মণিপুরী বিষয়ক উপন্যাস)।

CamScanner

প্রসঙ্গ কথা

বাংলাদেশে মণিপুরী বসতি স্থাপনের প্রায় তিনশত বৎসরের সময়কালে মণিপুরী কবিতার সামগ্রিক একটি পরিচয় তুলে ধরা সম্ভব এমন একটি গ্রন্থ হিসেবে বাংলা অনুবাদে মণিপুরী কবিতার পূর্ণাঙ্গ কোনো সংকলনগ্রন্থ এর আগে প্রকাশিত হয়নি। ১৯৯০ সালে প্রথম বাংলাদেশের ১০ জন মণিপুরী কবির প্রত্যেকের ২টি করে কবিতা নিয়ে পাশাপাশি বাংলা অনুবাদসহ 'বাংলাদেশের মণিপুরী কবিতা' শিরোনামে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তার দীর্ঘ একুশ বছর পর ২০১১ সালের ফেব্রুয়ারিতে ঐ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়, যেখানে কবি এবং কবিতার সংখ্যা বৃদ্ধি করে মোট ১৭ জন কবির ৫৫টি কবিতা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সকল ক্ষেত্রেই মূল মণিপুরী কবিতার পাশাপাশি বাংলা অনুবাদ দেওয়া হয়েছে। ২০১১ সালে মণিপুরী ভাষার কবি মণিপুরের বর্তমান মহিলা কবিদের এক অন্যতম প্রধান কণ্ঠস্বর ভারতের সাহিত্য একাডেমী পুরস্কার প্রাপ্ত কবি এস ভানুমাতি দেবীর নির্বাচিত কবিতার বাংলা অনুবাদে প্রকাশিত হয় 'এস ভানুমতি দেবীর নির্বাচিত কবিতা'। কিন্তু এসবই মণিপুরী কবিতার এক খণ্ড চিত্র মাত্র। ফলে, প্রাচীনতা এবং ঋদ্ধতায় যথেষ্ট গরীয়ান মণিপুরী কবিতার যথাসম্ভব সামগ্রিক চিত্রকে এক মলাটে আবদ্ধ করে বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের সামনে তুলে ধরার আকাঙ্ক্ষা আর প্রয়োজনীয়তাটুকু সবসময়ই অনুভব করেছি। সেই অনুভবেরই রূপায়ন এই গ্রন্থের প্রকাশ– 'অন্যস্বর : নির্বাচিত মণিপুরী কবিতা'।

বলা হয়, সাহিত্যের প্রাচীনতম শাখা হলো কবিতা। বিষয়টি সাধারণভাবে স্বীকৃত। মণিপুরী সাহিত্যের ক্ষেত্রেও আমরা দেখি, মণিপুরী সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন হিসেবে বিবেচিত হয় 'ঔগ্রী'; এক ধরনের গীতিকবিতা, যা ৩৩ খ্রীষ্টাব্দে মণিপুররাজ পাখংবার সিংহাসনারোহণকালে সূর্য দেবতার উদ্দেশে নিবেদিত হয়েছিলো বলে ইতিহাসে উল্লেখ মেলে। অনেকের মতে এই গীতিকবিতাগুলো আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যে এবং প্রায়োগিক চারিত্রে কেবলমাত্র বৈদিক স্তোত্রের সাথেই তুলনীয়। সেই হিসেবে মণিপুরী কবিতার বয়ঃক্রম প্রায় দুই হাজার বৎসরের। তবে প্রাপ্ত প্রথম লিখিত সাহিত্যের নিদর্শন হলো 'পোইরৈতোন খুনথোকপা', যার রচনাকাল তৃতীয় শতাব্দী বলে অনুমিত। অষ্টম থেকে শুরু করে দশম বা একাদশ শতাব্দীতে এসে মণিপুরী সাহিত্য যথেষ্ট ঋদ্ধি অর্জন করে। ঐ সময়কালে মণিপুরী সাহিত্যের ভাণ্ডারে যুক্ত হয় অনেক উজ্জ্বল সৃষ্টির সম্ভার। প্রাসঙ্গিকভাবে

CamScanner

উল্লেখ করা যেতে পারে নুমিৎ কাপ্পা, পাম্থোইবী খোঙ্গুল, চৈথারোল কুম্বাবা, নিংথৌরোল লম্বুবা, চাদা লাইহুই, নিংথৌরোল শৈরেং, সানা লমওক প্রভৃতি গ্রন্থের কথা। মণিপুরী সাহিত্যের সৃজন-স্বপ্নের এই বিভান্বিত স্রোতোধারা বহমান থাকে খ্রীষ্টীয় ষোড়শ বা সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত। এই কালপর্যায়ে মণিপুরী সাহিত্যের গৌরব-মুকুটে যুক্ত হয় হিজন হিরাও, নাউথিংখোং ফম্বাল কাবা, খোংজোংনুবী নোঙ্গারোন, চায়নারোল, চোথে থাংওয়াই পাখংবা, নোংশামৈ, সমসোক ঙম্বাসহ সাহিত্যের অনেক উজ্জ্বল পালক। তবে অষ্টাদশ বা ঊনবিংশ শতাব্দীতে এসে মণিপুরী সাহিত্যের অগ্রযাত্রায় কিছুটা স্থবিরতা আসে। বাংলা অঞ্চল থেকে আসা সনাতন ধর্ম মণিপুরের প্রধানতম ধর্মের রূপ পরিগ্রহ করার প্রেক্ষিতে সৃষ্ট সংস্কৃতির সংঘাত এবং বাংলা লিপি কর্তৃক মণিপুরী লিপির স্থান গ্রহণ করার কারণে সূচিত ভাষাগত জটিলতা মণিপুরী জীবনে নিয়ে আসে অস্থিরতার এক করাল ছায়া। ফলে এই সময়কালে মণিপুরী সাহিত্যের রত্নকোষে জমা হয়নি বর্ণে ও বৈচিত্রে উল্লেখযোগ্য তেমন কোনো সৃষ্টির সম্ভার।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে এসে মণিপুরী সাহিত্যে সূচিত হয় আধুনিকতা। মণিপুরে তখন চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধারার প্রবল প্রতাপ। এই ধর্মের প্রধান প্রায় সব গ্রন্থই বাংলা ভাষায় রচিত। তাছাড়া মণিপুরে তখন জোনস্টোন স্কুল নামের ইংলিশ মিডল স্কুল স্থাপিত হলেও উচ্চতর শিক্ষার কোনো প্রতিষ্ঠান বা কলেজ ছিলো না। ফলে, উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্যে মণিপুরী শিক্ষার্থীদেরকে কলিকাতা, ঢাকা, শিলং বা সিলেটে পড়াশোনা করতে হয়েছে। এভাবেই ধর্ম এবং শিক্ষার সূত্র ধরে মণিপুরীদের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সাথে নৈকট্য সৃষ্টি হয়। আর তারই ফলশ্রুতিতে বাংলা সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ ও সেখান থেকে প্রাপ্ত চেতনার নতুন দিগন্ত এবং বাংলা সাহিত্যের উন্মুক্ত দরোজা দিয়ে প্রবেশ করা বিশ্বসাহিত্যের প্রগলভ বাতাস মণিপুরী সাহিত্যের উন্মুখ উপত্যকায় নিয়ে আসে পরিবর্তনের নতুন হাওয়া। তাছাড়া মণিপুরে তখন কর্মরত ব্রিটিশ পলিটিকেল এজেন্ট ও বিভিন্ন ইংরেজ কর্মচারীদের মাধ্যমে ইংরেজী সাহিত্যের কিছুটা প্রভাবও চলে আসে। তার উপর বিংশ শতাব্দীতে সংঘটিত দু'দুটো বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবে মণিপুরী মন ও মানসে সূচিত হয় বিপুল পরিবর্তন। উল্লেখ করা আবশ্যক যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় একটি উল্লেখযোগ্য যুদ্ধক্ষেত্র ছিলো মণিপুরের রাজধানী ইম্ফাল। এই সমস্ত কিছুর প্রভাবে মণিপুরী সাহিত্যে আসে এক বিরাট পরিবর্তনের হাওয়া। বলা চলে, এই সময়কাল বা বিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েক দশক ছিলো মণিপুরী সাহিত্যের এক 'রেনেসাঁ-সময়'। চাউবা-কমল-অঙাংহল হলেন মণিপুরী সাহিত্যের এই নতুন যাত্রাপথের প্রধান পথিকৃৎ। আধুনিক যুগের এই উন্মেষকালের আরো উল্লেখযোগ্য কবি-সাহিত্যিকেরা

CamScanner

হলেন– হওয়াইবম নবদ্বীপচন্দ্র, অরাম্বম দরেন্দ্রজিৎ, অশাংবম মীনকেতন, হিজম ইরাবত, রাজকুমার শীতলজিৎ, শঞ্জেনবম নদীয়া প্রমুখ। রোমান্টিকতা, স্বদেশপ্রেম ও আত্মপরিচয় অনুসন্ধানের উদগ্র আবেগকে আশ্রয় করে রচিত হতে থাকে কবিতা-গল্প-উপন্যাস। এই সময়ের নন্দিত কিছু সাহিত্যসৃষ্টি হলো– লমাবম কমলের উপন্যাস 'মাধবী', খ্বাইরাকপম চাউবার কাব্যগ্রন্থ 'থায়নগী লৈরাং', ইতিহাস-আশ্রিত উপন্যাস 'লবঙ্গলতা', রাজকুমার শীতলজিতের ছোটগল্প গ্রন্থ 'লৈকোন্নুংদা' এবং হিজম অঙাংহলের কাব্যগ্রন্থ 'শীংঙেন ইন্দু' ও নাটক 'ইবেম্মা'। এছাড়া এই সময়কালে সৃষ্ট মণিপুরী সাহিত্যের আরেকটি উল্লেখযোগ্য অবদান হলো উনচল্লিশ হাজার পদ সম্বলিত খাম্বা-থোইবীর অমর প্রেমের উপর ভিত্তি করে রচিত মহাকাব্য 'খাম্বা-থোইবী শৈরেং'। রোমান্টিকতার প্রাথমিক পর্যায় পেরিয়ে স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি গভীর প্রেম ও আধুনিক জীবন যন্ত্রণার যথাযথ প্রতিফলনে প্রকৃত আধুনিকতার প্রথম স্ফূরণ দেখি আমরা হিজম ইরাবতের কবিতায়। হিজম ইরাবত, যিনি 'জননেতা' হিসেবে সমধিক খ্যাত ছিলেন, প্রকৃতপক্ষে একজন বিপ্লবী রাজনীতিক, দেশনায়ক, যশস্বী কবি, সফল সমাজ সংস্কারক, খ্যাতকীর্তি সংস্কৃতিকর্মী। তিনি জীবনের প্রায় সকল ক্ষেত্রেই হাত দিয়েছিলেন এবং তাঁর কল্যাণী স্পর্শে মণিপুরী জীবনের প্রায় সকল শাখাই বিকশিত হয়ে উঠেছিলো সুরভিত পত্রে ও পুষ্পে। এজন্যে তাঁকে বিবেচনা করা হয় 'রেনেসাঁ ম্যান' অর্থাৎ মণিপুরী জাতির নবজাগরণের প্রতীকী পুরুষ হিসেবে। এই হিজম ইরাবত রাজনৈতিক কারণে সিলেট জেলে বন্দী হিসেবে ছিলেন ১৯৪২-৪৩ সালে। জেলে থাকাকালীন তিনি অনেকগুলো কবিতা রচনা করেন যেখানে জীবনের জটিল জঙ্গমতার পাশাপাশি যুগ যন্ত্রণা এবং অনিবার্য জীবন সংগ্রামের কথা চিত্রিত হয় অসামান্য শিল্পকুশলতায়। পরবর্তীতে এই কবিতাগুলো 'ইমাগী পূজা' (মায়ের পূজা) শিরোনামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। চল্লিশ, পঞ্চাশ বা ষাটের দশকে যারা মণিপুরী সাহিত্যের প্রাণময় প্রাঙ্গণকে সৃষ্টিশীলতায় মুখর করে তুলেছিলেন তার হলেন– লাইশ্রম সমরেন্দ্র, এলাংবম নীলকান্ত; মহারাজকুমারী বিনোদিনী, জি সি তোংব্রা, এলাংবম রজনীকান্ত, হিজম গুনো, খুমন্থেম প্রকাশ, নোংথোম্বম কুঞ্জমোহন প্রমুখ। বাংলা সাহিত্যের রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ প্রমুখের প্রত্যক্ষ প্রভাবের পাশাপাশি পাশ্চাত্য সাহিত্য বিশেষত ইংরেজী সাহিত্যের বিভিন্ন প্রভাবও তখন এসে পড়ে মণিপুরী সাহিত্যের সৃজন-উপত্যকায়। বিশেষ করে এলাংবম নীলকান্তের কবিতায় এলিয়টীয় কাব্যভাবনা ছায়া মেলে দেয়। সত্তরের দশকে মণিপুরী কবিতার দিগ্বলয়ে ঘটে নতুনতর চেতনার আবির্ভাব–আমরা শুনি নতুন কণ্ঠস্বর। শ্রীবীরেন, আর কে মধুবীর হলেন এই নতুন ধারার পথিকৃৎ। তাঁদের পিছু পিছু আরো আসেন কাঙজম পদ্মকুমার, সলাম তোম্বা, থাংজম

CamScanner

ইবোপিশক, য়ুমলেম্বম ইবোমচা প্রমুখ। তাঁদের কবিতায় শরীর-যৌনতা যেমন কথা বলেন ওঠে, তেমনি জীবনের গোপন-গভীর উচ্চারণ বা সমাজের অসঙ্গতিগুলো তাঁরা ঘোষণা করে তারস্বরে–উচ্চকণ্ঠে। এদের কারো কারো কবিতায় অশ্লীলতার ছায়াপাত ঘটেছে বলেও অভিযোগ ওঠে। তারপরও সত্তর ও আশির দশকের মণিপুরী কবিতা এক অন্যরকম ঔজ্জ্বল্যে ভাস্বর হয়। এদেরই অনুগামী হয়ে আসেন আরো একঝাঁক তরুণতর কবি যারা শাসন করেন আশি ও নব্বইয়ের দশক। তাঁদের মধ্যে রাজকুমার ভুবনস্না, মেমচৌবী, রঘু লৈশাংথেম, শরতচান্দ থিয়াম, দিলীপ ময়েংবম, মোইরাংথেম বরকন্যা, লাইরেল্লাকপম ইবেমহল প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এই পর্যায়ের কবিতায় আমরা স্বদেশপ্রেমের চেতনায় দৃপ্ত হয়ে মণিপুরের বর্তমান রাজনৈতিক অস্থিরতা, সামাজিক অসঙ্গতি ও অনাচারের বিরুদ্ধে এবং এক অনিকেত জীবনের জন্যে হতাশা সমস্ত কিছু নিয়ে কবিদের উচ্চকণ্ঠ হতে শুনি। তারও পরে নতুন শতাব্দীতে এসে শূন্যের দশকে আরো তরুণতর অনেক কবি সক্রিয় হয়েছেন মণিপুরী কবিতার সুফলা উপত্যকায়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা আবশ্যক, ১৯৭২ সালে মণিপুরী ভাষা ভারতের সাহিত্য একাডেমী কর্তৃক স্বীকৃতি লাভের পর ১৯৭৩ সাল থেকে শুরু হয় মণিপুরী কবি-সাহিত্যিকদের সাহিত্য একাডেমী এওয়ার্ড দিয়ে সম্মানিত করার পালা। এ-পর্যন্ত ৩৬ জন কবি-সাহিত্যিক ভারতের সম্মানজনক একাডেমী এওয়ার্ডে ভূষিত হয়েছেন। আর অনুবাদ সাহিত্যের জন্যে একাডেমী এওয়ার্ড পেয়েছেন আরো ২০ জন কবি ও লেখক। তাছাড়া সাহিত্য-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে ভারত সরকার প্রদত্ত সম্মানজনক 'পদ্মশ্রী'তে ভূষিত হয়েছেন মণিপুরের ১৭ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। পরবর্তীতে ১৯৯২ সালে মণিপুরী ভাষাকে ভারতীয় সংবিধানের অষ্টম তপশীলে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে ভারতের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

মণিপুরী জাতির আদিভূমি এককালের স্বাধীন রাজ্য বর্তমানে ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য–মণিপুর। ইতিহাসের নানা কালপর্যায়ে সামাজিক, রাজনৈতিক ও যুদ্ধবিগ্রহজনিত নানা কারণে আদিভূমি মণিপুর রাজ্য ছেড়ে বাংলাদেশের এই বর্তমান ভূখণ্ডে মণিপুরীদের বসতিস্থাপনের সূচনা প্রায় তিনশত বৎসর আগে। বসতিস্থাপনের সাথে সাথে মণিপুরী জনগোষ্ঠী জীবনের প্রয়োজনে সংস্কৃতির নানা উপচারকে জীবনের অঙ্গীভূত করে নিলেও সাহিত্যের আঙিনায় কোনো পদচারণা ঘটেনি। যদিও মণিপুরীদের ঐতিহ্যের ভাণ্ডারে তখন হাজার বছরের চেয়েও প্রাচীন এক সমৃদ্ধ সাহিত্যের উত্তরাধিকার ছিলো তথাপি সম্ভবত নতুন পরিবেশ-প্রতিবেশ এবং ভাষিক প্রতিকূলতার কারণে নতুন অভিবাসিত জনগোষ্ঠী ধর্মীয় জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত শিল্প-সংস্কৃতির চর্চার ক্ষেত্রে কিছুটা মনোযোগী হলেও

CamScanner

সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অভিনিবেশ প্রযুক্ত করতে পারেনি। ফলে, নতুন অভিবাসিত অঞ্চলে সেই সময়কাল ছিলো মণিপুরী সাহিত্যের জন্যে এক বন্ধ্যা সময়। ১৯৭৫ সালে 'পূজারী সাহিত্য সংসদ' গঠন, দু'বছর পরে যা 'বাংলাদেশ মণিপুরী সাহিত্য সংসদ' নামকরণ করা হয়, এবং সংসদের মুখপত্র হিসেবে ঐ বছরেরই ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসে মণিপুরী ও বাংলা ভাষার দ্বি-ভাষিক সংকলন 'দীপান্বিতা' প্রকাশের মাধ্যমে বাংলাদেশে মণিপুরী সাহিত্য চর্চার প্রাতিষ্ঠানিক যাত্রা সূচিত হয়। পরবর্তীতে দীপান্বিতার আলোয় আলোকিত হয়ে জন্ম নেয় আরো অনেক সাহিত্য সংকলন–প্রতিষ্ঠিত হয় বেশ কিছু নূতন সাহিত্য সংগঠন এবং বেরিয়ে আসে প্রতিশ্রুতিশীল অনেক সাহিত্যকর্মী। প্রকাশিত সাহিত্য সংকলনগুলোর মধ্যে মিৎকপথোকপা (যা পরবর্তীতে 'ইথিল' নামে প্রকাশিত হয়েছে), ইপোম, খোল্লাও, খোঙথাং, খোঙ্গুল লীবা, শজিবু ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য। তবে অধিকাংশ প্রকাশনাই তার ধারাবাহিকতা রক্ষায় ব্যর্থ হয়। দীপান্বিতা, পরিবর্তিত নাম 'মৈরা' গ্রহণ করে, আজও তার প্রকাশনা অব্যাহত রেখেছে। এযাবত মৈরা'র ৪৪টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। মৈরা প্রকাশনা ছাড়াও বাংলাদেশ মণিপুরী সাহিত্য সংসদ ১৯৮২ সালে প্রকাশ করে বাংলাদেশের প্রথম মণিপুরী গ্রন্থ হিসেবে এ কে শেরামের মণিপুরী কাব্যগ্রন্থ 'বসন্ত কুন্নিপালগী লৈরাং' (আটাশ বসন্তের ফুল)। পরবর্তীতে আরো অনেকের অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। কবিতা-গল্প-প্রবন্ধ মিলিয়ে এযাবত বাংলাদেশে প্রকাশিত মণিপুরী গ্রন্থের সংখ্যা ২৩টি। আবার বাংলাদেশের মণিপুরী কবি-লেখকদের অনেকেই মাতৃভাষা 'মণিপুরী'র পাশাপাশি দ্বিতীয় মাতৃভাষা 'বাংলা'য়ও সাহিত্যচর্চা করছেন। বাংলা ভাষায় অদ্যাবধি প্রকাশিত কবিতা-গল্প-প্রবন্ধ মিলিয়ে তাদের এরকম গ্রন্থের সংখ্যা ১৬টি।

মূলভূমি মণিপুর রাজ্য ছাড়াও মণিপুরীরা যেমন ভারতের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য বিশেষত আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয়, নাগাল্যাণ্ডসহ বিভিন্ন রাজ্যে বসতি স্থাপন করেছে তেমনি ভারতের বাইরে বাংলাদেশ এবং মিয়ানমারেও মণিপুরী বসতি আছে। মিয়ানমারের মণিপুরীরা নানা রাজনৈতিক প্রতিকূলতার মুখে নিজেদের মাতৃভাষাকে সঠিকভাবে বাঁচিয়ে রাখতে পারেনি। ফলে, সেখানে মণিপুরী সাহিত্যচর্চার কোনো পরিবেশ সৃষ্টি হয়নি। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বসতিস্থাপনকারীদের মধ্যে আসাম এবং ত্রিপুরা রাজ্যে সবচেয়ে বেশি মণিপুরী জনগোষ্ঠীর বাস। আর এই দুই রাজ্যে মণিপুরী সাহিত্যচর্চার ইতিহাস এবং ঐতিহ্য সুপ্রাচীন ও সমৃদ্ধ। মণিপুরী কবিতার একটি সামগ্রিক চিত্র উপস্থাপনের লক্ষ্যে 'অন্যস্বর : নির্বাচিত মণিপুরী কবিতা' শীর্ষক অনুবাদ গ্রন্থখানি সংকলিত করতে গিয়ে আমি তাই মণিপুরীদের মূলভূমি মণিপুর ছাড়াও ভারতের তিনটি রাজ্য আসাম, ত্রিপুরা ও

CamScanner

মেঘালয় এবং ভারতের বাইরে বাংলাদেশের মণিপুরী কবিতার ধারাকেও একই আওতাভুক্ত করেছি। এই সংকলনগ্রন্থে আমি মণিপুর থেকে ২৮ জন, আসাম থেকে ৪ জন, ত্রিপুরার ৩ জন, মেঘালয় রাজ্যের ১ জন এবং বাংলাদেশের ৪ জন নিয়ে মোট ৪০ জন কবির ৮৪টি কবিতা অন্তর্ভুক্ত করেছি। প্রাচীন মণিপুরী কবিতার পর্যায় আমার নির্বাচনের আওতায় আসেনি। বিংশ শতাব্দীর সূচনাসময় থেকে শুরু হওয়া আধুনিক কবিতার সময়কাল থেকে এই শতাব্দীর শেষ দশক পর্যন্ত সময়বৃত্তকেই আমি বেছে নিয়েছি আমার কবিতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে। বলা ভালো, নানা সীমাবদ্ধতার কারণে আমার এই সংকলনে আমি নতুন শতাব্দীর কবিকণ্ঠদের ধারণ করতে পারিনি। সুতরাং এক অর্থে বলা যায় এই কবিতা সংকলন মণিপুরী কবিতার একটি শতাব্দীর চিত্র ও চারিত্রকেই ধারণ করার প্রয়াসী হয়েছে। তারপরও এই এক শতাব্দীর কবি নির্বাচন করতে গিয়ে যেমন অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই সকল গুরুত্বপূর্ণ কবিকে গ্রন্থভুক্ত করতে পারিনি, তেমনি তাদের সকল শ্রেষ্ঠ কবিতাও নির্বাচন করতে পারিনি। তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা এবং নির্বাচিত কবিদের সকল কাব্যগ্রন্থ আমার নাগালে না থাকা যেমন অন্তরায় হয়েছে কবি ও কবিতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে তেমনি প্রকাশনার ব্যয়াধিক্য পরিহার করার স্বার্থে গ্রন্থের কলেবরের কথা বিবেচনায় রেখে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কবিকেও গ্রন্থভুক্ত করা থেকে বিরত থাকতে হয়েছে। ফলে, মণিপুরী কবিতার সম্পূর্ণ পরিচয়কে বা কবিতার ধারাকে পরিপূর্ণভাবে উপস্থাপনে সক্ষম কোনো গ্রন্থ হয়তো হয়নি এই সংকলনগ্রন্থ। তবু এই সংকলনগ্রন্থ আধুনিক মণিপুরী কবিতার বিশেষত বিংশ শতাব্দীর মণিপুরী কবিতার একটি সাধারণ চরিত্র অনুসন্ধিৎসু পাঠকের সামনে পরিস্ফুট করতে সক্ষম হবে এই বিশ্বাস এবং প্রত্যাশা থেকেই গ্রন্থটি বাংলাভাষী কবিতাপ্রেমী পাঠকের হাতে তুলে দিলাম।

এ কে শেরাম

CamScanner

সূচি

মণিপুর

১. হিজম অঙাংহল সিংহ ১৫
২. খ্বাইরাকপম চাউবা ১৮
৩. লমাবম কমল ২০
৪. হিজম ইরাবত সিংহ ২৩
৫. অশাংবম মীনকেতন সিংহ ২৭
৬. রাজকুমার সুরেন্দ্রজিৎ সিংহ ২৯
৭. এলাংবম নীলকান্ত সিংহ ৩৪
৮. লাইশ্রম সমরেন্দ্র ৩৮
৯. কাঙজম পদ্মকুমার সিংহ ৪১
১০. য়েংখোম বিহারী সিংহ ৪৩
১১. যুগেশ্বর ওয়াইখ্বা ৪৫
১২. নোংথোম্বম শ্রীবীরেন ৪৭
১৩. সলাম তোম্বা ৫০
১৪. নন্দ মৈতৈ ৫৪
১৫. রাজকুমার মধুবীর সিংহ ৫৬
১৬. এস ভানুমতি দেবী ৬০
১৭. থাংজম ইবোপিশক ৬৩
১৮. য়ুমলেম্বম ইবোমচা ৬৬
১৯. রাজকুমার ভুবনস্না ৬৮
২০. মেমচৌবী ৭০
২১. মোইরাংথেম বরকন্যা ৭২
২২. রঘু লৈশাংথেম ৭৪
২৩. দিলিপ ময়েংবম ৭৬
২৪. বিরেন্দ্রজিৎ নাউরেম ৭৮
২৫. লাইরেল্লাকপম ইবেমহল ৮১
২৬. শরতচান্দ থিয়াম ৮৫
২৭. লনচেনবা মীতৈ ৮৮
২৮. কোইজম শান্তিবালা ৯০

CamScanner

আসাম

১. সৌগাইজম ব্রজেশ্বর সিংহ ৯৫
২. শগোলশেম ধবল ৯৯
৩. খৈরুদ্দীন চৌধুরী ১০২
৪. লাইতোনজম নীলমনি ১০৪

ত্রিপুরা

১. নিংথৌখোংজম দিলীপ ১০৬
২. থাংজম রথীন্দ্র ১০৮
৩. সোরোকখাইবম গম্ভিনী ১১০

মেঘালয়

১. রাজামণি নোংথোম্বা ১১২

বাংলাদেশ

১. এ কে শেরাম ১১৫
২. খোইরোম ইন্দ্রজিৎ ১২১
৩. শেরাম নিরঞ্জন ১২৩
৪. হামোম প্রমোদ ১২৫

CamScanner

হিজম অঙাংহল সিংহ

মহাকবি হিসেবে খ্যাত হিজম অঙাংহল সিংহের জন্ম মণিপুরে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে এবং মৃত্যু ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে। মণিপুরী কবিতায় আধুনিকতার অন্যতম প্রধান পথিকৃৎ হিসেবে বিবেচিত তিনি। কাব্যগ্রন্থ, নাটক, উপন্যাস মিলে তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা সাতটি। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো উনচল্লিশ হাজার পদ সম্বলিত মণিপুরী সাহিত্যের গর্বিত ঐতিহ্য 'খাম্বা-থোইবী শৈরেং' নামের মহাকাব্য। ১৯৪৮ সালে মণিপুরী সাহিত্য পরিষদ তাঁকে মরণোত্তর 'কবিরত্ন' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন।

খ্যাতির খোঁজে

খ্যাতি, তুমি কোথায় থাকো–কোন সে দেশে?
আমার সকল অর্থ-বিত্তের বিনিময়ে তোমাকে কি পাবো আমি
পাওয়া যাবে কি তোমাকে সেই রাজকীয় বাজারে?
ধন-ধান্যে পূর্ণ কোনো ভাণ্ডারে কি, খ্যাতি, তোমার বসতি?
উত্তরের পাহাড়ে বিশাল কোনো বৃক্ষশাখায় কি ফুল হয়ে ফোটো তুমি
অন্ধকার খনির গভীরে মণির মতো কি গোপনে লুকিয়ে থাকো?
নাকি তুমি সমুদ্রের গভীরতম তলদেশে
অথবা উর্ধাকাশে নাগালহীন শূন্যতার বুকে বসে আছো?
তোমাকে পাবো বলে কতো লোকের কল্যাণে বিলিয়ে দিয়েছি নিজেকে
কতো কতো জনকে সহায়তা করেছি শুধু তোমারই জন্যে।
কিন্তু কেবলই নিজের সময় নষ্ট–পাইনিতো কোনো ফল,
শুধু নিজেরই অর্থ ব্যয়–আসেনি তা কোনো কাজে।
তোমার পিছু পিছু দৌড়ুতে গিয়ে ঘুরেছি প্রায় সারাটা বিশ্ব
তোমার জন্যে এতো যে কষ্ট আমার তা কেবলই পণ্ডশ্রম।
একটু একটু করে পিছিয়ে আসি তাকিয়ে থাকি ঈর্ষার দৃষ্টিতে
কথা বলি বিনীত ভঙ্গিমায়–তবু রেগে যাও কখনো কখনো।
যে ফলজবৃক্ষ লাগিয়েছিলাম তা আজ ফলভারে নত
সেদিনের ছোট্ট চারাগাছটিও পত্রে-পুষ্পে সুশোভিত বিশাল বিটপী আজ।
কিন্তু খ্যাতির যে বীজ পরম মমতায় একদিন বুনেছিলাম আমি
আজো তা ফুল-ফলহীন এক বন্ধ্যা বৃক্ষ মাত্র।
কোনো হৃদয়বান ব্যক্তি কি বন্দী করে রেখেছে তোমাকে হৃদয়ের মণিকোঠায়
ক্ষমতাবানেরা কি ধরে রেখেছে তোমাকে তাদের শক্ত হাতের মুঠোয়?
তোমাকে যারা কামনা করে বেশি তারা কি কখনো পায় না তোমাকে
আর যাদের কাছে তুমি মোটেও কাম্য নও, তুমি ধরা দাও কি তাদেরই হাতে?

CamScanner

খ্বাইরাকপম চাউবা

জন্ম ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে মণিপুরের রাজধানী ইম্ফালে। মণিপুরী সাহিত্যের রেনেসাঁ যুগের অন্যতম প্রধান রূপকার। কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ মিলে খ্বাইরাকপম চাউবার প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা সাতটি। শুধু সৃজনশীল কর্মকাণ্ডে নয়, একজন সংগঠক হিসেবেও তাঁর ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। গড়ে তুলেছেন সাহিত্য সংগঠন, সম্পাদনা করেছেন সাহিত্যের পত্রিকা। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে মণিপুরী সাহিত্য পরিষদ 'সাহিত্য রত্ন' উপাধি দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করেন। ১৯৫০ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

মৈতৈ* কবি

(*মৈতৈ - মণিপুরী)

জঙ্গলে ফোটা ফুল যেমন
পরিচর্যাহীন অবহেলায়
একান্তে ঝরে যায়,
মাটির গভীরে থাকা মণি যেমন
লোকচক্ষুর অন্তরালে
অর্থহীন আলো ছড়ায়,
পাহাড়-পর্বতে ঘিরে রাখা
পাহাড়ি জনজাতির প্রহরায় থাকা
স্বর্ণময় রাজ্য মণিপুরও
অযথাই আলো ছড়িয়েছে
নিষ্ফলা ফুল হয়ে ফুটেছে
জন-মানবের নিতান্ত অগোচরে।
এই কথা যখনই ভাবি
এক গভীর দুঃখবোধ আমাকে
ঘিরে ধরে এসে দিবসরজনী।
গোমুখীর উৎসমূখে
ভাগীরথী গঙ্গা যে
প্রবল স্রোতোবেগে বয়ে চলে
কিন্তু তোমার সন্তান এখনও দুর্বল
মাতৃভক্তিও জানে না
মায়ের সেবাও তাই করিনি

CamScanner

(হে আমার প্রিয় জননী!)
তোমার অবোধ সন্তান আমরা
দুই হাত জোড় করে
গাইবো আজ জাগরণী গান।
আমরা তোমার দরিদ্র সন্তান
পবিত্র প্রেমের ফল্গুধারা ছাড়া
আর কী দেবো অর্ঘ্য চরণে তোমার।
হৃদয়ের গভীরতর প্রদেশে
ভক্তির আসন পাতা তোমার
সেখানে অধিষ্ঠান করো হে মাতা।
শুধু প্রার্থনা করি
জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে
যেন ভূলি না তোমার স্নেহসুধা।
দরিদ্র এ-ভাষা আমার
না জেনেই বলে লোকে
মৈতৈ কবি আসবেই।

মূল কবিতা: মৈতৈ কবি

বাজে না মা আমার এই বীণা

আমার বীণা বাজে না মাগো
সাধারণ এই আমার হাতের ছোঁয়ায়!
বেরিয়ে আসে না সেখান থেকে
আমার প্রিয় সে ভাটিয়ালী সুর হায়!
দাও মা আমায় নরোম-মসৃণ মিজরাব
ভালোবাসার পেলব স্পর্শে বাজাই অন্তরে!
বেরিয়ে আসুক তা থেকে সুমধুর সুর
শুনি আমি যেন তা দু' কান ভরে।

মূল কবিতা: খোঙদ্রে ইমা ঐগী বীণাসে

CamScanner

লমাবম কমল

কবি ডা. লমাবম কমল সিংহের জন্ম ১৮৯৯-এ মণিপুরের রাজধানী ইম্ফালে। মণিপুরী কবিতায় আধুনিকতার অন্যতম প্রধান পথিকৃৎ। মাত্র ৩৬ বৎসর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে। প্রকাশিত গ্রন্থ মাত্র দু'টি–একটি কাব্যগ্রন্থ ও একটি উপন্যাস। তাঁর একমাত্র উপন্যাস 'মাধবী' এখন পর্যন্ত সবচেয়ে পঠিত মণিপুরী সাহিত্যের ক্লাসিক উপন্যাস হিসেবে বিবেচিত। মণিপুরী সাহিত্য পরিষদ ১৯৪৮ সালে তাঁকে মরণোত্তর 'কবিরত্ন' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন।

বিশ্বপ্রেম

বিজ্ঞান বিশারদ হে যুবকবৃন্দ!
কেনো মন্ত্রকে বিশ্বাস করো না?
প্রেমের মন্ত্রে যদি বাঁধা পড়ো কোনোদিন
তাহলে চোখ থাকতেও অন্ধ হয়ে যাবে
বধির হবে কানে শুনেও,
বুদ্ধিমান হয়েও বোকা বনে যাবে।
বাতাস চুরি করে নিয়ে যায় ফুলের সৌরভ
তবুও যেমন বলি কী মধুর গন্ধ!
তেমনি প্রিয়জন যদি চুরি করে মন
তবু বলি, প্রিয় সে–ভালোবাসি, ভালোবাসি।
কেতকী ফুলের কাঁটা যতোই বাড়ুক
সুগন্ধী তার ছড়িয়ে পড়বেই।
যতোই মান-অভিমান করুক প্রিয়জন
তবু আরও প্রিয় মনে হবে তাকে
মনের মানুষ যদি বকুনিও দেয়
কোনো তেতো ওষুধের ক্রিয়ার মতো
শরীর আরো সতেজ হবে
নিমেষে চাঙ্গা হবে মন।
রাগ যদি করে তাতেও ভালোই লাগবে
ভেংচি কাটলেও মনে হবে হাসি।
প্রিয়জনের কণ্ঠ থেকে
খুলে নিয়ে সোনার হার
পরিয়ে যে দিতে পারে শত্রুর কণ্ঠে
সে-ইতো প্রকৃত প্রেমিক।

মূল কবিতা: বিশ্বপ্রেম

CamScanner

মৈতৈ* নন্দিনী

(*মৈতৈ - মণিপুরী)

অনেক-অনেকদিন পরে,
আজ এসেছে মা মৈতৈ নন্দিনী
মৈতৈ সাহিত্য মন্দিরে,
সুরম্য সাজি ভরে ফুল তুলে
এসো অর্ঘ্য দেই মায়ের চরণে।
পুষ্প চয়নের জন্যে
যেতে হবে না দূর কোনো বনে
চড়তে হবে না উঁচু কোনো বৃক্ষে,
খুব কাছে, একেবারে হাতের নাগালে,
এসো খুঁজি হৃদয়ের উপবনে।
হৃদয়-কানন থেকে আহরিত পুষ্পের সম্ভার
একতার সুতোয় গেঁথে গেঁথে
ধৈর্য্যের সুগঠিত সাজিতে ভরে
এসো অর্ঘ্য সাজাই মায়ের চরণে।
ফুলে ফুলে বানাবো মায়ের মন্দির;
চাই না লোহার মন্দির
মরিচা ধরে যা নষ্ট হয়ে যাবে,
চাই না পাথরের মন্দির
ডুবে যাবে যা মহাকাল সমুদ্রের অতলে।
চাই না আমি ইটের মন্দিরও,
একবার যা নির্মিত হলে নানা কারুকাজে
দীর্ঘদিন থাকবে কালের ধুলোবালিতে মলিন হয়ে;
তারচে' বরং এসো তৈরী করি ফুলের মন্দির
যা ভেসে থাকবে কালের স্রোতে অনুপম ঔজ্জ্বল্যে।
শুকিয়ে গেলে আবার গজাবে নতুন অঙ্কুর
এমন ফুলের চারা দিয়ে
এসো মন্দিরের খুঁটি বানাই,
যাতে সময়ের অনিবার্য চলমানতায়
ডালপালা তার ক্রমশ বিস্তৃত হয়ে চলে।
সব ঋতুতেই সমান ফোটে
এমন ফুলের চারা খুঁজে আনি
লাগিয়ে দিই মন্দিরের চারপাশে,

CamScanner

তারপর সে-মাটি ভিজিয়ে রাখি হৃদয়-অশ্রুজলে।
একদিন শুকিয়ে গেলেও এ নশ্বর দেহ,
থেকে যাক হৃদয়ের সে ফুল
রূপে-রসে-গন্ধে প্রস্ফুটিত হোক
প্রিয় মাতৃমন্দিরের চারপাশ ঘিরে।
মাতৃমন্দিরের সুরভিত ফুলের সুবাস
ধীরপ্রবাহিনী সমীরের হাত ধরে
পৌঁছে যাক প্রতিটি মৈতৈ জনপদে;
মুমূর্ষুপ্রায় মৈতৈ জাতি প্রাণ পাক ফিরে।
হৃদয়ের ঘন জঙ্গল পরিস্কার করে
সেখানে রোপণ করুক সুগন্ধী ফুলের চারা
গড়ে তুলুক সুশোভিত পুষ্পকানন,
যেন মাতৃমন্দিরে ফুলেল অর্ঘ্য দেয়া যায়।
দূরে যারা আছে, আছে যারা কাছে
ছোট-বড়ো, ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে
সবাই ভাবি এসো একই মৈতৈ মায়ের সন্তান,
যাতে প্রাণের এ-মালা কখনো ছিঁড়ে না যায়।
হে দেশভক্ত, প্রিয় মাতৃসেবক!
মন্দিরের চারিদিকে সীমানাপ্রাচীর ঘিরে
লাগিয়ে দাও স্বার্থত্যাগের সঞ্জীবনী বৃক্ষ,
যদি চাও মৈতৈ মাতা অমরতা পাক।
মাতৃমন্দিরের অসংখ্য পুষ্পবৃক্ষ থেকে
কালের বৃন্ত ছিঁড়ে ঝরে পড়া পুষ্পরাজি,
মহাকালের স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে
পৃথিবীর সকল সমুদ্রে পৌঁছে যাক।
মাতৃমন্দিরে বড় হওয়া পুষ্পবৃক্ষের
ক্রমশ বেড়ে ওঠা শাখা ও পত্রপল্লব
উঁচু হয়ে উঠুক মেঘের মিনার ছুঁয়ে,
সেখানে দূরদেশের পরিযায়ী পাখিরাও এসে বিশ্রাম নিক ।
মৈতৈ ভূমিতে জন্ম নেয়া ফুলের গাছ,
রোপিত হোক অন্য কোথাও দূর সমুদ্র পেরিয়ে
ফুল ফোটাক ভারতের যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে;
কেন সম্ভব হবে না যদি সে 'ফুলের মালা' অবিচ্ছিন্ন থাকে ঠিকঠিক।

মূল কবিতা: মৈতৈ চনু

হিজম ইরাবত সিংহ

জন্ম ১৮৯৬ সালে মণিপুরের রাজধানী ইম্ফালে। হিজম ইরাবত সিংহ ছিলেন এক বহুমূখী প্রতিভাধর ব্যক্তি। রাজনীতিই তার প্রধান চারণক্ষেত্র হলেও তিনি সমাজসেবা, খেলাধুলা, থিয়েটার, সঙ্গীত ও নৃত্য, ধর্মসংস্কার, সাহিত্য–সব ক্ষেত্রেই সমান পদচারণা করেছেন এবং সফলও হয়েছেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ৩টি। সিলেট জেলে থাকাকালীন সময়ে ১৯৪২-৪৩ সালে রচিত কবিতার সংকলন 'ইমাগী পূজা' (মায়ের পূজা) প্রকাশিত হয় ১৯৮৭ সালে মৃত্যুর পর–যে কবিতাগ্রন্থের জন্যে মৃত্যুর প্রায় পঞ্চাশ বছর পরও ১৯৯৯ সালে ইম্ফালে অনুষ্ঠিত এক বইমেলায় পাঠক জরিপে তিনি মণিপুরী ভাষার শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে মনোনীত হয়েছিলেন। ১৯৫১ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন এবং ১৯৭৭ সালে মণিপুরী সাহিত্য পরিষদ তাঁকে মরণোত্তর 'কবিরত্ন' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন।

মায়ের পূজা

নিঃশব্দ রাতের
শেষ প্রহরের
নরোম জ্যোৎস্নায়
কোমল কণ্ঠে
'মা' বলে ডাকো–
কে তুমি?
তুমি কি বন্ধু কেউ
আমারই মতো দুর্ভাগা,
নিদ্রাহীন রাতে
স্মৃতির জাবর কাটো,
'মা' বলে ডাকো–
কে তুমি?
তোমার হৃদয়েওকি
যন্ত্রণার আগুন
ধিকিধিকি জ্বলে
মা-কে চেনো না বলে;
'মা' বলে ডাকো–
সেকারণেই কি?

CamScanner

জন্মদাত্রী জননী
সে-তো ঈশ্বরের দান
তুমিওকি আমার মতো
সেই ঐশী কৃপা থেকে বঞ্চিত,
'মা' বলে ডাকো–
তাই বুঝি একা?

মায়ের ডাক
মমতা মাখানো
'ও আমার বাপ'
তুমিও বুঝি পাওনি,
'মা' বলে ডাকো–
শুনেছো কি মায়ের ডাক?

অভয় দিয়ে মায়ের বলা
'ভয় কি পুত্র আমার
আমিতো আছি, মা তোমার'
শুনেছো কি কোনোদিন,
'মা' বলে ডাকো–
পাওনি কি মায়ের আদর?

দুর্ভাগা আমি!
স্বপ্নের ভেতর
জীবনের মতো
মা-কে দেখেছি–
কিন্তু, হারিয়ে গেছে–লুকিয়ে গেছে
সেই প্রিয় অবয়ব।

কোলে নিতো আদর করে
বিশ্রামের সময়
পান করাতো অমৃতসুধা,
কিন্তু সেই অমৃত পানে
বড়ো হতে পারিনি
তাই আজো অতৃপ্ত আমি।

পরম মমতায় চুমু খেয়ে
ধুলোমাটিমাখা আমার কপালে
মা আমায় বলতেন
'বাপরে, তোর মা আমিতো আছি–'
এখনও শুনি এ-কানে
সেই প্রিয় কণ্ঠস্বর।

আর আমি তখন
উচ্ছল হাসির ফোয়ারা বইয়ে দিয়ে
জন্মাবধি ডেকে ডেকেও
পরিতৃপ্ত না হওয়া
সেই প্রিয় সম্ভাষণে
ডাকতাম 'মা' 'মা' বলে।
স্বর্গের অপ্সরী
করুণার প্রতিমূর্তি
সন্তানের দুর্ভাগ্যে
অকালে বিদায় নেওয়া
'মা' নামের
প্রিয় সেই মানুষটি;
হৃদয়ের ক্যানভাসে
অবিনশ্বর রঙে
আঁকা হয়ে আছে
যতো দেখি ততো তৃষ্ণা বাড়ে
'মা' নামে ডাকা
প্রিয় সেই প্রতিকৃতি।

মূল কবিতা: ইমাগী পূজা

অপেক্ষায় আছি

চাতক পাখি যেমন
মৌসুমি বৃষ্টির অপেক্ষায় থাকে
আমিও তেমনি অপেক্ষায় আছি এক অস্থির তৃষ্ণায়।

উৎকর্ণ হয়ে আছি আমি–
সাথীহারা হংসমিথুন যেরকম
বাতাসের একটু শব্দের জন্যে উদগ্রীব থাকে।

নাকের উপর স্বেদবিন্দু জমিয়ে
অভিসারিণী রমণীর মতো
অপেক্ষায় আছি চোখের পলক না ফেলে।

CamScanner

দূরে – – বহু দূরে,
নতুন পৃথিবীর দিকে
আকাশ অন্ধকার করে
উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত ধুলোবালির আস্তরণ দেখে
মুমূর্ষুপ্রায় শরীরে
জন্ম নেয় নতুন আশার স্পন্দন।
আমি তাই বিপদসঙ্কুল অন্ধকার রাত্রিতেও
দেউটি জ্বালিয়ে অপেক্ষায় আছি।

মূল কবিতা: ঙাইরি

অশাংবম মীনকেতন সিংহ

জন্ম ১৯০৬ সালে এবং মৃত্যু ১৯৯৫ সালে। দীর্ঘ সাহিত্য সাধনায় অশাংবম মীনকেতন সিংহ ২৩টি গ্রন্থ রচনা করেছেন; এর মধ্যে কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা ৭টি। তাঁর 'অশৈবগী নিতাইপোদ' কাব্যগ্রন্থের জন্য ১৯৭৭ সালে তাঁকে সাহিত্য একাডেমী এওয়ার্ড প্রদান করা হয়। ১৯৭১ সালে মণিপুরী সাহিত্য পরিষদ তাঁকে 'সাহিত্য রত্ন' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন। তিনি পরবর্তীতে ভারতের সম্মানসূচক 'পদ্মশ্রী' উপাধিও পান।

জাগরণী গান

মা, ওঠো মা, জাগো,
জেগে ওঠো মা,
জেগে ওঠো দুঃস্বপ্নের রাত থেকে।

কতো দিন ধরে শুয়ে আছো
সন্তান থেকেও সন্তানহীনা হয়েছো,
কণ্ঠ তোমার স্তব্ধ আজ
চোখে-মুখে অন্তহীন অশ্রুর কারুকাজ,
মুছে ফেলো মা,
মুছে ফেলো অশ্রু আঁখিপল্লব থেকে।
অন্যের কোলে বড় হওয়া
অন্য ভাষাতে আশ্রয় নেয়া
মায়ের আদলও না চেনা
দুর্ভাগা সন্তান আমি,
একবার 'মা' বলে ডাকি তোমায়
আজকের এই শুভলগনে।
মা তোমার মমতামাখানো মধুর কণ্ঠে
আকাশ-পাতাল মথিত করে
একবার ডাকো আমাকে,
পৌঁছে দাও সে ডাক আমার হৃদয়ের বিজন বনে।

মা, ওঠো মা, জাগো,
জেগে ওঠো মা,
জেগে ওঠো দুঃস্বপ্নের রাত থেকে।

মূল কবিতা: য়াকায়রোল

CamScanner

গান গায় অবিরাম, থামে না একটু সময়

একজন গায়ক
সুরশিল্পী একজন–
রক্ত-মাংসের শরীর নেই তার,
আজীবন সঙ্গী সে আমার।
পার্ষদ বলবো যে তাকে
কিন্তু রাজা নই আমিতো,
অথবা রাজকীয় কোনো অমাত্য;
বান্ধব যদি বলিওবা
কখনো নাম ধরে ডাকিনি,
আলাপ-পরামর্শের কথা ভাবিনি;
যদি ভাবি সে কেউ নয়
তবু এক মুহূর্ত চলে না তাকে ছাড়া,
তার বিরহ আমাকে করে বিষণ্ন-আত্মহারা;
আসলে কে সে
জানি না আমি তার পরিচয় কোনো,
অথবা জানতেও চাইনি কখনো;
একজন সুরশিল্পী সে–শুধু জানি এইটুকু পরিচয়,
গান গায় অবিরাম, থামে না একটু সময়।
গান গায়
সে শুধু গানই গায়–
হাসি-আনন্দের কতো কতো গান,
সাথে তার সম্মিলিত ঐকতান।
সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কতো গান ওঠে রণি
আর তারই সাথে বাজে তার প্রতিধ্বনি।
বিরহ-বেদনার গানও সেখানে বাজে,
হৃদয়ে স্পন্দন জাগে তারই অনুরণিত আওয়াজে।
সুমধুর তার গান, মনোহর তার সুর-তাল-লয়,
শুনে বিমোহিত হই, মুগ্ধ হয় এ-হৃদয়।
... ...
... ...
এক সুগায়ক সে, সুরশিল্পী
সঙ্গীতই তার প্রাণ–
গান গায় অবিরাম, থামে না একটু সময়।
(সংক্ষেপিত)
মূল কবিতা: শকই ঈশে পোথাদে, লেপ্তে মিকুপ অমত্তং

CamScanner

রাজকুমার সুরেন্দ্রজিৎ সিংহ

জন্ম ১৯২৫ সালে মণিপুরের রাজধানী ইম্ফালে। মণিপুরী সাহিত্যের রোমান্টিক ধারার অন্যতম প্রধান এই কবি কবিতার পাশাপাশি সঙ্গীত রচনা করেছেন এবং ছন্দশাস্ত্র নিয়েও কাজ করেছেন। কবিতা, সঙ্গীত ও ছন্দ নিয়ে রাজকুমার সুরেন্দ্রজিৎ সিংহের বেশ কিছু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ছন্দশাস্ত্র নিয়ে তাঁর গ্রন্থ 'ছন্দবীণা' (১৯৬৯) অন্যতম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ১৯৮২ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

সভ্যতার ভাসমান দ্বীপ

সৃষ্টির এই বিশাল মহাসমুদ্রে দিনরাত্রি ভেসে ভেসে চলা
দূর থেকে দেখা অদ্ভুত সুন্দর সভ্যতার এই ভাসমান দ্বীপে
প্রতিনিয়ত বাজে উৎপীড়িতের ক্রন্দনধ্বনি–
মহাসৃষ্টির সেই প্রথম প্রভাত থেকে
সেখানে কতো যুগ-যুগান্তর ধরে চলে
কুৎসিত হৃদয়েরই প্রকাশ–
সেইসব চিত্র
এই সুন্দর পৃথিবীতে আঁকে মানুষের অসুন্দর রূপ
সভ্যতার বিপরীত এক দৃশ্যকল্প।
সর্বগ্রাসী বিজ্ঞান তার শক্তিবলে
চন্দ্রপৃষ্ঠে বিজয়ের পতাকা উড়িয়ে দিলেও
প্রতিভাবান শিল্পী তার শিল্পের শক্তিতে
এমনকি মৃতের শরীর থেকে
সুরের অমিয় রাগিণী টেনে আনতে সক্ষম হলেও,
রাজনীতির উন্মুক্ত তরবারি
সমস্ত পৃথিবী জয় করতে পারলেও
মানুষের হৃদয় থেকে
সেই অশুভ শক্তিকে
মুছে দিতে পারেনি এখনও।
আর তাই বিজ্ঞানের অসংখ্য অবদানে ভরা
সভ্যতার এই ভাসমান দ্বীপে
অশুভ-অন্ধকারের ভিত্তিভূমিতে
হৃদয়হরা বিষবৃক্ষের সুরম্য বাগান
নির্মাণ করছে মনুষ্য-হৃদয়।

CamScanner

হৃদয়ের গহীন কন্দরে
নিজের স্বার্থ ও খ্যাতির লোভকে
জ্ঞান-বিজ্ঞানের সুদৃশ্য মোড়কে আড়াল করে
কতো কতো পণ্ডিত-জ্ঞানীরা
শুভ-সুন্দরকে পদদলিত করার
গোপন প্রয়াস পাচ্ছে সভ্যতার বিপরীতে
সভ্যতারই নামে নানা তন্ত্র-মন্ত্র আউড়িয়ে।
নিজের দেশের দরিদ্র মানুষকে অবহেলা করে
কতো কতো দেশপ্রেমিক
দেশপ্রেমের রঙে রঙিন পোশাক পরে
সভ্যতার দেয়ালে নতুন নতুন ইট গ্রথিত করতে চাইছে
সভ্যতার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থানে দাঁড়িয়ে।
মুণি-ঋষিদের হৃদয় থেকে উৎসারিত
পবিত্র ভক্তি ও ভালোবাসার শক্তিতেও শুদ্ধ হয় না তারা
নষ্টাদের গোলাপ বাগানে বিচরণরত
এইসব নষ্ট মানুষের বিভৎস আচরণে
চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিচ্ছে ধ্বংসের পূঁতিগন্ধ
সভ্যতার আলোয় উজ্জ্বল বিষবৃক্ষের বাগানে।

এভাবেই শুভ-অশুভের কতো উপচার নিয়ে
অসীমের পানে ধেয়ে চলে সভ্যতার ভাসমান দ্বীপ
মনুষ্য-হৃদয়ের
এক অদ্ভুত রূপ ধরে–
সময়ের সহস্র ফুল ও ফসল নিয়ে
অনাদিকালের গল্প-গাথা
প্রাণের কতো সৌন্দর্য মিশে গ্রথিত হওয়া
জীবনের স্বরূপকে ধারণ করে।

আর তাই আমার বসন্ত-বাঁশি
সারাক্ষণ বাজে আকুল হয়ে–
যাতে অশুভ আর অসুন্দরের
সভ্যতার এই ভাসমান দ্বীপ
শুভ-সুন্দরের সমস্ত উপচার দিয়ে তৈরী
মহৎ হৃদয়ের কারুকাজে ভরা
প্রকৃত সভ্যতার স্বরূপ নিয়ে প্রবাহিত স্রোতস্বিনীর
সুদৃশ্য কোনো তটপ্রান্তে ভিড়ে।

মূল কবিতা: সভ্যতাগী ফূম

পুরনো ঝরা পাতার দিন

১.

শুষ্ক-পুরনো ঝরা পাতার দিনে নব-নবীনের পাঞ্চজন্য
বাজাও হে চির-নূতন
জীবনের প্রান্তরেখায় দাঁড়িয়ে,
শুকনো প্রাণের আবর্জনা থেকে জাগাও এ-পৃথিবীতে
সবুজ প্রাণের নতুন কুঁড়ি
শ্যামলে শ্যামল হোক এ-ধরা।
সুউচ্চ পর্বতের বুকে গভীর সুপ্তিতে মগ্ন থাকা
শত প্রবাহের স্রোতোধারাকে
সহস্রমুখী অসীম উদ্দামতায়,
প্রবাহিত করো হে নূতন, নতুন প্রাণের আবেগে
কালের অনন্ত জয়যাত্রায়
বিজয় কেতন উড়িয়ে দিয়ে।
নতুন গাণ্ডীবের টংকারে স্বর্গের নন্দন-কানন থেকে
তুলে নিয়ে এসো সযতনে
স্বর্ণচাঁপার সুরভিত উপহার,
ক্লান্তি-অবসাদ দূর করে নতুন কর্মোদ্যম জাগাতে
এসো মানুষের জয়গানে
মুখরিত করি আকাশ-বাতাস।
জ্যোৎস্নার অবিশ্রান্ত ধারার মতো এই আঁধার-প্রান্তরে
ঝরুক ভালোবাসার প্রপাত
প্রেমহীন হৃদয়ের জন্যে,
সুন্দরের অমরসভায় সুর ও ছন্দের মহামেলায়
যোগ দেই এসো হে নূতন
শুরু করি নতুন জয়যাত্রা।

২.

খর সৌরতাপে দগ্ধ বিশাল তুষারপিণ্ড যেমন
অনুতাপের অশ্রু ঝরায়,
বিশাল পাথরখণ্ড তোমরাও
সেভাবেই গলে গলে সুরের ঝর্ণা হয়ে বয়ে যাও,
পুরনো ঝরা পাতার দিনশেষে
নতুন যুগের এই সূচনালগ্নে।

CamScanner

বজ্রের হৃদয়ে যেরকম বাঁশি হয়ে বাজে দধীচির হাড়
আর সেই বাঁশির উন্মথিত সুরে
আকাশ-প্রকৃতি বিমোহিত হয়,
পাথরের চোখ লাগানো পাথরের মতো মানুষেরা
তোমাদের শুকনো হৃদয় থেকেও
সেরকমই বাজুক প্রাণের সুর।
ভালোবাসার সামান্যতম অঙ্কুরও জাগে না যেখানে
হে প্রাণহীন শুষ্ক হৃদয়,
একবার অন্তত হাসো
জীবন জাগানো–হৃদয়-হরা এক সুমধুর হাসিতে
ফুলের হাসিকে জয় করে
ভালোবাসার মন্ত্র জাগিয়ে দিয়ে,
পদ্ম ফুলের বুকে সঞ্চিত অমৃতময় মধুর মতো
মধুময় করে দিক একবার
শুভ-সুন্দরের অস্তিত্ববিহীন
সন্দেহের বিষে জর্জরিত হয়ে থাকা ওইসব দৃষ্টির প্রান্তর।
অসুন্দরের আঁধার-কুয়াশায়
ঢেকে রাখা সেই অশুভ-হৃদয়,
বসন্তের মাতাল সমীর বয়ে নিয়ে যাওয়া হে শুভ্র-সুন্দর,
তুমি পরিশুদ্ধ করে দাও
সেইসব মিথ্যে আবর্জনা।
জীবনযুদ্ধের উন্মুখর উপত্যকা জুড়ে সত্যের পদযাত্রা
এগিয়ে চলুক দুর্বার গতিতে
শুভ-মঙ্গল বারতা নিয়ে।

৩.

পুরনো ঝরা পাতার দিনে নতুন কুঁড়ি জাগানো হে নূতন,
আগুনের তাপে দগ্ধ হওয়া
শুষ্ক বৃক্ষে যে শিখা জ্বলে ওঠে
সে জেনো, পৃথিবীকে উত্তাপ দেওয়া শুষ্ক প্রাণের মধুর সঙ্গীত;
ব্যর্থ নয় আসলে কোনো কিছুই
ভালোবেসে জড়াও শুষ্ক-পুরনোকেও,
প্রাণহীন পাথর কেটে কেটে তৈরী করা যে বিশাল নির্মিতি
মোমতাজের স্মৃতির মিনার
রূপে-রসে আজো প্রাণের দ্যুতি ছড়ায়,

অন্তহীন কালের অনন্ত কল্লোলকেও তা নিরন্তর জানিয়ে দেয়
হোক সে লোহার তৈরী কোনো মূর্তি
ভালোবাসার স্পর্শে সেখানেও জাগে প্রাণ।
হে নূতন, এসো যাই সুরহীন-প্রাণহীন কোনো দেশে
তাল আর ছন্দের ঐকতানে গড়া
সুরের রাগিণীকে নিয়ে,
শুকনো শাখার হৃদয় থেকে পবিত্র অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত করতে
পাথর দিয়ে গড়া কোনো প্রাসাদের
হৃদয়ে প্রাণের প্রদীপ জ্বালাতে।
শুষ্ক-পুরনো পাতা ঝরার দিনে নব-নবীনের পাঞ্চজন্য
বাজাও হে চির-নূতন,
সৃষ্টি ও প্রলয়ের
সংযোগস্থলে দাঁড়িয়ে পুরনো অতীতকে হৃদয়ে জড়িয়ে
শুষ্ক-পুরনো প্রাণের গভীরে
জাগাই ভালোবাসার নতুন অঙ্কুর।

মূল কবিতা: অরিবগী নাকেনথা

এলাংবম নীলকান্ত সিংহ

জন্ম ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে মণিপুরের রাজধানী ইম্ফালে। মৃত্যু ২০০০ সাল। দর্শনে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী এলাংবম নীলকান্ত সিংহের কর্মজীবন শুরু অধ্যাপনা দিয়ে। পরবর্তীতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সরকারী দায়িত্ব পালন করেন। কবিতার জন্য সাহিত্য একাডেমী পুরস্কারসহ বিভিন্ন পুরস্কার এবং সম্মানজনক 'পদ্মশ্রী' উপাধি পান। প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ১৩টি। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরুর একমাসের মধ্যে 'ওয়াহং' (প্রশ্ন) এবং ১৯৭৫-এ বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকাণ্ডের কিছুদিনের মধ্যে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে 'শেখ মুজিবুরনা লৈখিদবদা' (শেখ মুজিবুরের মহাপ্রয়াণে) শীর্ষক দু'টি কবিতা রচনা করেন। কবিতাগুলো বাংলা অনুবাদে বাংলাদেশের বিভিন্ন সংকলন ও গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়েছে। ঐতিহাসিক মূল্যের কথা বিবেচনা করে ঐ দু'টি কবিতাসহ তাঁর মোট তিনটি কবিতার অনুবাদ সন্নিবেশিত হলো।

প্রশ্ন

রাস্তায়-সভায়-লাইব্রেরীতে
লোকে বলাবলি করে
ঈশ্বর যদি থেকেই থাকেন–
আমি ভাবি একা–মনে মনে
সত্যিই কি ঈশ্বর আছেন?
পবিত্র পাহাড়ে* আরোহণ করছে
শিশু-বৃদ্ধ-যুবা
জীবনের একটি নতুন প্রাপ্তির প্রত্যাশায়
প্রণাম জানায় তারা ঈশ্বরকে–সিঁদুর মাখে কপালে।
অথচ বাংলাদেশে তখন বয়ে যায় রক্তের বন্যা।
নির্বিচারে নিহত হয় নিরপরাধ লোকেরা
ঈশ্বর এ-তোমার কেমন বিচার?
কিছুই বুঝে না নিহত সেই ছয় লক্ষ নারী-পুরুষ-ছাত্র-বৃদ্ধ
এক নারী কেবল একাকী কাঁদে রাত্রির প্রেত প্রহরে
বিষণ্ন দাওয়ায় বসে
একমাত্র সন্তান হারানোর বেদনায়
অথচ বারুনী পাহাড়ের মহাদেবতো কাঁদেন না
তিনি শুধু অপেক্ষায় থাকেন কৃপাপ্রার্থী সহস্র ভক্তের।

CamScanner

শ্রীগোবিন্দের মন্দিরে ঘন্টাধ্বনি হচ্ছে,
আর একজন ভক্ত তখন মাটিতে গড়াগড়ি খেয়ে
একাকী কাঁদছেন বিধ্বস্ত হৃদয়ে।

মূল কবিতা: ওয়াহং
* পবিত্র পাহাড় - মণিপুরের 'নোংমাইজীং' পাহাড় যেখানে চৈত্র মাসে বারুণী তিথিতে ভক্তেরা শৃঙ্গে উঠে মহাদেবের পূজা করেন।

শেখ মুজিবুরের মহাপ্রয়াণে

হে বঙ্গবন্ধু,
নিষ্ঠুর বুলেটের আঘাতে নিহত হয়েছো শুনে
আমি কাটিয়েছি এক অস্থির সময়,
খোলা জানালা দিয়ে পলকহীন তাকিয়ে থেকেছি
সুদূর আকাশের দিকে
উত্তরহীন এক দীপ্র প্রশ্ন নিয়ে।
বিন্দু বিন্দু রক্ত দিয়ে গড়ে তুলেছিলে স্বদেশ তোমার
গড়েছিলে এক স্বপ্নময় জগৎ,
কিন্তু এ-কোন প্রতিদান পেলে তুমি
তোমার নিজেরই হাতে গড়া বাংলাদেশের কাছ থেকে?
হিংসার এক প্রজ্জ্বলিত হোমাগ্নি থেকে
বেরিয়ে এসেছিলো যে বাংলাদেশ
আবার কি সে অগ্নি-আহুতি দিচ্ছে হিংসারই আরেক যজ্ঞে
সীতার মতোই কি ঝাঁপিয়ে পড়ছে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে?
আবার কি তুমি ফিরে আসবে তোমার এ বাংলায়,
হে বঙ্গবন্ধু, জীবনের নতুন কোনো এক রূপে?
কবি বলে গেছেন–
'প্রথম যেদিন তুমি এসেছিলে ভবে,
কেঁদেছিলে তুমি একা হেসেছিল সবে।
এমন জীবন তুমি করিবে গঠন,
মরণে হাসিবে তুমি কাঁদিবে ভুবন।'
আমি জানি না, বঙ্গবন্ধু,
তুমি কি সেদিন হেসেছিলে
ঘাতকের উদ্যত মারণাস্ত্রের মুখে?
নাকি তোমার হৃদয় দলিত-মথিত হয়েছিলো

CamScanner

অবরুদ্ধ কান্নার আবেগে
তোমারই হাতে গড়া প্রিয় স্বদেশের জন্যে;
নাকি তখন তুমি অনুভব করেছিলে
নতুন এক জীবনের আলোক বিচ্ছুরণ
তোমার জীবনের সেই অন্তিম সন্ধিক্ষণে?
জানালার ওপাশে ফুটে আছে গোলাপ
আমি চেয়ে আছি–চেয়ে আছি অপলক
আর খুঁজে ফিরছি জীবনের অর্থ।
মৃত্যু কি জীবনের শেষ অধ্যায়
নাকি নবতর সূচনা মাত্র!
জীবনের কি আছে কোনো আদি-অন্ত?
কালের কালো নেকাব সরিয়ে
যীশু খ্রীষ্ট, লিংকন, মহাত্মা গান্ধী
এবং সর্বশেষ শেখ মুজিবুর রহমান
একে একে বেরিয়ে এসে
মৃদু হেসে প্রশ্ন করেন আমাকে–
চিনতে পারো আমাদের?
দু'হাতে মুখ ঢেকে চিৎকার করে ওঠি
না না চিনি না, আমি কাউকে চিনি না।
জানালার ওপাশে উজ্জ্বল ফুটে আছে গোলাপ
আমি কেবল খুঁজে ফিরছি সত্যকে
জীবনের অতীত এক জীবনকে।
অন্তত এটুকু জেনো, বঙ্গবন্ধু,
তোমার মহাপ্রয়াণে
অন্ধকারের এক বিশাল যবনিকা নেমে এসেছে
আমাদের এই পৃথিবীর ওপর।

মূল কবিতা: শেখ মুজিবুরনা লৈখিদবদা

দরোজা

এক অলৌকিক চাবি নিয়ে
খুলে ফেলি পৃথিবীর বন্ধ দরোজা,
দেখি সামনে কেবলই জমাট অন্ধকার।
আরেকটু সম্মুখে এগিয়ে যাই

CamScanner

দেখি আরো গাঢ় অন্ধকার।
তবু পিছু হটি না আমি
এগুতে থাকি আরো সাহসী পদক্ষেপে
গর্বোদ্ধত ভঙ্গিতে
আলোর সে অদৃশ্য বলয়কে ধরবো বলে।
কিন্তু দেখি
আরো-আরো অধিক অন্ধকার পথ রোধ করে আছে,
তবু এগিয়ে চলি আমি
একটুও না থেমে
নির্ভয়ে, নতুন উদ্যমে।

মূল কবিতা: থোঙ হাংবা

CamScanner

লাইশ্রম সমরেন্দ্র

জন্ম ১৯২৫ সালে মণিপুরে। শিক্ষকতা দিয়ে কর্মজীবন শুরু। পরে শিক্ষা বিভাগে উচ্চতর দায়িত্ব পালন করেছেন। মণিপুরী কবিতায় রোমান্টিকতার পর্যায় পেরিয়ে নতুন মাত্রা যুক্ত করার ক্ষেত্রে পথিকৃৎ হিসেবে বিবেচিত তিনি। প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ছয়টি। কবিতার জন্যে বিভিন্ন পুরস্কারের পাশাপাশি ১৯৭৬ সালে সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার পান। মণিপুরী সাহিত্য পরিষদ 'কবিরত্ন' উপাধি দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করেন।

আফ্রিকার হৃদয় থেকে

তোমার নির্বোধ ভাবনা থেকে
তোমার প্রজ্জ্বলিত ক্রোধ থেকে
বিচ্ছুরিত গুলির আঘাতে
জ্বলে পুড়ে শুকনো পাতার মতো খসে গেছি
মিশে গেছি আমি মাটির ধুলিকণায়
তারপর নূতন বৃক্ষের শরীরে প্রবেশ করে
আবার সবুজ পাতা হয়ে যাই
আমি
আগুনে-বোমার আঘাতে
মাটিতে পড়ে গেলে
মুহূর্তে পায়রা হয়ে যাই
স্বর্গের পাখিরা এসে নিয়ে যায় আমার হৃদয়
আফ্রিকার সাহারা-নাইজেরিয়ায়
আরবের মরুপ্রান্তরে
ভিয়েতনাম, ফ্রান্স, ইন্দোচীন,
কোরিয়ায় পৌঁছে
নতুন শক্তি সঞ্চারিত হয় আমার
নতুন প্রাণ, নতুন দেহ
নতুন হয়ে যাই আমি
হিটলারের বুটের নীচে নির্দয়ভাবে দলিত মথিত
নাৎসী ট্যাঙ্ক-ট্রাক্টরের চাকার তলায় পিষ্ট
কন্সেন্ট্রেশন ক্যাম্পে নিষ্পেষিত আমার দেহ

চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাওয়া আমার হাড়-গোর!
তারপরও উঠে দাঁড়াই আমি
শুধুমাত্র মানুষের মানবিক ভালোবাসার উষ্ণতায়
বন্ধু,
নতুন সূর্যের আলো-কে আড়াল করে রেখেছ তুমি
তোমার গলিত দূষিত সভ্যতা
পরিত্যক্ত আজ
বাতিল আজ সময়ের স্রোতে!
আমি দেখছি সমস্ত কিছু
সুউচ্চ পাহাড়ের শিখর থেকে
অপেক্ষায় আছি আমি সেই সময়ের জন্যে
যখন তোমার হৃদয় থেকে তিরোহিত হবে
কুয়াশার ঘন আচ্ছাদন।

মূল কবিতা: আফ্রিকাগী ওয়াখন্দগী

ছোট হতে থাকি আমি

শহরের রাস্তা দিনদিন যতোই বিস্তৃত হতে থাকে
গভর্ণরের গাড়ি যতোই বড়ো হতে থাকে
প্রতিদিন
ততোই
ছোট হতে থাকি
আমি।
রেশন কার্ড
হাতে
দীর্ঘ কিউয়ের
শেষদিকে দাঁড়িয়ে
দূরে
যখন তাকিয়েছিলাম
পাথরবাহী একটি গাড়ি

CamScanner

তখন
প্রায় চাপা দিয়েছিলো
আমাকে
রাস্তার মাঝখানে
সেই গাড়ি এসে একদিন
বুকের উপর চাপা দিয়ে যায়
একটি কুকুর
মিউনিসিপালিটির গাড়ি এসে
তুলে নিয়ে যায়
মুহূর্তের মধ্যে।

মূল কবিতা: পীকশিল্লকই ঐহাক্তি

CamScanner

কাঙজম পদ্মকুমার সিংহ

কাঙজম পদ্মকুমার সিংহের জন্ম মণিপুরের রাজধানী ইম্ফালে ১৯৩৪ সালে এবং মৃত্যু ২০০৯ সালে। কবিতা, গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধ লিখেছেন। প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ১৪টি। কবিতার জন্যে ২০০৩ সালে মণিপুরী সাহিত্য পরিষদ 'কাব্যভূষণ' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন।

আমাকে মনে করো না মৃত্যুর পরে

প্রিয় দেশবাসী,
আমার মৃত্যুর পরে
আমাকে স্মরণ করো না
কারণ আমার দান অতি সামান্য
তোমরাই দিয়েছো বেশি আমাকে।
আমার ভালোবাসা বিন্দুর মতো নগণ্য
তোমাদের ভালোবাসায় ছিলো সমুদ্রের উদারতা।
গ্রীস্মের তাপদগ্ধ দুপুরে
সব দুঃখ-কষ্ট ভুলে
একসাথে বসে গল্পে-গুজবে কাটিয়েছি কতো অখণ্ড অবসর,
তার ঋণ শোধ করবো আমি কীভাবে?
বসন্ত এলে পরে
ফুলের সুবাসে বিমোহিত হয়ে
ছুটে বেড়িয়েছি এখান থেকে ওখানে এক আনন্দিত আবহে,
কী করে আমি শোধ করবো সে ঋণ?
ঋতুর উৎসব অনুষ্ঠানে
মন্দিরে–উৎসব প্রাঙ্গণে
খেলায় মত্ত হয়ে ছোটাছুটি করা!
নদীর বেলাভূমে
বালির মূর্তি গড়ে ভুলে যাওয়া
ভুলবো না কোনোদিন তা, ভুলবো না।
যৌবনের অনুরাগে সিক্ত হয়ে
ভালোবাসার ফুলবনে
প্রেমের পদাবলী রচনা করা

CamScanner

সুখ-দুঃখের সম-অংশীদার হওয়া,
সে-কথা ভুলি কী করে?
আমাদের পাড়ার মানুষ যারা
যারা আমাদের দেশের মানুষ
প্রশংসা-কৃতজ্ঞতা তাদেরই প্রাপ্য।
এ-দেশেইতো জন্ম আমার
বেড়ে ওঠা তাদেরই সাথে
তাদের ঋণ কখনো শোধ করা যাবে না
কখনো না।
আজওতো আমি
এই তীব্র শীতের পথে তাদেরই সহযাত্রী,
এই ঋণ কী করে শোধ করবো আমি।

মূল কবিতা: ঐনা শিরগা নীংশিংবিগনু

আমি চলে যাবো

এ-বাড়ি পুরনো হয়ে গেছে,
জরাজীর্ণ হয়ে গেছে,
এখানে আর থাকা যাবে না
আমি চলে যাবো।
কতোকাল থেকেছি এখানে
ছেড়ে চলে যাবো
এই জীবনের জন্যে
শেষ বারের মতো,
আবার যদি পুনর্জন্মও হয়
মনে পড়বে না
তোমার-আমার এই সম্পর্ক,
একথা মনে হতেই
হঠাৎ কেমন যেন হয়ে যায়,
দুর্বহ হয়ে ওঠে বেদনার ভার।

মূল কবিতা: ঐ চৎলগে

CamScanner

য়েংখোম বিহারী সিংহ

কবি য়েংখোম বিহারী সিংহের জন্ম ১৯৩৯ সালে মণিপুরের ককচিং এলাকায়। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা পাঁচটির অধিক। কবিতার জন্যে সম্মানজনক যামিণীসুন্দর গুহ গোল্ড মেডেলসহ বিভিন্ন পুরস্কার পেয়েছেন।

সমস্ত জগৎ এসেছে কাছে

প্রাচীন সব প্রত্ননিদর্শনের ভেতর থেকে
নতুন করে জেগে ওঠা এই পৃথিবীতে,
আজ ভালোবাসার একটি মিষ্টি গন্ধ হঠাৎ এসে
কেন আমার সমস্ত হৃদয়-মনকে বিবশ করে দেয়,
জানি না, কোন দিক থেকে?
কেন হৃদয় আমার জেগে ওঠে
শত শত হৃদয় হয়ে?
যেন অনেক পুরনো স্মৃতির একটি ফুল
ফুটে ওঠে নতুন করে।
আমার একসময়ের প্রিয়জন যারা
বিস্মৃতির পানসিতে চড়ে দূরে সরে গিয়েছিলো
তারা যখন স্মৃতির প্রজাপতি হয়ে স্বজন-স্বজাতির মতো
আবার ফিরে এসে আমাকে ঘিরে ওড়াওড়ি করে,
সেরকমই এক অজানা আনন্দ আজ
কেমন করে হৃদয়ে জাগে?
আমার সেই অনাদিকালের স্বজনের মাঝে
নিজেকে হারিয়ে আবার নতুন করে পাওয়ার মতো
এক অন্যরকম আনন্দ আজ ভালোবাসার উপত্যকায়
স্রোতোস্বিনী হয়ে আমাকে ভেতরে-বাহিরে আন্দোলিত করছে
কীভাবে?
অবাস্তব বলে মনে হচ্ছে এই অসাধারণ মুহূর্তটি
নক্ষত্রগুলো যেন লেজ যুক্ত হয়ে ধূমকেতু হচ্ছে
কথা বলে উঠছে নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকা মূর্তিগুলো
প্রাণ পেয়ে নড়েচড়ে উঠছে স্থির বৃক্ষগুলো
প্রতিটি ধ্বনি জন্ম দিচ্ছে সহস্র প্রতিধ্বনির
বাতাস নিয়ে আসছে সুরভিত ফুলের গন্ধ

CamScanner

দূর ও কাছের নানাদিক থেকে আসছে শুভ সংবাদ
আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে আজ আমারই স্বজনেরা
সবাই হয়ে উঠেছে আমার একান্ত আপন-প্রিয় স্বজন,
সমস্ত জগৎ আজ এসেছে কাছে।

মূল কবিতা: লাক্লে জগৎ অপূম্বা ইনাক্তা

পছন্দের সমস্ত কিছুই বদলে নিয়েছি

এই যে আমি এখানে এখন
কী আর পেতেইবা পারি নতুন করে?
পেয়েছি পছন্দের সব যা কিছু পেতে চাই
কিন্তু যা পেয়েছি তা নয় যা ছিলো প্রার্থিত
আসলে কীভাবে যেন বদলে গেছে তা অন্যকিছুর সাথে।

পেয়েছি সুখের সম্বল যাকে বলে
কিন্তু সে-তো নয় সুখের আসল পাথেয়
অদল-বদল হয়ে গেছে তা অন্যকিছুর সাথে
মুক্তো বদল করে পেয়েছি আমি খোলস-ঝিনুক।

এই যে আমি এখানে এখন
যাবো কোথায়–কোন সে গন্তব্যে?
যে পর্বতশীর্ষ ছিলো গন্তব্য আমার
সেখানে পৌঁছে দেখি বদলে গেছে পথ
অদল-বদল হয়ে গেছে পথের সাথে গন্তব্য।

আর কতো দূর যেতে হবে?
আর কতো অপেক্ষা আমার?
কতো আগামী বদলে গেছে বর্তমানের সাথে।

এভাবে বদল হতে হতে আমার যা কিছু ছিলো
সবকিছু শেষ হয়ে গেছে–বাকি নেই বদলে নেবার।

মূল কবিতা: অপাম্বা পুম্নমক মহুৎ ওন্নখ্রে

CamScanner

যুগেশ্বর ওয়াইখ্বা

জন্ম মণিপুরের থৌবাল অঞ্চলে ১৯৪২ সালে। অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। কবিতা, ছোটগল্প ও উপন্যাস মিলে যুগেশ্বর ওয়াইখ্বার প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ১৫টি। সাহিত্যের জন্য বেশ ক'টি পুরস্কারও পেয়েছেন।

পথের পাশেই আমার বাড়ি

চলে গেছে সে ভাব-গাম্ভীর্যে মৃত্যুলোক অভিমুখে
স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে পাথেয় করে!
ঝরে গেছে শুকনো পাতার মতো
বাকশক্তিহীন ভিখারী হয়ে
এ-জগৎ ছেড়ে গেছে প্রিয় মাতৃভূমির জন্যে।

শেষ মুহূর্তগুলো কেবল ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে থাকে
মানুষের হৃদয়ে ছড়িয়ে দিয়ে ভালোবাসার অনন্ত প্রপাত।

ভাল-মন্দ, সুন্দর-অসুন্দর সব সামনে এসে দাঁড়ায়
স্বর্গের দূত
পাখির মতো দ্রুত পাখা ঝাপটে ছুটে আসে
পুষ্পরথে করে নিয়ে যেতে পঞ্চপ্রাণ তার।

আমাদের যৌথ জীবনতো শুরু হয়েছিলো মাত্র
অথচ এতো দ্রুত এসে গেলো
বিদায়ের সে অনাকাঙ্ক্ষিত মুহূর্ত!

মাতৃভূমি!
আমার নিজ হাতে দেওয়া পুষ্পাঞ্জলির ভেতর
মোতির মতো উজ্জ্বল অশ্রুবিন্দু যে লুকিয়ে আছে
সে-কি বুঝতে পারবে তার হৃদয়?

নখের আঁচড়ে ফুলের পাপড়িতে লিখেছি যে হৃদয়ের ভাষা
তা-কি পড়বে সে?

CamScanner

না-কি অনুভবের ভিন্নতায়
উপেক্ষায় ফিরিয়ে দেবে নিরপরাধ শব্দগুলোকে?

তারই দেওয়া ভালোবাসার মায়ায় আটকে থেকে
সঙ্গী হতে পারিনি তার,
একাকী রয়ে গেছি এই জীবনে
দায়িত্ববোধের শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ে।

যদি কোনোদিন ভুল করে পথ ভুলে যাও
তবু ভুলে যেও না,
পথের পাাশেই আমার বাড়ি।

মূল কবিতা: লম্বী ময়াদা ঐগী য়ূমনি

ফুলের নৌকা

আমার আশার সমান বয়সী উৎকণ্ঠা
উদ্ধত হৃদয়কে সাথে করে
একে একে এসে উপস্থিত হয়েছে
এই সীমাহীন জীবনসমুদ্রে ক্রীড়ামগ্ন হতে।

সমুদ্রের বেলাভূমে ঢেউগুলো যখন আছড়ে পড়ে
নিস্তরঙ্গ জলের আধার এই ছোট্ট পুকুরে তখন
একটু একটু করে জেগে ওঠে জোয়ার।

দূরের মন্দির থেকে ভেসে আসে মৃদঙ্গের ধ্বনি
অগ্নিতাপে দগ্ধ মরুবালুকার উত্তাপ
আগুনের হলকা ছড়ায় হৃদয়ের গভীরে।

ফুলের নৌকায় চড়ে কে আসে
কাছে এলে যখন চিনি তার পরিচয়
আমি উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করে বলি–
'ফেলে যেও না আমায় একা
দু'জনে মিলে হাতে হাত রেখে, এসো,
মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াই স্বর্গের নন্দনকাননে'।

মূল কবিতা: লৈগী হি

নোংথোম্বম শ্রীবীরেন

জন্ম ১৯৪৬ সালে মণিপুরের রাজধানী ইম্ফাল শহরে। পেশায় কলেজ শিক্ষক। নোংথোম্বম শ্রীবীরেন সাহিত্যের জন্যে অনেক পুরস্কার পেয়েছেন। কবিতার জন্যে তিনি ভারতের সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার পান ১৯৯০ সালে। কবিতা গল্প মিলিয়ে তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় দশটি।

অসহায় প্রাণীটির ভাবনা

ছোট্ট পুরনো খাঁচাটির ভেতরে
হাত-পা শক্ত করে বাঁধা
অসহায় প্রাণীটি
একান্তে বসে ভাবে
–জীবন সত্যিই এক নিষ্করুণ তামাশা।
কেননা,
কী কারণে
ইঁদুরটি বেরিয়ে এলো
উত্তরের দোকানঘর থেকে
মানুষের পদচারণায় মুখর
কার-মটর-ট্রাক
সাইকেল রিকশায় গিজগিজ করা
স্টীলের পাত বসানো জুতা পর্যন্ত অক্ষত থাকে না যে রাস্তায়,
সেখানে কেন যে ইঁদুরটি দৌড়ে বেরিয়ে এলো।
একদিক থেকে বেরিয়ে এসে
ফিরে যেতেও পারে না
রাস্তা পেরোতেও পারে না
কী অসহায় অবস্থা তার!
ছোট্ট মাথাটি তার বনবন করে ঘুরতে থাকে!
কেন সে এমন নিষ্ঠুর তামাশা করতে গেল।
পেট উপচে মাল বোঝাই করা
বিশ্রীমুখো বিশাল ভারী ট্রাকটির
এবড়ো থেবড়ো খাঁজ কাটা চাকাগুলো

কেন বিভৎসভাবে
চাপা দিয়ে গেল ইঁদুরটিকে?
এতো বড় শাস্তি কে তাকে দিলো
কেন–কোন অপরাধে?
মৃত্যুর মুহূর্তে তার ছোট্ট চোখের সে দৃষ্টি
ওঃ অসহ্য, ভয়ঙ্কর!
তাই
জীবনকে মোটেও বিশ্বাস করা যায় না
কারণ
এতো নরোম কোমল পাতা-পাপড়ি মেলে
নাম না জানা ফুলটি
শক্ত কংক্রীট্রের তৈরী
প্রাচীন শুকনো দেয়ালের ফাঁকে
কেনোইবা মাথা বের করে বাতাসে দুলছে?
আর
সেই একই রাতে
একটিমাত্র কথার কারণে
শান্তশিষ্ট নিরীহ মেয়েটি
শরীরে লেগে থাকা সমস্ত শক্তির আবরণ
এক-এক করে কেনো খুলে ফেলেছিলো?
আমি বলি
আমার কথাই সুন্দর-শোভন।
তুমিও বলো
তোমারটিই সঠিক, সুন্দর।
আসলে 'সুন্দর' বিষয়টিই মনের একটি ভাবনা
'সঠিক' বা 'শোভন' কথাটিও আপেক্ষিক।
খাঁচার ভেতরে আরো অন্ধকার নেমে আসে
কোথাও কোনো শব্দ নেই
হাত বা পায়ের বাঁধনও আরো শক্ত হয়ে ওঠে
আরো একা হয়ে ওঠে অসহায় প্রাণীটি।
ভাবনার স্রোত এগিয়ে চলে–
এ-জীবন এক ভুলের সমষ্টি,
কারণ
কেন ঈগল পাখিটি
আমাকে ফেলে দিয়ে গেলো

CamScanner

এখানে–এই স্থানে,
এই জায়গাটি আমার পছন্দ হয়েছে কি-না
একবার অন্তত আমাকে জিজ্ঞেসতো করতে পারতো!
কিন্তু আমাকে একটুও জিজ্ঞেস না করে
কেন ফেলে দিয়ে গেলো এইখানে?
আমি বলি
আমিই ঠিক।
তুমি বলো
তোমার কথাই সত্য।
'সত্য' বিষয়টি আসলে একটি মানসিক ভাবনা,
'ভুল' নিয়ে ভাবনাও আমাদেরই তৈরী;
এসবের স্থায়ী মূল্য বলে কিছু নেই।
স্থির সত্য বা মিথ্যা, ভুল বা শুদ্ধ সবই আপেক্ষিক।
আমি শুধু ভাবি
ঈগল পাখিটি কেন ফেলে দিয়ে গেলো আমাকে
এইখানে–এই জায়গায়?

মূল কবিতা: তোল্লবা শাদুগী ওয়াখল

কুস্তি

আজকের মেলায়
আলো ও অন্ধকার পরস্পর কুস্তিতে মেতেছে;
কোনটা অন্ধকার
আর কোনটা যে আলো
আলাদা করা যাচ্ছে না মোটেও নিশ্চিত করে।

আর তাই ধনুকের ছিলায় তীর লাগিয়ে
লুকিয়ে অপেক্ষমান রামচন্দ্রও
তীর নিক্ষেপ করতে পারছে না এখনও বালির দিকে।

মূল কবিতা : মুক্কা শান্নবা

সলাম তোম্বা

কবি সলাম তোম্বার জন্ম ১৯৪৬ সালে মণিপুরের বিষ্ণুপুর এলাকায়। শিক্ষকতার পেশা থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন একটি কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল হিসেবে। কবি, গীতিকার, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার সলাম তোম্বার প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা তেরোটি। সাহিত্যের অনেক সংগঠনের সাথে যুক্ত আছেন। পেয়েছেন বেশ ক'টি পুরস্কারও।

এখনো জন্ম না-নেওয়া কোনো এক কবিকে

এখনো জন্ম না-নেওয়া হে কবি
তোমাকে শুধু একটি কথা বলে যাই

দেখা হবে না তোমায়-আমায়

সৌরশক্তিতে চালিত গাড়িতে করে
মসৃণ সড়কের উপর দিয়ে
ইম্ফাল নদীর ধারা অনুসরণ করে
'থাঙ্গ' লেক অভিমুখে তোমার যাত্রা
একদিন বিশাল এ-লোক্তাক লেক ছিলো
বিশ্বাস করবে না তুমি
যেমন আমি বিশ্বাস করিনি
হিমালয় যে একসময় সমুদ্রগর্ভে ছিলো।

কিন্তু তুমি
অবশ্যই বিশ্বাস করবে
কবির কথা
কবিতার কথা

কিন্তু হে কবি!
অন্যের কথা জানি না, তবে আমি
তোমাকে সত্যিই প্রতারিত করেছি
কিছুই লিখিনি আমি যা ছিলো লিখার
বলার কথাগুলোও বলিনি মোটেই।

CamScanner

জীবনকে ভালোবাসি বলে
কোনো আন্দোলন-সংগ্রামে অংশ নিইনি কখনো
অথচ লিখছি আমি দেশপ্রেমের কবিতা
জানি এর চেয়ে বড়ো কোনো পাপ আর নেই।

শুধু আমি নই
কোনো কবিই আজ
অন্যায় দেখেও প্রতিবাদ করে না
অবিচার-অত্যাচারেও মুখ খোলে না
কেবল নিষিদ্ধ সত্যটুকু হৃদয়ে ধারণ করে
গোপনে চলে যায় তারা।

প্রকাশ্য বাজারে ভিড়ের মধ্যেই হত্যা করেছিলো
সন্তানসম্ভবা এক নারীকে,
কতো অসহায়া রমণীকে ধরে নিয়ে গিয়ে তারা
শ্লীলতাহানি শেষে হত্যা করেছে নির্বিচারে।

আমাদের মূল্য
নির্ধারণ করবে তোমরা
আমার সময় আর তোমার সময় ভিন্ন
কিন্তু তোমার দৃষ্টিকে কখনো বিভ্রান্ত করো না।

তোমার হৃদয়কে পরিশুদ্ধ রেখো
তখনো তাকে কলুষিত হতে দিয়ো না।
তোমার উপর এইটুকু বিশ্বাস স্থাপন করে
আজ আমি বিদায় নিচ্ছি নিশ্চিন্ত মনে।

একদিন
তুমি কবিতার সুউচ্চ পাহাড়ে বসে
মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে যখন অতীতকে খুঁজবে
কখন তুমি এই সময়ের একটি কবিতা পাবে
খুব মনোযোগ দিয়ে দেখো
দেখবে, একটি আগ্নেয়াস্ত্র আঁকা আছে
আর রক্ত লেগে আছে এখানে-ওখানে
কিন্তু ভিতরের পাতা সব ফাঁকা–শূন্য
কিছুই লেখা নেই সেখানে

CamScanner

বারবার খুঁটে খুঁটে দেখো
বুঝবে তুমি এই সময়কে যথার্থভাবে।

শুধু এইটুকুই
বলার আছে তোমাকে
আজকের এক পরাজিত কবির।

মূল কবিতা: পোক্লক্রিবা কবি অমদা

আমি ফিরে আসবো

অনেক দূরে চলে এসেছি
তোমার কোনো খবরাখবর যাতে শুনতে না হয়,
রেলগাড়ির কর্কশ শব্দে
ঝালাপালা করেছি দুই কান
যেন তোমার কান্নার ধ্বনি না শুনি।

তবু
কেন জানি না
চারিদিক নীরব-নিঃস্তব্ধ হয়ে এলে
বিশ্রামের জন্যে নিজের ভেতরে যখন আশ্রয় নেই,
তখনই হৃদয়ের গভীরে শুনি
তোমার কান্নাজড়িত কণ্ঠস্বর;
দৃষ্টির ক্যানভাসে ভেসে ওঠে
তোমার অশ্রুসিক্ত নয়নযুগল।

আমি আর এভাবে থাকতে পারি না
আমি ফিরে আসবো মা!
জীবন বা মৃত্যু
হাসি অথবা কান্না–যা'ই থাকুক,
আমি তোমার কাছেই থাকবো
সারাটি জীবন।

মূল কবিতা: ঐ লাক্লগে

তুমি তবু চলেই যাও

সমস্ত সৌন্দর্যকে নিজের করে নিয়ে
চলেই গেলে, চলে গেলে তুমি
মাথা নত করে, আপন মনে।

আমি জানতাম না
তুমি এভাবে চলে যাবে
কাউকে কোনো কিছু না বলে
এখানেই আমার দুঃখবোধ।

মাঠ, পথ-ঘাট, নদী ও নালা
তুমি কী বলে গেছো
জানতে চেয়ে আমার দিকে তাকিয়েছে,
আমি দেখেছি তাদের বিষাদিত অবয়ব।

কুয়াশার চাদর সরিয়ে
আমি খুঁজতে গেছি তোমার চাঁদমুখ
দেখি আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে সূর্য
জানতে চেয়েছে কী বলে গেছো তুমি।

পাহাড়ের চূড়ায় আটকে থাকা তুষারখণ্ড
একটু একটু করে ছোট হয়ে আসে,
তারপর দাঁড়ায় সম্মুখে তুমি হয়ে
আঁচলে মুখখানি ঢেকে

জানি না,
তুমি কী বলে গেছো–
আমার হৃদয় আকাশে
দ্বিতীয়ার চাঁদ
পাহাড়ের গা ঘেঁষে ভেসে ওঠে

আমি সহ্য করতে পারি না
কোনো পথ খোলা নেই আমার সম্মুখে
আমার সমস্ত দুঃখ-বেদনা সূর্য হয়ে যায়
অশ্রু রূপ নেয় অঝোর বর্ষণে।

তুমি তবু চলেই যাও।

মূল কবিতা: নঙদি অদুম চৎখি

CamScanner

নন্দ মৈতৈ

কবি নন্দ মৈতৈ-এর জন্ম আসামের কাছাড় জেলায় ১৯৪৫ সালে। পরবর্তীতে মণিপুরের রাজধানী ইম্ফালে এসে বসবাস করতে থাকেন। একটি সরকারী চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণকারী এই কবির প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা চারটি।

হাসিমুখ বুদ্ধ

পৃথিবীতে
প্রথম যে দেশে
পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরিত হয়েছিলো
সেই দেশ থেকে নাকি এসেছেন
হাসিমুখ বুদ্ধ
স্বাস্থ্যবান বুদ্ধ
বিশাল উদরের এই বুদ্ধ।

বাজারের এক কোণে
বিশাল এক বৃক্ষের নীচে
লোক-পরিবৃত হয়ে বসেন তিনি।

তিনি বসতে না বসতেই
এক লোক উঠে দাঁড়িয়ে
প্রশ্ন করে উচ্চৈঃস্বরে
মদ্যপান কি বন্ধ করা সম্ভব?

এক নারীও উঠে দাঁড়ায়
তার কণ্ঠে ধ্বনিত হয় জিজ্ঞাসার সুর
গণিকাবৃত্তি ভ্রষ্টাচার
কবে বন্ধ হবে
অনুগ্রহ করে জানিয়ে দিন পরিস্কার।

এক বৃদ্ধও যোগ দেয় সেই দলে
লাঠি ভর করে দাঁড়ায়

CamScanner

তারপর প্রশ্ন করে–
ধনী ও দরিদ্রের ব্যবধান
কবে পুরোপুরি মুছে যাবে
সঠিক সময় জানিয়ে যান দয়া করে।

উত্তর দিতে গিয়ে হাসিমুখ বুদ্ধ
তাঁর বিশাল উদরে হাত বুলাতে থাকে
আর ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে তা
তারপর হাসতে থাকে
জোরে জোরে হাসতে থাকে
প্রাণ ভরে হাসতে থাকে।

মূল কবিতা: অনোকপা বুদ্ধ

দৃশ্য

ছুটছে ছুটছে ভাসমান মেঘ
পৃথিবীকে ছোঁয়ার জন্যে ছুটছে।

এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে
খুঁজে খুঁজে ফিরছে
জানি না পৃথিবীকে কোথায় সে ছুঁতে চায়।

লজ্জা পেয়ে পালাচ্ছে পৃথিবী
বৃক্ষের পত্রপল্লবে ঢেকে নিজেকে লুকোচ্ছে
লুকোতে চাইছে নিজের সৌন্দর্য।

পর্বত শীর্ষে
উঁচু কোনো পর্বতের শিখরে
পৃথিবীর গায়ে লেপ্টে থেকে বিশ্রাম নিতে নিতে
মৃদু হেসে মজার এ-দৃশ্য দেখছে জমে থাকা তুষারপুঞ্জ।

মূল কবিতা: কূম্মে

CamScanner

রাজকুমার মধুবীর সিংহ

জন্ম ১৯৪৬ সালে মণিপুরের কবো ওয়াকচিং গ্রামে। ইংরেজী সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী রাজকুমার মধুবীর সিংহের প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা বেশ ক'টি। পেশায় শিক্ষক এই কবি কবিতার জন্যে অনেকগুলো পুরস্কারও পেয়েছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ১৯৯৬ সালে নয়াদিল্লীর সাহিত্য একাডেমি প্রদত্ত 'একাডেমি এওয়ার্ড'। ২০০৪ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

খড়কুটোর মানুষ

ধানখেতের কোণে এখানে-ওখানে
বাগানের কোনো প্রান্তে
ছেঁড়া ছাতা বা অন্য কোনো কাপড়ে জড়ানো
ভগ্ন-জীর্ণ কোনো টুপি মাথায়
চোখে-মুখে চুন-কালি লাগানো
কাকতাড়ুয়া খড়কুটোর মানুষগুলো
আজ সব বেরিয়ে পড়েছে।
খড়কুটোর তৈরী মানুষগুলো
বড় বড় রাজপথে মিলিত হয়
পরস্পর অভিবাদন-করমর্দন করে
মাথাগুলো সব একসাথে নিয়ে কীসব বলাবলি করে।
খড়কুটোর মানুষ–
সারাটা শরীর খড়কুটো দিয়ে তৈরী
মাথাও খড়ে ভরা
খেতে দিলে খায়-না দিলেও কিছু বলে না
ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরে
সুযোগ পেলেই বড় রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে
মিলিত হয় হাটে-বাজারে।
আর যে কোনো বিষয় নিয়েই
নিজেরাই তর্ক-বিতর্কে মেতে ওঠে
যেন খুব জটিল গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয়
যেরকম উকিলেরা বিতর্কে প্রবৃত্ত হয় বিচারালয়ে,
কোনো সমাধান খুঁজে না তারা

CamScanner

কেবল তর্কে জয়ী হতে চায়
নাহলে শুরু হয় হাতাহাতি
কাপড়চোপড় ছিন্নভিন্ন হয়
ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে খড়ের টুকরো।
কেউ কাকতাড়ুয়া হিসেবে কিনতে চাইলে
এইসব খড়কুটোর মানুষদের
তারা মুহূর্তে বিক্রি করে ফেলে
একজন আরেকজনকে
যে কোনো মূল্যে।
এই খড়কুটোর মানুষদের যে কিনে আনে
সেও তাদের কাকতাড়ুয়া হিসেবে ব্যবহার করে না
ফেলে রেখে দেয় ঘরের কোণে এখানে-ওখানে,
এরকমই একটি কাকতাড়ুয়াকে
উঠোনের কোণে একটি খুঁটির সাথে
শক্ত করে বেঁধে রেখে
উৎসাহীদের হাতে একটি করে গুলতি ধরিয়ে দিয়ে
হাতের টিপ পরীক্ষা করায়।
শিশুরা স্কুলে চলে গেলে
একটু ফুরসত মেলে বিশ্রামের
একা মনে মনে ভাবে খড়কুটোর মানুষ
মুণি-ঋষিরা যেরকম ধ্যানমগ্ন হয় সেই একাগ্রতায়
ভাবে আগামী জন্মে
অন্তত একবার এর প্রতিশোধ নেবো।
কাল রাতে ঘুমোনোর আগে
শুয়ে শুয়ে কল্পনায় দেখেছি
খড়কুটোর মানুষগুলো
দল বেঁধে হেঁটে যাচ্ছে
বড় রাস্তা ধরে বাজারের পথে
গল্প-গুজবে মশগুল হয়ে
আমি দেখেছি তাদের একত্রে হেঁটে যাওয়া।
হঠাৎ কী করে যেন আমিও
মিশে যাই তাদের দলে
যুক্ত হয়ে যাই তর্ক-বিতর্কে
খড়কুটোর মানুষদের
এইসব খড়কুটোর মানুষদেরই সাথে।

মূল কবিতা: চরুগী মী

CamScanner

অন্ধকারে তাকাও

অন্ধকারে তাকাও
একা বসে নিভৃতে
গভীর অন্ধকার রাত্রিতে
দেখো, খুব মনোযোগ দিয়ে
নিশ্চয়ই চোখে পড়বে তোমার
বিশাল একটি ফুলের বাগান, দিগন্তবিস্তৃত
দেখবে সেখানে নানারঙের বিচিত্র সব ফুলের সমাহার।
বাতাসের মৃদুমন্দ সঞ্চালনে
হাত-পা মাথা দুলিয়ে আনন্দে নৃত্যরত
অনেক ফুলের সমাবেশ দেখবে তুমি নিশ্চয়ই
যদি তুমি একজন প্রকৃতি-পূজারি হও।

অন্ধকারে তাকাও
... ...
ভাল করে তাকাও
গভীর ঘন অন্ধকারে
তুমি নিশ্চয়ই দেখবে হাজার হাজার কার
কী রকম অস্থিরতায় এদিক থেকে ওদিক ছুটে চলছে
এবং এও শুনবে তুমি অনেক মানুষের কণ্ঠস্বর
দল বেঁধে তাদের উল্লাস
মহানগরীর আয়নার মতো প্রতিবিম্বিত সুমসৃণ মহাসড়কের ওপর
জানি, আমি জানি তুমি এক পা-ও বাড়াতে পারবে না সামনে
যখন দেখবে হোটেলের লবিতে–ক্যাবারে
স্বল্পবসনা রমণীদের ভিড়
যাদের অনেকেই পাশ্চাত্য সঙ্গীতের সাথে উদ্দাম নৃত্যে
নির্বিবাদে মেলে দিচ্ছে নিজের উদ্ভিন্ন যৌবন
হ্যাঁ, তুমি দেখবে শুনবে সমস্ত কিছুই
যদি তুমি সময়ের উদ্দামতায় গা ভাসিয়ে দাও।

আমি দেখি তমসাচ্ছন্ন এক গভীর অন্ধকারে
ধ্বংসস্তূপে ভরা বিশাল এক শহর
কোনো প্রাণী নেই সেখানে
সামনে পড়ে আছে স্কাইস্ক্র্যাপারগুলো থেকে খসে পড়া

CamScanner

প্লাস্টার লাগানো দেয়ালের হাজার হাজার টুকরো
গতকালও গর্বোদ্ধত যে ভবন
আকাশের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল চরম দার্ঢ্যে
আমি দেখি
আজ সে আমার সামনে মাটির বুকে অসহায় গড়াগড়ি খাচ্ছে
ধ্বংসস্তুপ হয়ে পড়ে আছে বিশাল এক শহর।
আমি দেখি মৃত সব কারখানা, শ্বাস-প্রশ্বাসহীন
দেখি একসময়ের ব্যস্ত আদালতচত্বর,
এখন একটি ইঁদুরও নেই সেখানে
আর দেখি পোকামাকড় পর্যন্ত নেই এমন পার্লামেন্ট হাউস
ভেঙে টুকরো টুকরো হওয়া মূর্তি, মাটির সাথে মিশে যাওয়া ভবন
সব দেখি আমি আমার দৃষ্টির উন্মুক্ত প্রান্তরে,
যেন বিশাল বিস্তৃত বালির সমুদ্র।
আমি সব দেখি
এই গভীর অন্ধকার রাত্রির বুক জুড়ে
দেখি স-ব, বাদ যায় না কোনো কিছু।
(ঈষৎ সংক্ষেপিত)

মূল কবিতা: অমম্বদা য়েংউ

CamScanner

এস ভানুমতি দেবী

কবি এস ভানুমতি দেবীর জন্ম ১৯৪৮ সালে ইম্ফাল শহরে। পিতা বিখ্যাত কবি শঞ্জেনবম নদীয়া সিংহ, মাতা ইবেমপিশক দেবী। কর্মজীবনে পেশা ছিল শিক্ষকতা। প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ছয়। কবিতার জন্যে বিভিন্ন পুরস্কারের পাশাপাশি অনুবাদ সাহিত্যের জন্যে ২০০৭ সালে ভারতের জাতীয় সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার পান।

মায়ের আঙুলগুলো

নানা কাজের ভারে ক্ষতবিক্ষত
গায়ে কাঁটা দেয়া আমার মায়ের আঙুলগুলো
সস্নেহে সে বুলিয়ে দিতো আমার মুখে-পিঠে
মনে পড়ে আজ; ইচ্ছে হয় আজও দিক
যখন ক্লান্ত আমি, নিরুপায় অবসন্ন।
বহির্প্রাঙ্গণে বসে
সন্তান-সন্ততিদেরে
নানা উপদেশ পরামর্শ দিতো,
সামনে হেঁটে যেতে ভয় লাগতো আমাদের
সেইসব পিতা-পিতামহদের দেখতে ইচ্ছে করে আজ,
ইচ্ছে করে আবার পেতে তাদের সেই সুপরামর্শগুলো।
ছেঁড়া ফানেক* পরিহিত মায়ের
অথবা তালি দেয়া ফৈজোম* পরা পিতার
সার্বক্ষণিক দেয়া উপদেশরাজি
জীবনের এই ক্রান্তিকালে এসে
কেন জানি না শুধু বারবার মনে পড়ে।
সহস্র মায়ের শত সহস্র হাতে
অনন্য ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে
তাদের জ্ঞান ও বুদ্ধির আলোকে
সহস্র সহস্র লিম্বোইঙম্বী*
আলোকিত সহস্র নারী
সৃষ্টিশীল চেতনার কতো কতোজন
জন্ম দিয়েছে এই দেশ
ছড়িয়ে দিয়েছে খ্যাতির আলোকরশ্মি।

সেই খ্যাতির আলোয় দীপ্ত
ত্যাগের মহিমায় উজ্জ্বল
এই দেশ তাই 'স্বর্গের মতো সুন্দর' হয়েছে।
আজ একুশ শতকের সূচনা-সময়ে
ভাল-মন্দের ব্যবধান না জেনে
উন্মত্তের মতো কেবল প্রাপ্তির প্রত্যাশায়
এদিক-ওদিক ছুটতে থাকা সন্তানদের দেখে
তারা যে
কামদেবকে পরাভূত করা
মেনকা, রম্ভা, উর্বশীর মতো
সুন্দরী-সর্বগুণান্বিতা মায়েদের সন্তান
অথবা তাদের সস্নেহ পরিচর্যায় বেড়ে ওঠা
তার কোনো লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না।
আজ, সেকারণেই কি
জীবনের এই ক্রান্তিকালে
বারবার মনে পড়ছে মায়ের কথা
মনে পড়ছে আমার মায়ের ক্ষতবিক্ষত আঙুলের আদর
রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেঙে
আমার মুখে-পিঠে-সারা গায়ে
সস্নেহে বুলিয়ে দেয়া মায়ের ক্ষতবিক্ষত আঙুলগুলো।

মূল কবিতা: ইমাগী খূৎসাশিংদো
***ফানেক** - মণিপুরী মেয়েদের পরনের কাপড়; ***ফৈজোম** - মণিপুরী পুরুষদের পরনের ধুতি জাতীয় কাপড়; ***লিছোইঙবী** - মণিপুরী ইতিহাসের এক সাহসী রাণী।

জীবনের কুরুক্ষেত্রে

মা,
কঠিন এ-যুদ্ধক্ষেত্রে
এই বধ্যভূমিতে
তরবারির সাথে তরবারি
বন্দুকের বিরুদ্ধে বন্দুক
কেউ হত্যা করে, কেউ নিহত হয়

CamScanner

কেউ কাউকে আঘাত করে
কেউ আহত হয়
কাকে বলবো আমি বিজয়ী
আর কে-ইবা বিজিত
হত্যাকারী? না-কি যে নিহত?
নিহত হলো যে-সে? না-কি যে হত্যা করলো?
জীবনের এই কুরুক্ষেত্রে?

মূল কবিতা : পুন্সি লানফমসিদা

CamScanner

থাংজম ইবোপিশক

কবি থাংজম ইবোপিশক মণিপুরী কবিতার জগতে আধুনিকোত্তর ধারার অন্যতম প্রধান প্রতিনিধি। জীবন ও জগতের প্রতি ত্যক্ত-বিরক্ত প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার উপর ভীষণ ক্ষুব্ধ এই কবির প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা আটটি। জন্ম ১৯৪৮ সালে ইম্ফাল শহরে। পেশায় অধ্যাপক। কবিতার জন্যে অনেক পুরস্কারের পাশাপাশি ১৯৯৭ সালে পেয়েছেন সম্মানজনক সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার।

অপমৃত্যু

বাঁচতে এসেছিলাম
মরতে চলেছি
আমার এখন একটিই কামনা–মৃত্যু
অসহ্য এ-জীবনের অকাল সমাপ্তি।
এ-জীবন অর্থহীন
অনাকাঙ্ক্ষিত গজে ওঠা ব্যাঙের ছাতা।
আমার কাউকে দেখতে ইচ্ছে করে না
কাউকেই ভালো লাগে না
মানুষতো আর মানুষ নেই!
স্বামী-স্ত্রী, পিতা-পুত্র,
বন্ধু-বান্ধব
এ-সবই সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা নামের বাহার।
নইলে এরা কেন
পরস্পরের দিকে তাকাবে
এমন বিসদৃশ দৃষ্টিতে!
আর এই পাকচক্রে পতিত আমি নিজেও আজ।
ওহ্ আমার বিভ্রান্ত হৃদয়
তুমিও শেষতক ভূতগ্রস্ত হলে!
হে ঈশ্বর
তুমি কি সত্যিই আছো?
যদি পরজন্ম বলে কিছু থাকে
এ-মৃত্যুবৎ জীবনের পরিবর্তে
আমাকে তুমি পাথরের জীবন দিও।

CamScanner

আমি আজ নিঃসঙ্কোচে লিখে গেলাম
আমার হৃদয়ের দুর্বহ বেদনার এ-কথা;
মৃত্যু, পরিপূর্ণ মৃত্যুই এখন কাম্য আমার।

মূল কবিতা: লমশি

একটি 'ডাস্টবিন'-এর কাহিনী

একটি ড্রামের অর্ধেকে ব্যাপ্ত
জীবন আমার
আমি একটি 'ডাস্টবিন'।
পৃথিবীর সমস্ত ময়লা আবর্জনা
পচা-দুর্গন্ধ মাথায় করে আছি আমি–
এইতো আমার জীবন
পেটুক-সর্বভুক কতো কতো মানুষের
পানের পিক, থু-থু
মাতালের বমি–নোংরা উচ্ছিষ্ট,
অসৎ চরিত্রের মানুষের
উল্টোপাল্টা আচরণের ফলে সৃষ্ট
ময়লা-আবর্জনা
টুকরো টুকরো কাগজ;
ওঃ একদিন নিশ্চয়ই
নিশ্চয়ই একদিন–
'বুম' করে ফেটে যাবে
আমার
অসহ্য বেদনায় ভরা এ-হৃদয়
চৌচির হয়ে যাবে।
এখনও মনে পড়ে
দেখি স্মৃতির আয়নায়–
ড্রামের অর্ধেকে ব্যাপ্ত জীবন আমার
সেই আমারই বুকের উপর
মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিলো
ধবধবে সাদা রজনীগন্ধার একটি চারা;
ক্লান্ত দুই চোখ মেলে

CamScanner

তাকাই জীবনের দিকে পরম ভালোবাসায়।
কিন্তু ওঃ!
একটি ফুলের কলি যখন একদিন ফুটে ওঠার অপেক্ষায়
তখনি আমার হৃদয়কে
কোদালের এক কোপে দ্বিখণ্ডিত করে
টেনে উপড়ে ফেলে তাকে!
কী করারইবা ছিলো আমার?
গড়িয়ে পড়া
অশ্রুবিন্দু
পিচঢালা তপ্ত রাজপথ শুষে নেয়
মুহূর্তমধ্যে। তারপর
কালো থলথলে মোটা মানুষটা এসে
ক্রুড় হেসে
ঢেলে দিতে থাকে আবর্জনা রাশি রাশি
পুঞ্জ পুঞ্জ ..... ।

মূল কবিতা: 'ডস্টবিন' অমগী ওয়ারী

CamScanner

য়ুমলেম্বম ইবোমচা

জন্ম মণিপুরের রাজধানী ইম্ফালে ১৯৪৯ সালে। পেশায় শিক্ষক। সত্তরের দশকে যে ক'জন রাগী ও প্রতিবাদী কবির কণ্ঠে মণিপুরী কবিতার নতুন কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয় য়ুমলেম্বম ইবোমচা তাঁদেরই অন্যতম। একটি ছোটগল্পের গ্রন্থের জন্য তিনি ১৯৯১ সালে সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার পান। তাঁর বেশ ক'টি কবিতার বইও বেরিয়েছে। কবিতার জন্যে তিনি মণিপুর স্টেট কলা একাডেমি পুরস্কারসহ অনেকগুলো পুরস্কার পেয়েছেন।

স্বাধীনতার কষ্ট

বন্দীদশা থেকে মুক্ত হওয়া একটি সোনার পাখি
উড়ে চলেছে অনন্ত আকাশে
পৃথিবীর বুকে
একটি প্রশান্ত আশ্রয়ের খোঁজে।
অথচ পৃথিবী এখন প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার মতো উত্তপ্ত মরুভূমি
সেখানে কোথাও কোনো শান্তির নীড় নেই
এমনকি সাগর-মহাসাগরও আজ জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড।
মুক্তিকামী ছোট্ট পাখিটি আবার বন্দী এখন
অগ্নিময় আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে।
এবং ক্রমশ খসে খসে পড়ছে বর্ণিল পালক
মুক্ত জীবনের স্বাদ পেতে যাওয়া ছোট্ট পাখিটির।

মূল কবিতা: নীংতম্বগী অওয়াবা

মানুষ ও আমি

মানুষ
তোমাকে দেখেই খুঁজেছি আমি
নিজেকে,
সম্পন্ন শব্দের ডালি সাজিয়ে।
আমার হৃদয়-আকাশে
ভালোবাসা, ঘৃণা, ক্রোধ

CamScanner

উড়তে থাকে বহুবর্ণা এক প্রজাপতির মতো।
আমার মনে হতে থাকে
মানুষ, তোমারই জন্য আমার যতো কষ্ট,
আমার ক্রোধ, আমার সকল ভাবনা।
অথচ আজ
অকস্মাৎ নিজেকে আবিষ্কার করলাম আমি
এক অতি আত্মকেন্দ্রিক ক্ষুদ্র কীট হিসেবে
যে বসে আছে নিজেরই মল-মূত্রের মধ্যে।

মূল কবিতা: মীগা ঐগা

CamScanner

রাজকুমার ভুবনস্না

রাজকুমার ভুবনস্নার জন্ম ১৯৫১ সালে মণিপুর রাজ্যের ইম্ফাল শহরে। পেশাগত জীবনে ব্যাংকার এই কবির প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ৬টি। কবিতার জন্যে অন্যান্য অনেক পুরস্কারের পাশাপাশি ভারতের সম্মানজনক সাহিত্য একাডেমী এওয়ার্ড পেয়েছেন ২০০২ সালে।

বরং এটাই বেশি সুন্দর

সূর্য অস্তমিত হচ্ছে
নেমে আসবে অন্ধকার
এখন এটাই বেশি কাম্য
আলোকিত দিনের চেয়ে
বরং এটাই বেশি সুন্দর–মনোহর।
আকাশতো আগেই ঢাকা পড়েছে
কালো মেঘের আস্তরণে।
এটাই বরং বেশি সুন্দর
ভাবনা জাগায় নতুন করে।

দেখা যাবে

বাতাসে প্রবল প্রকম্পিত
ক্ষয়ে ক্ষয়ে শেষ হয়ে আসা
একটি মোমবাতির ক্ষীণ আলোকরশ্মি
আর
হাত বাড়িয়ে ঠোঁটে চেপে রেখে
চুপ
কথা নয়।

এখন বরং এটাই বেশি কাম্য।

মূল কবিতা: মসিনবু হেন্না ফজে

CamScanner

আগুনের ফুলকি

আমি আগুন হতে চাই।
বিশাল এক দাবানল
যাতে গ্রাস করতে পারি
আশপাশের ছোট ছোট শিখাগুলোকে।
তাই মাথাটাকে ঢুকিয়ে দিই
দাউ দাউ জ্বলতে থাকা
রান্নাঘরের জ্বলন্ত উনুনে।
কিন্তু উনুন
আমার কানে–গলায়–নাকে
অলঙ্কার হিসেবে শুধু ঝুলিয়ে দেয়
অসংখ্য আগুনের ফুলকি।

আমি তাই
এখন আর আগুনকে ভালোবাসি না।

মূল কবিতা: মৈগী নাচোম

CamScanner

মেমচৌবী

মেমচৌবী-র জন্ম ইম্ফালে ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে। মণিপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি ডিগ্রীধারী মেমচৌবী পেশায় একজন শিক্ষক। প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ১২টি। কবিতার জন্যে অন্য অনেক পুরস্কারের পাশাপাশি ২০০৮ সালে সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার পেয়েছেন। বিভিন্ন সাহিত্য সম্মেলনে অংশ নিতে সফর করেছেন বাংলাদেশসহ ইউরোপ ও এশিয়ার বেশ কয়েকটি দেশ। ইংরেজী, জার্মান, ইতালী, বাংলা ও হিন্দীসহ বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হয়েছে তাঁর কবিতা।

একটি স্বপ্ন

এখানে কখনও সূর্য ওঠে না
তাই ভয় নেই মোটেও
নূতন কোনো অন্ধকারের।
কোনো ফুল ফোটে না এখানে
নেই কোনো মৌমাছির গুঞ্জরণ
বিরহ-মিলনের সীমানার ওপারে
দৃষ্টির প্রান্তর জুড়ে শুধু
বেদনার নীল-নীল তরঙ্গদোলা।
আকাশের নীল থেকে আরেকটু নীল এনে
আরো নীল করে দেয়া এই বিষণ্ন প্রান্তরে
বাধা-বন্ধনহীন একাকী তবু
নেচে-গেয়ে এক পরিতৃপ্ত আনন্দে
খেলায় মত্ত যে, সে-কি আমি?

মূল কবিতা: মঙ অমা

CamScanner

তীর্থযাত্রা

এসো হে ঘন অন্ধকার
এসো হে রাত্রি আমার
আজ তীর্থযাত্রা
তোমার আর আমার
অস্তাচল থেকে আজ
যে যাত্রা শুরু হলো তোমার আর আমার
সে যাত্রার সমাপ্তি হবে
উদয়াচলে আবার।

মূল কবিতা: তীর্থযাত্রা

CamScanner

মোইরাংথেম বরকন্যা

জন্ম ১৯৫৮ সালে মণিপুরের কোংবা এলাকায়। বেড়ে ওঠা রাজধানী শহর ইম্ফালে। কবিতা উপন্যাস মিলে প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ৭টি। মণিপুরী মহিলা কবিদের অন্যতম প্রধান কণ্ঠস্বর মোইরাংথেম বরকন্যা সাহিত্যের জন্যে সম্মানজনক নয়াদিল্লীর সাহিত্য একাডেমী পুরস্কার, মণিপুর স্টেট কলা একাডেমী এওয়ার্ডসহ বেশ কিছু পুরস্কার পেয়েছেন।

প্রজাপতি

মুক্ত বাতাসে উড়ে বেড়ানো প্রজাপতি ধরে
বোতলে বন্দী করে, ঢেলে দেয় জল
অতঃপর উচ্ছ্বসিত হাসিতে ফেটে পড়ে
নিষ্পাপ শিশুদের দল,
রঙিন বাসস্থান ছেড়ে
কেন যে উড়তে চাইলো
ফাল্গুনের মাঠে, হলুদ ফুলের সরিষা ক্ষেতে?
অপেক্ষা করে আছে তার বন্ধুরা
দূরের বাসায় বসে,
অপেক্ষা করে অবোধ শিশুরা
আর বিচিত্র বর্ণের জীবন।
থেমে গেছে নিজের ভেতরে ভাজতে থাকা গানের সুর
উদ্বেগ বেড়ে গেছে মুমূর্ষু হৃদয়ের,
কখন মুক্তি পাবে এই বন্দীদশা থেকে
ডুবতে ডুবতে কোনোরকম ভেসে আছে
ডানা ভাঙা মৃতপ্রায় প্রজাপতিটি;
উৎফুল্ল চিত্তে তাকিয়ে আছে শিশুর দল
কাচের দুর্ভেদ্য দেয়ালের বিরুদ্ধে
অসহায় প্রজাপতির এই অবাস্তব যুদ্ধ
তাদের জন্যে এক অসম্ভব আনন্দের দৃশ্য।

মূল কবিতা: কুরাক

CamScanner

ছায়া ও আমি

কখনো কখনো আমি ভাবি
এই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি
বসন্তের স্নিগ্ধ ভোরে
যেরকম প্রজাপতিরা উচ্ছল আনন্দে উড়ে বেড়ায়।
ইচ্ছে হয় ছোটাছুটি খেলি
বাগানে অথবা কোনো খোলা জায়গায়
যেরকম খেলা করে উন্মুক্ত বাতাস।
কিন্তু পা দু'টোকে নড়াতে পারি না মোটেও।
দেয়ালে বিম্বিত আমার ছায়া কথা বলে ওঠে–
'তুমি ও আমি এতোদিন আলাদা হইনি কখনো।
তোমার হাসি ও কান্নায়
ন্যায় বা অন্যায় প্রতিটি কাজে
আমিও সমান অংশীদার হয়েছি।
আমাকে ছেড়ে যেও না,
ছেড়ে যেও না আমাকে।'
তারপর আমার আঁচল ধরে
টেনে নিতে থাকে আরো কাছে।
অবশেষে দরোজা বন্ধ করা
এই কক্ষের দেয়ালে
ক্রমশ এক হয়ে মিলিয়ে যেতে থাকি
আমি আর আমার ছায়া।

মূল কবিতা: ইমিগা ঐগা

CamScanner

রঘু লৈশাংথেম

প্রতিবাদী ও সাহসী কবি রঘু লৈশাংথেম-এর জন্ম ১৯৫৯ সালে মণিপুরের রাজধানী ইম্ফালে। পেশায় সরকারি কর্মকর্তা এই কবির প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ৮টি। কবিতার জন্যে ২০০৯ সালে ভারতের জাতীয় সাহিত্য একাডেমীর পুরস্কার পেয়েছেন।

অন্ধকারের রঙ

আকাশ
নীচু হতে হতে
চেপে বসেছে আমার মাথার উপর–ঘরের উপর।

আমি অনেকদিন ধরেই দেখছি
কেমন চুপ হয়ে আছে নক্ষত্রগুলো।

আমি এখন আছি
হায়, যুদ্ধক্ষেত্রের ঠিক মধ্যিখানে! অসহায়
আমি
এবং
আমার জীবন।

একটু একটু করে আমি নেমে গেছি
এক গভীর গর্তের মধ্যে।
আমার অন্তহীন যাত্রায়
জানি-না কী করে এখন আমি এক ঘন অন্ধকারের ছায়ায়।

আজও আকাশ
একটু একটু করে নীচু হচ্ছে
আর আমি ঢুকে যাচ্ছি অতল গহ্বরে।
আমার সামনে এখন
কেবলই অন্ধকারের রঙ।

মূল কবিতা: অমম্বগী মচু

CamScanner

এক টুকরো আকাশ

এই গভীর গর্ত থেকে
আমার চীৎকার
তুমি নিশ্চয়ই শুনতে পাচ্ছো।
আকাশের যে টুকরোটি
আমি দেখছি
সেখানে নীলের কোনো স্পর্শ নেই;
আর তাই আজ কাউকে আমি
প্রকৃত মানুষের রূপে দেখছি না।

মূল কবিতা: অতিয়া মচেৎ অসি

CamScanner

দিলিপ ময়েংবম

জন্ম ভারতের আসাম রাজ্যের কাছাড় জেলায় ১৯৫৯ সালে। তবে বর্তমানে দিলিপ ময়েংবম সরকারের একজন উর্ধতন কর্মকর্তা হিসেবে মণিপুরে কর্মরত। আধুনিকোত্তর ধারার এই কবির কবিতায় সমসাময়িককালের মণিপুরী সমাজের জীবনযন্ত্রণা ও অস্থিরতা ছায়া ফেলে। ইতোমধ্যে তার বেশ ক'টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে এবং সাহিত্যকর্মের জন্য অনেকগুলো পুরস্কারও পেয়েছেন।

পার্থক্য

খাম্বা-র মতো প্রেমের পরীক্ষায়
জীবন দেওয়াকে বোকামি মনে করি আমি।
চোখের সামনে যা দেখি তার বেশী কিছুতে আমার বিশ্বাস নেই।
আবার
নোংবানের মতো প্রিয়তমার জন্যে
লজ্জার মাথা খাওয়াকেও আমি পছন্দ করি না।
ভালোবাসা সে-তো এক প্রহসন
জীবনের পাতায় সংবাদের শিরোনাম মাত্র।

সাবিত্রীর সত্যবানকে বাঁচিয়ে তোলা
চমৎকার এক কাহিনী হতে পারে।
কিন্তু দ্রৌপদীর পঞ্চ-পাণ্ডব
সে-এক রূঢ় বাস্তবতা।
তুমি সাবিত্রীকে সত্য মনে করো
আমি মনে করি দ্রৌপদীকে।
এটাই পার্থক্য।

মূল কবিতা: অসিতনি খেন্নবা

CamScanner

কাছে থেকে

নতুন বন্ধু।
তোমাকে যখন দূর থেকে দেখতাম
খুবই সুন্দর লাগতো। অথচ
কাছে থেকে দেখতে গিয়ে
প্রকৃত রূপ ক্রমশ ভেসে উঠছে।
ওঃ এতো কাছে থেকে
মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখতে
আমার মোটেও ভাল লাগছে না।
নিজেকে সুন্দর দেখানোর জন্যে যে কসমেটিকস লাগিয়েছো
তার আড়ালে যে কুৎসিত কদর্যতা লুকিয়ে আছে
তাতে তোমার দিকে তাকাতেই ইচ্ছে করছে না।
এখন মনে হচ্ছে–দেখা না হলেই ভালো হতো
ভালো হতো একা থাকলেই।

মূল কবিতা: নক্ল য়েংলুবদা

CamScanner

বিরেন্দ্রজিৎ নাউরেম

কবি বিরেন্দ্রজিৎ নাউরেম-এর জন্ম ১৯৫৯ সালে মণিপুরের রাজধানী ইম্ফালে। কবির প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা সাতটি। কবিতার জন্যে বিভিন্ন পুরস্কারের পাশাপাশি ২০০৪ সালে নয়াদিল্লীর সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার পান।

যুদ্ধরত সৈনিক

আমি কর্ণ
যুদ্ধ করে চলেছি ক্লান্তিহীন,
হয়তোবা এই যুদ্ধক্ষেত্র হতে পারে কুরুক্ষেত্র
আমার আর আমার নিয়তির।

আমার সামনে দাঁড়িয়ে নেই সহস্র পাণ্ডবসেনা
দাঁড়িয়ে নেই অর্জুনও প্রতিজ্ঞা পালনের প্রত্যয়ে,
আমি কখনো পাণ্ডবের বিরুদ্ধাচরণ করিনি
মিত্রতাও নেই কৌরবের সাথে,
শুধু যুদ্ধই করেছি আমি।

জন্মের সময় আমার শরীরে যুক্ত ছিলো না কবচ-কুণ্ডল,
আমার কাছে কখনো আসেনি ছদ্মবেশী ইন্দ্রদেব
দাঁড়ায়নি সম্মুখে এসে অশ্রুভারানতা পঞ্চসন্তানের জননী,
তথাপি, পরিকল্পিতভাবেই আমার কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হয়েছে
বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ-তর্জনী থেকে শুরু করে সমস্ত হাত-পা অবধি।
তারপরও আমি কারো বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তুলে ধরিনি
শুধু নিজের অসহায় হৃদয়কে ছড়িয়ে দিয়ে
সান্ত্বনা খুঁজেছি, ভেবেছি–
একজন সৈনিকের জন্যে বরং এ-এক সাহসী প্রেরণা।

এই জীবনে কখনো গো-হত্যা করিনি
কোনো ব্রাহ্মণের
প্রতারণা করিনি গুরুকেও কোনোদিন
যদিও ধরেছি রথের চাকা অসংখ্যবার
কিন্তু, পরাজিত হইনি কখনো।

জানি, মৃত্যু আমার অনিবার্য একদিন
এই যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করতে করতেই,
তবে সম্মুখযুদ্ধে সাহসী মৃত্যুকে
কী করে বলবে তুমি পরাজয়,
বরং এরকম মৃত্যু এক অন্যরকম জয়।

আমি যুদ্ধ করে যাবো
পিছু না হটে, ক্লান্তিহীন
আমার এবং আমার নিয়তি নির্ধারিত এই কুরুক্ষেত্রে।

মূল কবিতাঃ লাম্বেংনরিবা লান্মী

হে নদী

পড়ন্ত বিকেলের শান্ত-স্নিগ্ধ
মায়াময় সাজে সজ্জিত হয়ে
একটি প্রার্থিত সূচনার জন্যে
অনিবার্য সমাপ্তিরেখার দিকে
ক্রমশ পা বাড়ানো হে নদী,
তুমি সত্যিই অপরূপা, সুন্দরী।

পাড়হীন তটহীন
সময়ের স্রোতরেখা ধরে
এঁকেবেঁকে বয়ে চলেছো কতো ঘাট-বন্দর পেরিয়ে
জ্যোৎস্নার সাথে খেলেছো হৃদয়ের মোহনায়
কোনো এক মাঝির *'তৌদ্রি'র সুরে বিমোহিত হয়ে
আশ্রয় নিয়েছো কখনো *'চেঙহি'র মাদকতা ছড়ানো গন্ধে।
অত্যন্ত মধুর সে সময়
সুন্দর অসুন্দর
ভাল মন্দ
কোনো কিছু না ভেবে
শুধুই চঞ্চলতা, শুধুই চপলতা তোমার।

CamScanner

তারপর
ক্রমে ক্রমে যখন পরিণত হয়ে উঠেছো
তখন জানে না কেউ
কী করে মায়ার অঞ্জন মেখেছো চোখে
শরীরে ঢেলেছো ভালোবাসার লাবণ্যশোভা
অথবা কখনো সয়েছো অন্য কারো পাশবিক আচরণ
ভাল কিছু
মন্দ কিছু
এই দ্বৈত বোধের মাঝখানে দাঁড়িয়ে
তুমি নিজেকে ভেবেছো সুন্দরের প্রতিমূর্তি,
অহংকারের বৃন্তে ফুটে ওঠা
তোমার হৃদয়ের সে পুষ্পিত কুসুম
তাকে কী করে বলবো প্রকৃত সৌন্দর্য।

আজ
সূচনা ও সমাপ্তির সংযোগস্থল
যতোই এগিয়ে আসছে
ততোই উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছে তোমার প্রকৃত সৌন্দর্য।
হৃদয়ের অভিব্যক্তি
প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোভাব
অহংকারের আগুন
সব যখন শেষ হয়ে আসে
তখন তুমি আরো বিশাল
আরো নম্র-উদার
আরো সুন্দর হয়ে ওঠো।

তারপরও;
আমি চাই তুমি আরো-আরো সুন্দর হয়ে ওঠো,
বলো হে নদী,
তুমি কি মনে করো তোমার সৌন্দর্য পরিপূর্ণতা পেয়েছে?

মূল কবিতা: তুরেল নঙদি

* তৌদ্রি - এক ধরনের লোকজ বাঁশি।
* চেঙহি - চাল ধোয়ার পানি বিভিন্ন ভেষজ পাতাসহ সিদ্ধ করে তৈরী এক জাতীয় শ্যাম্পু, যা মণিপুরী মেয়েরা স্নানের সময় ব্যবহার করে।

CamScanner

লাইরেল্লাকপম ইবেমহল

কবি লাইরেল্লাকপম ইবেমহল-এর জন্ম ১৯৫৯ সালে মণিপুরে। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ২টি। কবিতার জন্যে বেশ ক'টি পুরস্কার পেয়েছেন।

বিদ্যুল্লতার চাদর

নিজ হাতে
সযতনে তৈরী করে পরিধান করা
আমার নতুন অঙ্গাভরণ
আমার বিদ্যুল্লতার চাদর,
তা দেখে তুমি
কেন এতো
উদ্বিগ্ন হচ্ছো
কেন এতো
অধীর হচ্ছো?
বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাওয়া
সেই প্রাচীন অতীতে
তোমার নিজের
গৌরবের আসনে
তুলে রেখে দেওয়া
ঝুলকালি মাখা সে বসন
পরিয়ে দিয়েছিলে তুমি
শুভ্র-সুন্দর বলে।
আর
বারে বারে পরিবর্তন করেছো
তুমিতো
নিত্য-নতুন
তোমার বসন
তোমার প্রতি পদক্ষেপে।
অথচ আমাকে
তোমার গৌরবের আসনে

স্থির বসিয়ে রেখে
তোমার তর্জনীর তীক্ষ্ণ তীরে
বারংবার
বিদ্ধ করেছো
আমার শরীর-মন
এবং রক্তিম হৃদয়
সেখান থেকে গড়িয়ে পড়া
আমার অতৃপ্তি
আমার দুঃখবোধ
অনুশোচনা সমস্ত কিছু মিলে
রক্তের ফোঁটা হয়ে ঝরে পড়ে
আর তুমি
পরম পরিতৃপ্তির সাথে
তা পান করেছো
অঞ্জলি ভরে।
এই আসনে বন্দী থেকে
কাটিয়েছি আমি
কতো বর্ষ
কতো যুগ
তোমার নির্মম আঘাতেও
নির্বিকার থেকে
দাঁতে দাঁত চেপে
হাসির অভিনয় করেছি।
তোমার আনন্দকে
আমারও আনন্দ বলে
মিথ্যে প্রবঞ্চনায়
নিজেকে ঠকিয়েছি।
কিন্তু আজ
আমি নিজের হাতেই
তোমাকে আবার
ফিরিয়ে দিলাম তোমার সে বসন
ফিরিয়ে দিলাম
তোমার গৌরবের আসন।

মূল কবিতা: নোংথাঙগী ইন্নফি

CamScanner

নারী

নিজের তৈরী
কঠিন এক আবরণে
নিজেকে শক্ত করে বেঁধে রাখা
রেশম-গুটির মতো
অব্যবহার্য
পুরনো সব বসন-ভূষণে
নিজেকে পুরো আবরিত করে
এখনও
কেন তুমি
নিজেকে বন্দী করে রেখেছো
জোর করে বানানো
প্রথা ও নিয়মের বিবিধ শৃঙ্খলে?
তোমাকে কি আজো
নতুন করে শুনাতে হবে
অসংখ্য বাধার প্রাচীর ভেঙে
অপরিমেয় শক্তি ও সাহসের
দৃষ্টান্ত রেখে যাওয়া
তাদের কাহিনী?
তুমিওতো বিচারক হতে পারো
হাতে তুলে নিতে পারো
শাসনের রাজদণ্ড
কেন আটকে থাকবে
অন্ধকার-অপ্রশস্ত সিঁড়িঘরে
অশক্ত ভীরু বালিকার মতো
ভেঙে ফেলো
চূর্ণ করো
তোমাকে ঘিরে রাখা বাধার প্রাচীর
শুঁয়োপোকার মতো
শক্ত আবরণ ছিঁড়ে খুঁড়ে বেরিয়ে পড়ো
পরিচিত হও
অসীম মহাশূন্যের সাথে
মুক্ত-স্বাধীন হও

CamScanner

প্রাচীন বসন-ভূষণের শৃঙ্খল থেকে
অশক্ত-দুর্বল হয়ে আর থেকো না
নরোম রক্ত-মাংসের
মনে রেখো
তুমি ফুল নও
আগুন
জ্বলে ওঠো লকলকে জিহ্বা মেলে
সর্বভুক সে অনল-দহনে
ছাই করে ফেলো
রক্তচোষা সেইসব প্রাণীদের
আর
উজ্জ্বল সেই শিখাকে করে তোলো
পথভ্রষ্ট এই সমাজের জন্যে
নতুন পথের দিশা।

মূল কবিতা: নুপী

CamScanner

শরতচান্দ থিয়াম

মণিপুরের তরুণ প্রজন্মের অন্যতম প্রতিশ্রুতিশীল কবি শরতচান্দ থিয়াম। জন্ম ১৯৬১ সালে মণিপুরের ইম্ফাল শহরে। পেশায় প্রকৌশলী। আধুনিকোত্তর ধারার এই মণিপুরী কবির চারটি কাব্যগ্রন্থসহ প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা দশ। সাহিত্যের জন্য অন্যান্য অনেক পুরস্কারের পাশাপাশি ২০০৬ সালে ভ্রমণ কাহিনী 'নুংশিবী গ্রীস'-এর জন্যে ভারতের সাহিত্য একাডেমি এওয়ার্ড পান তিনি।

মৃতদের জন্যে

তারা পরস্পর মুখোমুখি দাঁড়ায়
রাগ করে
যার যার পক্ষ নিয়ে
যুদ্ধ করে
ঘৃণা করে প্রচণ্ড।

একে অপরকে হত্যা করার পর ভালোবাসে
আহতের সেবা করে
আপ্যায়িত করে বন্দীদের।

বহু সময় ও শ্রমে গড়ে তোলা কতো নগর
মুহূর্তে ধ্বংস করে দেয়
তারপর মৃতদের জন্যে গড়ে তোলে স্মৃতির মিনার
শ্রদ্ধায় এবং ভালোবাসায় প্রতিবছর নিবেদন করে পুষ্পার্ঘ।

মূল কবিতা : শিখ্রবশিংগীদমক

পাথর হওয়ার জন্য অপেক্ষারত ফুলেরা

পাথর হও
পাথর থেকে শুরু হয়ে শেষ হোক পাথরে
গড়ে তোল এক পাথর-জীবন
আসলে, পাথর-জীবনই শ্রেষ্ঠ এখন।

পাথরে পাথরে ঘর্ষণ লেগে
পাথর হৃদয়ে সুপ্ত আগুন

জ্বলে উঠবে লেলিহান শিখা মেলে
এখন, হতেই হবে পাথর
গড়ে তুলতেই হবে এক প্রস্তর যুগ।

পাথরের সাথে ফুলের নয়
সংঘর্ষ বাধুক পাথরে পাথরে
ফুলে আর ফুলে
তারপর জ্বলে উঠবে আলো।

একাকী গড়াগড়ি খাচ্ছে যে পাথর
তাকে চলে আসতে হবে
পাথর সমাজে
ঐক্যের প্রয়োজনে;
এক পাথর-সময় গড়ে তুলে
বাঁচাতে হবে বিচ্ছিন্ন সে পাথরকে
উদ্যত হাতুড়ি হাতে তাড়া করা ঐ লোকেদের হাত থেকে।

দীর্ঘ-দীর্ঘদিন পরে
প্রস্তর যুগ থেকে দূরে সরে আসার পর
পাথর জীবনকে পেছনে ফেলে যারা চলে যায়
তাদের স্মৃতির চিহ্নগুলো
পরিণত হয় যুদ্ধক্ষেত্রে।

পাথর হয়ে
পাথরের মতো যদি গড়িয়ে না যাও সামনে
তাহলে পাথর হওয়ার জন্যে অপেক্ষারত ফুলেরা
পাথর হওয়ার আগেই
ঝরে পড়ে যাবে।

পাথর হও পাথর
ফুল তুমিও পাথর হও
পাথরে শুরু-শেষও হোক পাথরেই।

মূল কবিতা : নূং ওনগদগী ঙাইরিবা লৈ-শিং

CamScanner

সন্ধ্যায়

ধীরে ধীরে জ্বলে উঠছে প্রদীপের আলো।

ভরাট হয়ে যাওয়া খালের খানা-খন্দে
কাগজের নৌকা ভাসিয়ে দিয়ে
যে সব শিশুরা খেলা করছিলো আনন্দে
তাদের সবাই এখন নৌকা ফেলে রেখে
একে একে ফিরে গেছে ঘরে।

সন্ধ্যার শান্ত বাতাসে
একটু একটু করে ভেসে চলে
কাগজের নৌকা;
আর সেই নৌকা কেবল অপেক্ষা করে
কখন ভোর হবে।

মূল কবিতা: য়াচংলকপদা

CamScanner

লনচেনবা মীতৈ

জন্ম ১৯৬১ সালে মণিপুরের ইম্ফাল শহরে। হিন্দীতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী লনচেনবা মীতৈ পিএইচডি করেছেন হিন্দী সাহিত্যের উপর। পেশায় শিক্ষক। কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ মিলে প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় দশটি। কবিতার জন্যে অনেক পুরস্কারের পাশাপাশি ১৯৯৯ সালে পেয়েছেন সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার।

প্রতীক্ষা

ফুলের প্রশ্ন–
আগুন তুমি কখন ফুল হয়ে উঠবে
আগুনও জানতে চায়
ফুল তুমি কখন আগুন হবে

কারণ:
তারা দু'জনেই ইতিহাসের দুর্লভ মুহূর্তে
কখনো কখনো দেখেছে
আগুনের ফুল হয়ে ওঠা অথবা ফুলের আগুন হওয়া

অথচ এখনও
ফুল ফুলই রয়ে গেছে
আর আগুন আগুনই।

মূল কবিতা: ঙাইনবা

একদিন

তুমি–আমি
আমরা সবাই বলে থাকি–
'একদিন আসবে
একদিন নিশ্চয়ই আসবে।'

CamScanner

আজ-কাল-পরশু
এমনি করে চলে যায় মাস ও বর্ষ।

কিন্তু
সেই একদিন আর আসে না
কখনোই আসে না।

মূল কবিতা: নোংমা

CamScanner

কোইজম শান্তিবালা

কবি কোইজম শান্তিবালার জন্ম ১৯৬০ সালে মণিপুরে। পেশায় শিক্ষিকা। প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ৩টি। সাহিত্যের জন্যে একাধিক পুরস্কারও পেয়েছেন।

কালো চক্ষুবন্ধনী

নিজের সন্তানদের প্রতি কি
অবহেলা-অবজ্ঞার দৃষ্টিতে
তাকাবে?
বিশ্বাস হয় না।

সারা পৃথিবী তোমাকে
মমতাময়ী সন্তানবৎসল বলে জানে।
তাহলে কেন
শবদেহ সৎকারের ধোঁয়ায়
দিকে দিকে আকাশ অন্ধকার হচ্ছে
তোমার গণতন্ত্রের স্বচ্ছ চাঁদোয়া
আগুনের তাপে পুড়ে কালো হচ্ছে?

আগুন জ্বলে উঠছে!
ভারতের পূর্ব-প্রান্তসীমায় মণিপুরে
বেঁচে থাকার অর্থ হারিয়ে ফেলা জীবনের
অতৃপ্তির অগ্নিশিখা
আগুন জ্বালিয়ে দিচ্ছে পূর্ব-ভারতে।

কী অন্যায় করেছে তোমার সন্তানেরা
মায়ের কাছে?
কিসের প্রায়শ্চিত্ত তোমার সন্তানদের
কোন সে অপরাধে?
অন্ধ্র, গুজরাট, পূর্ব-ভারতে
কাশ্মীরে সর্বত্র এই যে অগ্নির আহুতি
এতে কি শান্তি পাবে তুমি?

গান্ধারী,
কাকে অভিসম্পাত দিচ্ছো তুমি?
তোমার সামনে এখন কৃষ্ণ নেই
তোমার এই অভিসম্পাত তাহলে কার উপর বর্তাবে?
সে তোমারই পুত্র দুর্যোধন, দুঃশাসন
তোমারই শত সন্তান মা!

পিতা কুরুঅধিপতি রাজা ধৃতরাষ্ট্র
আলোহীন দৃষ্টিহীন
এক জীবনকেই পাথেয় করেছে বলে
বড় হয়ে ওঠা সন্তানের
ভাবনা ও আকাঙ্ক্ষার দিগন্তকে
ধারণ করতে পারেনি সে।

তুমিও মা!
সতী নারীর এক কল্পিত গৌরব কামনায়
কালো কাপড়ের টুকরো দিয়ে
আড়াল করে রেখেছো
তোমার সত্যসন্ধানী দৃষ্টিকে।

তোমার সন্তানেরা কি মা খুশী হয়েছিলো
যখন তাদের রাজাধিরাজ পিতা
আর মাতা মহারাণী দু'জনেই
আলোহীন এক জীবনে সমর্পিত হয়েছিলো?
আর সেকারণেই মা,
সন্তানদের দুর্বলতাগুলো দেখতে পাওনি তুমি!
আপন-পর ভেদাভেদ বড় হয়ে উঠেছিলো!

যুদ্ধ চায় নি,
তারা যুদ্ধ চায় নি মা
তবু বংশগৌরব রক্ষার জন্যে
রাজসিংহাসনকে নিষ্কণ্টক করতে
তাদেরকে যেতে হয়েছে অন্ধকার পথে;
পৌরুষ দেখাতে গিয়ে

CamScanner

ঝাঁপ দিতে হয়েছে তাদের
জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে।
আর তা যদি না হতো
তারা চিহ্নিত হতো বংশের কলঙ্ক হিসেবে।

অপরাধ তাদের খুঁজো না মা!
বরং তাদের উপর বুলিয়ে দিয়ো মমতার আঙুল
কারণ,তারা আসলেই জনম-দুর্ভাগা
তোমার সেই পদ্মের মতো আঁখিযুগল দিয়ে
করুণার আর্দ্র দৃষ্টি ছড়িয়ে তুমি
কখনো তাকাওনি তাদের দিকে।

সন্তানের দেহগুলো যুদ্ধক্ষেত্রে
রক্তকমল হয়ে
রক্তের সাগরে ফুটে উঠবার আগে,
তোমার পুত্রবধূদের ললাটে
শোকের কৃষ্ণতিলক লেপ্টে যাওয়ার পূর্বে
খোলো গান্ধারী,
খোলো কালো কাপড়ে বানানো তোমার অশুভ চক্ষুবন্ধনী।

তারপর
প্রস্ফুটিত শ্বেতজবার মতো পবিত্র
তোমার প্রশান্ত দু'হাত স্থাপন করো
হৃদয়ের অশান্ত বেদনার অগ্নিতে
তাপদগ্ধ তোমার সন্তানদের শরীরে।

শান্ত করো মা অসহিষ্ণু হৃদয়গুলোকে
তোমার সুমিষ্ট সম্ভাষণে
যাতে অপরিণত গণতন্ত্রের এই ভারতবর্ষে
নতুন কোনো কুরুক্ষেত্রের জন্ম না হয়।

মূল কবিতা: অমুবা মীৎখূমফি

CamScanner

কোলকাতা

তোমার বুকে পা দিই আমি
এক সুমধুর সুরে
প্রিয় একটি গানের কলি গাইতে গাইতে।

আকাশকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে মাথা তুলে দাঁড়ানো
পরিপূর্ণ হয়ে ওঠা বৃক্ষরাজি
চারিদিকে মেলে দেয় তার শাখা-প্রশাখা,
মৃদুমন্দ বয়ে চলা শীতল বাতাস
পত্রপল্লবে পূর্ণ বৃক্ষের কানে কানে
কী যেন বলে যায় চুপিসারে।

তোমার ধূসর আকাশ
ক্লান্তিহীন সাহস বুকে নিয়ে
এক অগ্রণী পথিকের যাত্রায়
ক্রমাগত এগিয়ে চলে সম্মুখ পানে।

সীমাহীন জলের বিস্তার
ঢেউয়ের তালে তাল মিলিয়ে
অন্তহীন আনন্দের সুরসাধনায়
রাত্রিদিন গেয়ে চলে রবীন্দ্রসঙ্গীত।

বিস্তীর্ণ মাঠ ও প্রান্তর
নানা রূপে নানা ভঙ্গিমায়
ভালোবেসে ডাকে হাত ইশারায়।
সবাইকে তুমি সাদরে বরণ করো
হে কোলকাতা!
মানবতার শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে
তুমি দাঁড়িয়ে আছো একা সাহসী সৈনিকের মতো
এটাই তোমার জয়–সকল সময়ের।

কিন্তু ফুটপাথে দেখি
এক জোড়া বড় বড় চোখ
একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে আমার দিকে;

CamScanner

আমাকে বেদনাহত করে এক বিশাল বল্লম
ভেদ করে যায় আমার কোমল হৃদয়।

নিজের অশক্ত ময়লা কোল ছাড়া
এক টুকরো জায়গাও দিতে না পারা
সেই অসহায় মা
দেখেছি তার প্রিয় সন্তানের জন্যে
একটু জায়গা খুঁজে ফিরছে
তোমার ঐশ্বর্যমণ্ডিত বিশাল অঙ্গনে।

বিরামহীন
অসংখ্য মানুষের পদযাত্রায়
শরীক হয়ে যাই আমিও
বয়ে নিয়ে হৃদয়ের বেদনার ভার;
সেই এক জোড়া চোখের অভিযোগপত্র
সহস্র পায়ের চাপে পিষ্ট হয়ে
হারিয়ে যায় ফুটপাথের মলিন ধুলায়।

মূল কবিতা: কোলকাতা

CamScanner

সৌগাইজম ব্রজেশ্বর সিংহ

জন্ম আসামের কাছাড় জেলার বড়খলা, চিত্রাসাঙ্গন গ্রামে ১৯৩৫ সালে। আসাম শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তা হিসেবে চাকুরী করেছেন। মণিপুরী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই লেখালেখি করে থাকেন। বিভিন্ন সাহিত্য সংগঠনের সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন এবং সাহিত্য একাডেমীর এডভাইজারী বোর্ডের মেম্বারও ছিলেন। প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ১২টি। সাহিত্যের জন্যে তিনি 'কামিনী কুমার এওয়ার্ড'সহ বেশ ক'টি পুরস্কার পেয়েছেন। কবি সৌগাইজম ব্রজেশ্বর সিংহের মৃত্যু ২০০৯ সালে।

আগুনের রঙ

আগুনের রঙ কখনো বদলায় না
কোনো সময়েই বদলায় না, কোনো যুগেই না।

আগুনের গুণ
আগুনের চরিত্র
ইতিহাস আমাদের হাত ধরে
নিয়ে এসেছে পৃথিবীর মানুষের মানচিত্রে
মানুষের বিজয়ের পতাকাকে দেখিয়ে,
একটু একটু করে এগিয়ে এসেছি
তুমি আমি আমরা সবাই আমাদের অন্ধকার ঘরে।

অন্ধকার এই ঘরের দেয়ালে
বাদুড়ের মতো পায়ের উপর ঝুলে আছে
অসংখ্য পোকা-মাকড়
কোনোটার লেজ দীর্ঘ শরীরের চেয়ে
আবার কোনোটার মাথা বড় শরীর থেকেও।

কোনো বিধাতা নয়
এই অন্ধকার ঘর থেকে
বারবার বাইরে বেরুবার চেষ্টা করতে করতে
ঘরের চার দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে

আমার ভাইবোনদের বোধে ও মস্তিষ্কে
জ্বলে উঠেছিলো ইতিহাসের অগ্নিমশাল।

এরকম ইতিহাসের আকাশে বাতাসে
রাজার শকুনেরা উড়ে উড়ে ডাক দিয়ে যায়
বলে যায় যুদ্ধের সংবাদ
লিখে যায় এ-দেশ আগুনের দেশ নয়।

রাজার প্রচারণাশক্তির প্রভাবে
কতো কবি লেখক তাদের প্রাণহীন প্রয়াসে
লিখে যায় ভালোবাসাহীন রাজার কাহিনী
বাজারে পথে-ঘাটে যা এখনও খুব সস্তায় বিকোয়
বোধ-বিবেচনাহীন আমার মায়ের সন্তানদের কাছে।

রাজার সুবিধাভোগী শকুনেরা
প্রশস্ত সময়ের সুযোগে
ইতিহাসের টিমটিমে প্রদীপের অন্ধকার দিক খুঁজে
ভালোবাসার মহাগ্রন্থে
হৃদয় ও আগুনের মাঝখানে
কীসব নতুন নতুন শব্দ যুক্ত করে
হৃদয় ও আগুনের ভেতর
দূরত্বের দেয়াল গড়ে তুলতে চাইলেও
মাকে ভালোবাসার অমোঘ শক্তিতে উজ্জ্বল
তার সন্তানেরা বলে
আগুন ও হৃদয় প্রকৃতই সহোদর।
যদি কখনো আক্রান্ত হয় হৃদয়
আগুন তার প্রতিরোধে যুদ্ধ ঘোষণা করবেই।
আসলে আগুনের রঙ কখনো বদলে যেতে পারে না।

মূল কবিতা: মৈগী মচু

মানুষ দেবতা ধর্ম

আমার মা আমাকে বকেন
ধর্ম মেনে চলি না বলে;
আমার স্ত্রীও একই কারণে
আমার উপর সবসময় ক্ষুব্ধ থাকেন।

আমি বলি:
কেবল শুচি-অশুচি মেনে চলাই
ধর্ম নয়;
'জাত' বাঁচানোই শুধু
ধর্ম নয়।

ধর্ম হলো মানুষকে ভালোবাসা,
সুযোগ পেয়েছি বলেই
নিজের ক্ষমতা প্রদর্শন
কোনোক্রমেই প্রত্যাশিত নয়।

আমার পরিবারে, তাদের বিচারে,
আমি এক ধর্মহীন মানুষ;
তবে কেউ অস্পৃশ্যতার অপবাদ চাপিয়ে দেয়নি।

মহাত্মা গান্ধী
অস্পৃশ্য হরিজনদের প্রাণ।
উদারনৈতিক আমিও এখন
সেই একই দলে।

অসহায় আমিও আমার এই বৃত্তের ভেতর
লাটিমের মতো কেবলই ঘুরপাক খাচ্ছি।
শুচি-অশুচি নিয়ে
আয়োজিত সেমিনারে একদিন আমি
যুক্তি-তর্ক দিয়ে কথা বলি সমস্ত হৃদয় খুলে।

কেউ এসে কোনোদিন জিজ্ঞেস করেনি
আমার মায়ের পুরনো *'ইন্নফি'

ছিঁড়ে পড়ে থাকতে দেখেনি বলে।
অন্ধ অনুকরণ নয়,
প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায়
নতুন সৃষ্টিই হলো পরম্পরা।

ভৃত্যরাই কেবল প্রভুদের কুৎসা রটায়,
এটা রাজাদের সময় থেকেই
চলে আসা পরম্পরার ধারা।

এখনতো গণতন্ত্রের সময়,
জনতার মুখের কথাই
দেবতার বাণী হয়ে যায়।
সত্য এবং সুন্দর
এই দুইয়েরই সমষ্টি এ-পৃথিবী।

বিগত জীবনের সমষ্টিগত জ্ঞান
অসংখ্য প্রশ্নের নানাবিধ উত্তর,
তাই অতীত জীবনের পুঞ্জীভূত জ্ঞান
ভিত্তি গড়ে দেবে আমার একান্ত বিশ্বাসের
আমাকে তাই পেছন ফিরে তাকাতে হবে
জীবনের মানদণ্ডে তুলে রচনা করে যেতে হবে
মানুষের জন্যে কবিতা–জনতার কবিতা।
এভাবেই আমি গড়ে নেবো আমার নিজস্ব জগৎ
আর তা'ই হবে আমার কাঙ্ক্ষিত ধর্ম।

মূল কবিতা: মী লাই ধর্ম
* ইন্নফি – মণিপুরী মেয়েদের ব্যবহৃত ওড়না জাতীয় কারুকার্যমণ্ডিত কাপড়।

CamScanner

শগোলশেম ধবল

কবি শগোলশেম ধবল সিংহের জন্ম আসামের কাছাড় জেলার জারিবোন্দ গ্রামে ১৯৩৬ সালে। পেশাগত জীবনে শিক্ষক ছিলেন এবং অবসর নিয়েছেন শিলচর পলিটেকনিক-এর প্রফেসর হিসেবে। প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ৪টি। বিভিন্ন সাহিত্য সংগঠনের সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। সাহিত্যের জন্যে বিভিন্ন পুরস্কার এবং উপাধিও পেয়েছেন।

নক্ষত্রের হাসি

অস্তায়মান সূর্যের
রক্তিম রঙে রঞ্জিত পশ্চিম আকাশে
সেদিন দেখি এক ঝাঁক পাখি
ক্লান্ত ডানা তাদের দিয়েছে মেলে,
অন্তহীন আশার কবিতাকুঞ্জে
ভাষাহীন সৌন্দর্যের প্রকাশ
আর
উদভ্রান্ত একটি দিনের উজ্জ্বল উষ্ণীষ
সব যেন একের পর এক
এলোমেলো ছড়িয়ে আছে।
ফুলের সুবাস ছড়ানো বাতাসেরা
আজো আছে পুরনো নিয়মে।
এক আশ্চর্য পরিতৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস ফেলে
আমার তৃষ্ণার্ত হৃদয়কে নিয়ে
জেগে ওঠা ঝড়ো হাওয়ার ভেতরে
আমি খুঁজে ফিরি তার মূল্য।

\+ + + + + +

সূর্য ঘুমিয়ে গেলে
ক্লান্ত পরিশ্রান্ত এ-হৃদয় যখন ফিরে আসে ঘরে
তখন তেলতেলে ঘামের কুয়াশার ভেতর
মদের নেশায় বিবশ হওয়া কানে
ভেসে আসে স্বপ্নের মতো –
সুদূর আকাশে মিটমিট করে জ্বলতে থাকা
নক্ষত্রের অন্তহীন হাসির ঝঙ্কার।

CamScanner

আর
সুরহীন ঝিঁঝিঁ পোকার কাঁপা কাঁপা সুরে
রাত্রির নিস্তব্ধ বন
স্বপ্নের সিংহাসনে বসে
শেষ রাত্রির নৈঃশব্দ ভেঙে
প্রশ্ন করে
বসন্তের পুষ্প উপহার
শরতের শিউলি ফুলের সান্ধ্য আরতি
এবং কবিদের জীবনসঙ্গীত–
সবই কি ব্যর্থ আয়োজন?
+ + + + + +
কর্মচঞ্চল হে হৃদয় আমার
হাসো প্রাণ ভরে হাসো–
বিভ্রান্ত ভাবনায় নিজেকে আর বিড়ম্বিত করো না,
রাত্রির নিস্তব্ধতা কেটে গেলে
নক্ষত্রের অনিঃশেষ হাসি
নিশ্চয়ই তোমাকে দিয়ে যাবে
জীবনের প্রার্থিত শুভ সংবাদ।

মূল কবিতা: থওয়ানমিচাক্কী মীনোক

কনক বরণ

মাঘের কুয়াশায়
বনের গভীরে ঠাণ্ডা খেয়েছো,
প্রতিটি পদক্ষেপে
কারো চোখে পড়ে যাওয়ার ভয়ে কেঁপেছো–
হৃদয়ে তোমার ধরেছে কাঁপন,
কঙ্কন-কিঙ্কিণীতে কেঁপে কেঁপে উঠেছো–
কতো কষ্ট যে পেয়েছো তুমি।

প্রেমভিখারিণী রাধিকা,
ভয় পেতে কি জটিলাকে?
গভীর নিকুঞ্জবনে
বাঁশির সুমধুর সুর শুনে

CamScanner

কী সংবাদ তুমি দিতে
বসন্ত-মালতীর কাছে?

নৃত্যরতা হে বাসবদত্তা,
ভেবো না তুমি–
কবির কলম এখনো থামেনি।
কাব্যের ছন্দ ও সুরের ব্যঞ্জনায়
সদ্য প্রস্ফুটিত মালতীও
প্রকাশ করছে তার হৃদয়ের আর্তি।

হে বিশাল স্রোতোস্বিনী
কোন সে-পর্বতগুহা থেকে
প্রবাহিত হয়েছো তুমি;
তোমার পুষ্প-কাননে
কী এমন ফুল ফোটে যে
তুমি প্রেমের বার্তা পাঠাও
ফুলের পরিচর্যাকারীর হৃদয়ে?
আর নাহলে
কোন অমৃতধারায়
তোমার হৃদয় পরিপূর্ণ বলে
পৃথিবীর পুষ্পমালঞ্চে ফোটা
মাধবী-মালতীর গন্ধে এমন বিভোর হও?

মূল কবিতা: শনরিক মচু

CamScanner

খৈরুদ্দীন চৌধুরী

কবি খৈরুদ্দীন চৌধুরীর জন্ম ভারতের আসাম রাজ্যের কাছাড় জেলায় ১৯৪১ সালে। আসাম শিক্ষা বিভাগে কর্মজীবন শেষ করে এখন অবসর জীবন যাপন করছেন। প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ৬টি। কবিতার জন্যে 'কামিনী কুমার এওয়ার্ড'সহ বেশ ক'টি পুরস্কার পেয়েছেন।

কোথায় আমার বিশ্বাস

কোথায় আমাদের সেই বিশ্বাসী জীবন?
কোথায় সেই অমৃতময় হাসির ঝলক?
একটিবার প্রাণ খুলে হাসতে চাই
একটিবার অন্তত স্বাধীনভাবে ভালোবাসতে চাই,
হৃদয়ের একান্ত অনুভবে একবার পেতে চাই
বিশ্বাস, ভালোবাসা, ত্যাগের সেই কুসুম-সুবাস।

পরশ্রীকাতরতা, ঈর্ষা, লোভ-লালসায়
পরাভূত করা মানুষের রক্তাক্ত জীবনে
মানবতার অমৃতধারা আজ শুকিয়ে গেছে।
সাহারার মরুভূমির মতো শুষ্ক
তৃষ্ণার্ত আমার হৃদয় অন্তত একবার
পান করতে চায় মানবতার সে সুধারস।

কোথায় সত্য-সুন্দরের আরাধনার আনন্দ;
ভালোবাসা, বিশ্বাসের আরাধ্য মূর্তিগুলো?
আগেকার বিশ্বাসের টলটলে জলের সে নীল সরোবর
সন্দেহ, ঈর্ষা, পরশ্রীকাতরতার প্রখর তাপে
ক্রমশ বাষ্পীভূত হয়ে মিলিয়ে গেছে কি অসীম শূন্যে?
প্রতারণা, প্রবঞ্চনা আর স্থূল স্বার্থের ঘন কুয়াশার অন্তরালে
ঢাকা পড়ে গেছে কি আমার বিশ্বাসের সূর্য।
জানি না কোন শুভ সকালে আবার সে হেসে উঠবে
আমি তাই বিনিদ্র জেগে আছি রাত্রিশেষে ভোরের সূর্যকে স্বাগত জানাতে।

মূল কবিতা: কদায় ঐগী থাজবদো

CamScanner

বাংলা, তোমার স্মৃতিতে

বাংলার মণিপুরী হৃদয়ের প্রাণরসে রঞ্জিত
হে কৃষ্ণচূড়া-বর্ণিল বসন্তের রক্তলাল কুসুম।
আমাকে স্বাগত জানালে তুমি মিষ্টি হাসির সাদর সম্ভাষণে
তোমার নিবিড় জনপদের শ্যামল সৌন্দর্যে।
দু'চোখ ভরে আমি দেখেছি তোমাকে, হে সুন্দরী,
দেখেছি তোমার পদ্ম, শাপলা আর শালুকে ভরা
হিজল বৃক্ষের সারিতে শোভিত বিল আর হাওড়।
তোমার ধীরপ্রবাহিনী নদীতে, হে সুন্দরী বাংলা,
ভাটিয়ালি সঙ্গীতের যে সুর বাজে
বিষণ্ন দুপুরে পদ্মার তীরে তীরে,
সাথীহারা সোনালী ডানার যে চিল
কেঁদে কেঁদে ভাসায়েছে বুক
আজো তার কান্নার সুর বেদনার অনন্ত আবহে
আমার হৃদয়কে নিয়ত বিধুর করে।
তোমার বিলে-হাওড়ে-নদীর পাড়ে
দোয়েল, ডাহুক আর মাছরাঙা পাখি
শালুক-শাপলা-হিজলের ডালে যে সুরের অমৃতধারায়
জীবনের আনন্দের ফুল ফুটিয়েছে
তার সব কিছু হয়ে আছে
আমার জন্যে অনুপ্রেরণার এক অনন্ত উৎস।

মূল কবিতা: বাংলা, নহাক্কী স্মৃতিদা

লাইতোনজম নীলমণি

শ্রী লাইতোনজম নীলমনি সিংহের জন্ম ১৯৪০ সালে আসামের কাছাড় জেলার ওয়াপোকপী গ্রামে। তিনি মণিপুরী ভাষার পাশাপাশি বাংলা এবং অসমীয়া ভাষায়ও লেখালেখি করে থাকেন। মণিপুরী, বাংলা ও অসমীয়া ভাষা মিলে তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ১৯টি। তিনি বর্তমানে আসাম মণিপুরী সাহিত্য পরিষদের সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন। সাহিত্যের জন্যে বেশ কিছু পুরস্কারও পেয়েছেন।

প্রতিজ্ঞা

বাতাসে ঝুলে আছে বিষাক্ত ধোঁয়া
শূন্যে মুখোমুখি হওয়ার নীরব স্মৃতিতে
কালো চামড়ার শুকনো হাড় ও মাংস
হৃদয়ে রক্তাক্ত ছেঁড়া টুকরো চুল
মুখে জমে ওঠা অসংখ্য ফেনা
সৃষ্টি হয় ধুলোর পাহাড়–
জ্বলন্ত মোমের টিমটিমে আলো।
হৃদয়ের গভীরে আগুনের ফুলকির ইতস্তত ওড়াওড়ি
জোয়ারের তোড়ে
চোখের সাগরে উন্মাতাল ঢেউ
মাঝে-মধ্যে অন্ধকারকে টুকরো টুকরো করে
শুরু হয় ভাঙা–
প্রথম প্রেমের প্রতিজ্ঞা।

মূল কবিতা: ওয়াশক

হৃদয় ভাঙা দীর্ঘশ্বাস

ভাবনার প্রান্ত ভেঙে ফেলে
নেমে আসা অশ্রুর প্লাবন
উপলব্ধির অন্যরকম স্তরে আশ্রয় নেয়া হৃদয়কে

ফেলে রেখে দেই
ভোররাত্রির স্বপ্নের ভেতর।
স্মৃতির নগ্নমূর্তির চোখে
নামে শীতল প্রস্রবণ
যেন অনেক কষ্ট ও বেদনার ধারা।
সময়ের গতিপথ ধরে
একদিন বিশ্রাম নেয় যে জীবন
তার হৃদয় ফুঁড়ে বেরিয়ে আসা
ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস
একটু একটু করে ছড়িয়ে পড়ে–
ঘুমের ভারে
ক্লান্ত হয়ে পড়া আকাশের
চিরসঙ্গী সে-অন্ধকারের বুকে।

মূল কবিতা: থম্মোই কায়হন্বা অশাংবা সোর

নিংথৌখোংজম দিলীপ

জন্ম ১৯৫১ সালে ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায়। পেশায় আইনজীবী। নিয়মিত গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ লেখেন। তবে প্রকাশিত গ্রন্থ মাত্র ১টি–কাব্যগ্রন্থ 'থেঙলবসু থেঙদ্রি'। সাহিত্যের জন্যে বেশ কিছু পুরস্কার পেয়েছেন।

পেছন ফিরে তাকালে

আমিও হারিয়ে যাবো পথের মতোই
নদীর স্রোতের মতোই আমিও ফিরবো না কোনোদিন
ফিরে আসবো না আর
হারিয়ে যাবো আমি ছায়ার মতোই।
কোনোদিনই আর ফিরে আসবো না আমি
একা এসেছি, একাই চলে যাবো।
দেখো, অন্তহীন আশার স্বর্ণরেণু
পৃথিবীর অপরূপ শূন্যতায়
অশ্রুবিন্দুর মতো শিশির হয়ে ঝরে পড়ে,
এভাবেই–একদিন হারিয়ে যাবো আমিও
আনন্দ-বেদনার মতোই হারিয়ে যাবো নিশ্চিতই
ফিরে আর আসবো না কোনোদিন
পথিক যেমন তার পথ চলতে চলতেই
পেছন ফিরে তাকিয়ে যখন
ফেলে আসা পথ আর দেখে না
চোখের কোণে জমে ওঠা অশ্রুবিন্দুতে যখন দৃষ্টি রুদ্ধ হয়ে আসে
তখন হৃদয়ের আলো জ্বালিয়ে একবার চেয়ে দেখো–
দেখবে, প্রিয় জননী তাঁর আঁচল মেলে
কিছু একটা চাইছে, সেই দৃশ্য।

মূল কবিতা: তুঙ হন্না য়েংবদা

CamScanner

একটিবার খোলো এ-দরোজা

বন্ধ এ-দরোজা একটিবার খোলো
একবার প্রাণ ভরে দেখি।
এই যুগে যেসব খবর শুনছি তা-কি স্বপ্ন না সত্য
কী ঘটছে এসব?
এ-কি স্বপ্ন না সত্য?
একটিবার খোলো এ-দরোজা।
গলা ছেড়ে কাঁদবো তাও পারি না আমি
বিলাপ করবো তাও পারি না
কী যে করবো আমি
বন্ধ এ-দরোজা একটিবার খুলে দাও
একটিবার খোলো এ-দরোজা।

মূল কবিতা: থোঙসে অমুক্তা হাংদোকউ

CamScanner

থাংজম রথীন্দ্র

জন্ম ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায় ১৯৫৬ সালে। পেশায় সরকারী কর্মকর্তা। গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ লিখলেও প্রকাশিত গ্রন্থ মাত্র ১টি–কবিতার বই 'ঈচেল'। সাহিত্যের জন্যে ১টি পুরস্কারও পেয়েছেন।

সমুদ্র অভিমুখে

একটি প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে আমি
সমুদ্রের অভিমুখী হই একদিন,
আমি পরিস্কার দেখতে পাই–
বিন্দু বিন্দু জল থেকে সৃষ্ট তার সুবিশাল অবয়ব,
বিপুল গর্জনে সে তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে
মুহূর্তে অসংখ্য ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে যুদ্ধের নিনাদ ছড়িয়ে–
মনে হয় এ-পৃথিবী বুঝি ডুবে যাবে তার আগ্রাসী জলে;
কিন্তু পরক্ষণেই শান্ত হয়ে যায় একান্ত স্বাভাবিকতায়।
মণিমুক্তোয় ভরা তার বুকের গভীরে
প্রবেশ করি প্রচণ্ড আগ্রহে–
তার স্বাধীন সত্তা আর অনন্ত বিশালতা
আমার জিজ্ঞাসার জবাব হয়ে আমাকে জানায়–
তার সুবিশাল হৃদয়ইতো সৃষ্টি,
মণিমুক্তোয় ভরা তার বুকই জীবনের মূল্য
আর এগুলোকে ভেঙে চুরমার করার প্রয়াসই হলো প্রলয়।

আমি আবার পদার্পণ করি
কবিতা-সমুদ্রের তটভূমিতে,
দেখি, কী আশ্চর্য,
দুজনের সামগ্রিক অবয়বে কোনোই পার্থক্য নেই।

অতঃপর আমি প্রার্থনা করি–
'হে মহাসমুদ্র,
তোমার মণিমুক্তোয় ভরা বিশাল হৃদয় থেকে

যদি পারো, সামান্য কিছু ঝরিয়ে দিয়ে যাও বৃষ্টির মতো
আমাদের এই পৃথিবীতে–যাতে তা হয়ে ওঠে শান্তির এক আধার।

মূল কবিতা: সমদ্রু তম্না

তুমি আছো

তোমার বাকভঙ্গিমায় ফুলের পাপড়ির গোপন বাণী ছড়িয়ে আছে
তাইতো শরীরে অনুভব করি এক অদৃশ্য উত্তাপ,
এক পর্বতশীর্ষ থেকে আর-এক পর্বতশীর্ষ ঘুরে এসে
নতুন গিরিপথে দাঁড়িয়ে আবার খুঁজে ফিরি পথ
আগামীর যাত্রাপথের জন্যে।

তোমার দৃষ্টিতে সমুদ্রের নানা রঙ খেলা করে
তাইতো এ-হৃদয় এতো উদার-উন্মুখর,
জীবনের শেষ মূল্যটুকু বিসর্জিত হলেও
এখনও মানবতার জন্যে আত্মোৎসর্গে সতত উন্মুখ।

তোমার পদ-সঞ্চালনে সমুদ্রে জাগে ঢেউ
তাইতো প্রাচীন প্রাকারের বন্দীরা
জেগে ওঠে রাত্রির শেষ প্রহরে
আগামীর সূর্যোদয়ের প্রতীক্ষায়।

তুমি আছো, তুমি আছো–
তাইতো আকাশ এতো কাছে আসে।

মূল কবিতা: নঙ লৈ

সোরোকখাইবম গম্ভিনী

ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের কবি সোরোকখাইবম গম্ভিনীর জন্ম ১৯৭১ সালে কমলপুরে। পেশায় শিক্ষক গম্ভিনীর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ৩টি। কবিতার জন্য ইম্ফালের মণিপুরী সাহিত্য পরিষদ প্রদত্ত 'কামিনী কুমার এওয়ার্ড'সহ বেশ ক'টি পুরস্কার পেয়েছেন।

করোনা প্রশ্ন কোনো

নগ্নপদে হেঁটে যাচ্ছি
খু-উ-ব ধীরে
যেন পায়ে-চাপা ঘাসগুলোর
একটুও ব্যথা না লাগে
পৃথিবীও যেন কোনোক্রমে টের না পায়।
কিন্তু কেন?
কোনো প্রশ্ন করো না আমাকে।
হেঁটেই চলেছি আমি– এভাবেই–
কোথায়?
জানি না তা-ও।
আমার পায়ের সাথে আমার দৃষ্টিও
প্রতি মুহূর্তে লেপ্টে যায়
চোখের সামনে সাপের মতো পড়ে থাকা রাস্তার ওপর।
পায়ে বিঁধে কাঁটা
তবু থামি না কোথাও এক পলক।

খু-উ-ব ধীরপায়ে হেঁটে চলি–
ধুলো, কংক্রীট এবং
সবুজ ঘাসে মোড়ানো রাস্তার ওপর
'কেনো' – এই প্রশ্নটুকু
করো না এখনও–
কারণ, পৃথিবী আমাকে কিছু বলতে চায়
আমি তাই কান পেতে আছি পৃথিবীর বুকে।

মূল কবিতা: হংলক্কনু ওয়াহং অদো

CamScanner

পরিতৃপ্তি

হৃদয়ে জ্বলে দুঃখের অনল
জ্বলে, জ্বলে অনির্বাণ আলোকে।
আর তারা
আমার হৃদয়ে প্রজ্বলিত
সেই অগ্নিশিখা থেকে
উত্তাপ নিয়ে
নিজেদের শীতকে তাড়ায়।

মূল কবিতা: পেনবা

CamScanner

রাজামণি নোংথোম্বা

নোংথোম্বম রাজামণি সিংহ যিনি রাজামণি নোংথোম্বা নামে লেখালেখি করেন, তাঁর জন্ম মণিপুরের হিয়াংথাং মমাং লৈকাই এলাকায় ১৯৫০ সালে। কর্মসূত্রে বর্তমানে মেঘালয় রাজ্যের রাজধানী শিলং-এ বসবাস করছেন। পেশায় শিক্ষা কর্মকর্তা। মেঘালয় মণিপুরী সাহিত্য পরিষদের সভাপতি। এছাড়াও বিভিন্ন সংগঠনের সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত। কবিতা, উপন্যাস ও সঙ্গীত নিয়ে প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ১৩টি। সাহিত্যের জন্যে বেশ কিছু পুরস্কারও পেয়েছেন।

সময়ের স্রোতে

কাল যা ছিলো কলি
আজ তা প্রস্ফুটিত ফুল,
যা ছিলো পূর্ণ বিকশিত
তা'ই আজ ঝরে পড়া মাটির বুকে।
একদিন ছিলো পূর্ণিমার রাত
অমাবস্যা আসে তার পিছু পিছু,
সূর্য ছড়ায় আলো দিনের বেলা
রাত্রি হলে বদলে যায় তার রূপ।
আকাশের ধ্রুবতারা, উজ্জ্বল ছায়াপথ
যায় না দেখা দিনের আলোতে,
শুভ-সুন্দরও বিদায় নেয় একসময়
আসলে সময় অপেক্ষা করে না কারো।
দিন-মাস, সকাল-সন্ধ্যা
আসে সবই কালের নিয়মে,
কেউ অপেক্ষা করে না বর্তমানের জন্যে
কেউ দেখে না মিল আগামীর সাথে।
সংক্ষিপ্ত জীবনের অস্থির পদক্ষেপে
সময়ের স্রোতকে পদদলিত করি,
প্রিয়জন সব চলে যাবে একদিন
শত্রু যারা থাকবে না তারাও চিরদিন।
পথের সহায় হয়ে হাতে লাঠি উঠবে যখন
ঈর্ষা-দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা শেষ হয়ে যাবে,
পথের দিশা না পেয়ে তখন
হরিনামই কেবল সম্বল হবে।

CamScanner

পথের ধারে যে বিশাল বিটপী
শাখা-প্রশাখা জুড়ে ফোটায় সুবাসিত ফুল,
উপহার দেয় সুমিষ্ট ফলের সম্ভার
ছায়া দেয় আশ্রয়প্রার্থী পান্থজনেরে।
এই বৃক্ষ যদি শুকিয়ে যায় কখনো
কাঠ হয়ে আগুনের আশ্রয় হয়,
তারপর ছাই হয়ে একদিন
মিশে যায় মাটির পৃথিবীতে।
যৌবন যখন থাকে কারো জীবনে
ভুলে যায় একদিন বার্ধক্য আসবে,
জীবনের পথে হাঁটতে হাঁটতেই
সে পথ এসে শেষ হয় মৃত্যুর সীমানায়।
বলা হয়, সময় কখনো ফিরে আসে না
অন্তহীন নদীর স্রোতের মতোই,
গতকাল কখনোই আজকের মতো নয়
আজ দেখা পাবে না আগামীকালের।
এই অনন্ত সময়স্রোতের সাথে
ভেসে যেতে চাই আমি নৌকোর মতো,
ভাল-মন্দ সে-সবের জানি না কিছু
এ-জীবনতো কেবলই এক রঙ্গমঞ্চ।
নিরন্তর ছুটে চলা হে সময়ের স্রোত
ছোটো, ছুটে চলো হে কর্মচঞ্চল,
কে পিছে পড়বে বা কে আসবে সাথে
তার আনন্দ-বেদনা ছোঁয় না তোমাকে।
হে সময়, আমি আসবো তোমার সাথে
কখনো বলবো না ক্লান্ত হয়েছি,
এ-সীমিত জীবনের সময়-সড়কে
করে যাবো কর্ম আমার, যেটুকু সাধ্য।

মূল কবিতা: মতমগী ঈচেলদা

রক্তের নদীতে

জীবনের নৌকা ছুটে চলে
রক্তনদীর স্রোত বেয়ে,
শুনি বিলাপের ধ্বনি
নদীতীরের ধোঁয়ার আড়ালে।

একদিন আমারও ছিলো স্বজন-বান্ধব
মনে পড়ে সেদিনের শোকের মাতম,
সেই নদীতীর যেন শত্রু আমার
আর জ্বলন্ত অগ্নিশিখা ভয়ঙ্কর-ভীষণ।
দয়ামায়া কিছুই নেই বলে
অভিযুক্ত করেছি স্রষ্টাকেও,
দুঃখের উপর চাপায় আরো দুঃখ
যেন মানুষগুলোও দেবতা হয়েছে।
রক্ত ঝরে ঝরে মিশে গেছে নদীর পানিতে
সেই পানিইতো জীবন মানুষের,
বুঝিনা তারা মানুষ-কি-দেবতা?
দয়াহীন তুমি হে ঈশ্বর!
যেতে হবে আমাকে এ-পথ
পার হতে হবে এ-জীবনসমুদ্র,
তাই চালাই এ-জীবনের নৌকা
একাকী সাহস সঞ্চয় করে।
চোখের সামনে ভেসে ওঠে
ভয়ঙ্কর সে রক্তের পাথার
আমাকে যা পেরিয়ে যেতে হবে,
এ-জীবন কি আসলে এক যুদ্ধক্ষেত্র?
নিজের ঘরেই লুকিয়ে আছে শত্রু
যেরকম খাটের নিচে লুকিয়ে থাকে বিষাক্ত সাপ,
ঘুমের মধ্যেও আতঙ্কে জেগে ওঠি
খেতে খেতেই ভয় আর উদ্বেগে কাঁপি।
বলো কোনদিকে যাবো আমি?
যখন ভালোবাসা ঘূর্ণিজলে হারায়
দানব এসে পৃথিবী দাপিয়ে বেড়ায়
আর মানুষ হয়ে যায় সব প্রেতাত্মা।
রক্তের স্রোতে পরিপূর্ণ এই নদীতে
মাতৃভূমির জন্যে কী করে করবো 'তর্পণ',
যখন দু'চোখে নেমে আসা অশ্রুর ধারা
মিলিয়ে যায় বারুদের উত্তাপে।

মূল কবিতা: ঈগী তুরেন্দ

CamScanner

এ কে শেরাম

বাংলাদেশে মণিপুরী সাহিত্য চর্চার পথিকৃৎ কবি এ কে শেরাম-এর জন্ম ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট উপজেলাধীন বিশগাঁয়ে। ১৯৭৫ সালে সমমনা বন্ধুদের নিয়ে তারই নেতৃত্বে গঠিত হয় বাংলাদেশের প্রথম মণিপুরী সাহিত্য সংগঠন 'পূজারী সাহিত্য সংসদ' যা দু'বছর পরেই 'বাংলাদেশ মণিপুরী সাহিত্য সংসদ' নাম ধারণ করে এবং তারই সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় বাংলাদেশের প্রথম মণিপুরী সাহিত্য সংকলন 'দীপান্বিতা', যা এখন 'মৈরা' নামে তার প্রকাশনার ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখেছে। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ মণিপুরী সাহিত্য সংসদের সভাপতি এবং মৈরা-র প্রধান সম্পাদক। সোনালী ব্যাংকের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে তিনি চাকুরী থেকে অবসর নিয়েছেন। মৌলিক ও সম্পাদিত মিলে বাংলা ও মণিপুরী ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ১২টি। সাহিত্যের জন্যে বেশ ক'টি পুরস্কারও পেয়েছেন।

এবার তোমাদের পালা, প্রতিশ্রুতি পূরণের

(জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিবেদিত)

প্রিয় দেশবাসী,
একদিন তোমরা আমাকে
প্রগাঢ় ভালোবাসায় আপ্লুত করেছিলে,
আমাকে বন্দী করে রেখেছিলে
তোমাদের ভালোবাসার কারাহীন কারাগারে।
আর তাই, আমার একটিমাত্র অঙ্গুলিহেলনে
সেদিন সারা বাংলার সমস্ত প্রান্তর জুড়ে
উদ্দাম জনসমুদ্রে জেগেছিলো উত্তাল ঢেউ।

আমিও তোমাদেরকে গভীরভাবে ভালোবাসতাম, প্রিয় দেশবাসী,
তোমাদের প্রতি ভালোবাসাই ছিলো আমার শক্তি;
যে অমোঘ শক্তির বরাভয় পেয়ে
শোষকের বিশাল থাবাকে আমি
'জয় বাংলা' নামের
একটিমাত্র বীজমন্ত্র দিয়ে সেদিন
বাংলার মাটি থেকে চিরতরে নির্বাসন দিয়েছিলাম,

CamScanner

মৃত্যুর পরোয়ানাকে কুটিকুটি করে ছিঁড়ে দিয়ে
বাংলার বিশাল উপত্যকা জুড়ে
হিমালয়ের দৃঢ়তায় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিলাম,
ভোরের বৃন্ত থেকে রক্তিম সূর্যকে ছিনিয়ে এনে
বাংলার সবুজ পটভূমিতে বসিয়ে দিয়েছিলাম।
কিন্তু, আমি এও জানতাম–
আমার দুর্বলতা
তোমাদের প্রতি আমার বড়ো বেশী ভালোবাসা।
তাই সেদিন
শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সবাইকে আপন করে নিয়েছিলাম,
বঙ্গোপসাগরের বিশাল ঔদার্যে
ক্ষমা করে দিয়েছিলাম সমস্ত অপরাধ।
তোমাদেরকে বড়ো বেশী ভালোবাসি বলেই
ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তারিত হচ্ছে জেনেও
বিশ্বাস স্থাপন করিনি,
ঘাতকের উদ্যত অস্ত্রের মুখেও
সমস্ত কিছুই দুঃস্বপ্ন বলে উড়িয়ে দিয়েছি।
কারণ, আমি বিশ্বাস করি
ভালোবাসা কখনো পরাজিত হয় না।
আর তাই, স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের হিংস্র ছোবলে
ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া আমার দেহের সাথে
সেদিন নিহত হয়নি ভালোবাসা
শুধু নিহত হয়েছিলো আমার বিশ্বাস।

প্রিয় দেশবাসী,
আমিতো আমার কথা রেখেছি
রক্ত দিয়ে আমিতো শোধ করেছি রক্তঋণ।
আমার অক্ষত ভালোবাসার দাবী নিয়ে
আমি আজ শুধু এটুকু বলবো–
তোমরাওতো অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে;
এবার তোমাদের পালা, প্রতিশ্রুতি পূরণের।

মূল কবিতা: হৌজিক নখোয়গী মতমনি ওয়াশক ঙাকপগী

CamScanner

জন্ম

ভালোবাসা একদিন স্পর্শ করেছিলো পাহাড়ের চূড়া
বরফ গলে গলে ভাসিয়ে দিলো পাথর-প্রান্তর,
সেই থেকে জন্ম হলো নদীর।

ভালোবাসা একদিন ছুঁয়েছিলো বিষাদের তীক্ষ্ণ কাঁটা
রক্তাক্ত হৃদয়ে তবু হেসে উঠেছিলো সে অপরূপ,
সেই থেকে হলো গোলাপ।

ভালোবাসা একদিন আতীব্র চুম্বনে নীল করেছিলো আকাশের বুক
এক মধুর হাসিতে ঝংকৃত হলো উদাস অরণ্য,
সেই থেকে সৃষ্টি হলো সুর।

অবশেষে একদিন
ভালোবাসা নিজেই পুনর্জন্ম নিলো পৃথিবীতে,
আর এভাবেই জন্ম হলো নারীর।

মূল কবিতাঃ পোকপা

একটি স্বপ্নের কাহিনী

মাঝে মধ্যে
হঠাৎ করেই
হৃদয়ের মাইক্রোফোনে ভেসে ওঠে এক অবাক কণ্ঠস্বর,
আলোর ফুলকিরা
চারিদিকে ইতস্তত ছড়ায় উজ্জ্বলতার ঝর্ণাধারা।
... ...
আমি কে, তা-কি জানো?
ঈশ্বরের পবিত্র রক্ত থেকে জন্ম নেওয়া
এক অমর-অক্ষয় আত্মা আমি।
এই পৃথিবীতে আমার আসা
প্রমিথিউসের মতো

অন্ধকারের গহ্বরে একটু আলোর রশ্মি পৌঁছে দিতে।
আর তাই আমার ভাষা হলো কবিতা,
কিন্তু, তুমি কি জানো কবিতা কাকে বলে?
কবিতা হলো–হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ থেকে
বেরিয়ে আসা শুদ্ধতম জীবনের শিল্পিত কাহিনী।
আর সেকারণেই আমি সারাজীবন কবি ও কবিতার কথা বলি।

হে পৃথিবীর দুঃখ-দারিদ্রক্লিষ্ট বেদনাহত মানুষেরা,
তোমরা আর চিন্তা করো না–
তোমাদের জন্যে আমি
জিবরাইলের মতো নিয়ে এসেছি জীবনের এক গূঢ় তত্ত্ব,
তোমাদের ম্লান মুখে জীবনের ঔজ্জ্বল্য ফিরিয়ে আনতে
শুকনো ঠোঁটে পরিতৃপ্তির হাসি ফুটিয়ে তুলতে
হাড্ডিসার শরীরে সুখ ও সমৃদ্ধির রক্ত-মাংস নিয়ে আসতে;
আমি নির্মাণ করে চলেছি একটি নতুন পৃথিবী।
আমার এই পৃথিবীতে কবি ছাড়া অন্য কারো স্থান থাকবে না
কবিতা ছাড়া অন্য কোনো ভাষা প্রচলিত হবে না।
কারণ, আমি জেনে গেছি–
ধনী-দরিদ্র, সাদা-কালো
নানা জাতিতে পরিপূর্ণ
বিবিধ ভাষার ধ্বনিব্যঞ্জনায় কোলাহলময় এই বিচিত্র পৃথিবীতে
একজন আরেকজনকে দানবের মতো
হত্যা করছে
গিলে খাচ্ছে
ভালোবাসাহীনতায় আক্রান্ত হচ্ছে
তার কারণ একটিই–বৈষম্য;
ভাষার ভিন্নতা অথবা জাতিসত্তার প্রভেদ
গায়ের রঙ অথবা ধর্মের বৈসাদৃশ্য।
সুতরাং আমার এই পৃথিবীতে কোনো বৈষম্য রাখবো না
কবি ছাড়া অন্য সব জাতিকে
রায়েরবাজারের বধ্যভূমিতে লাইন করে দাঁড় করিয়ে
কবিতার ব্রাশফায়ারে হত্যা করা হবে;
নাহয় 'তারামসিহ'কে ডেকে এনে

একজন-একজন করে ফাঁসির দড়িতে ঝোলানো হবে।
তবে তোমরা কোনো ভয় করো না
পৃথিবীর দুঃখ-দারিদ্রক্লিষ্ট বেদনাহত হে মানুষেরা,
তোমাদের ভাবনার কোনো কারণ নেই।
কারণ, আমার এই নীলনক্সায় তোমাদের কোনো নাম নেই।
তোমরাতো সবাই কবি–
শ্রমশীল শরীরের প্রতি পাতায় পাতায়
প্রতিনিয়ত রচনা করো কর্মক্লান্ত জীবনের শ্রেষ্ঠ কবিতাভাষ্য।
আমিতো হত্যা করবো সেইসব দানবদের
যারা তোমাদের কবিতার সবুজ ক্ষেত্রকে তছনছ করে দেয়
অথবা তোমাদের কবিতার ফসলের বিনিময়ে
অর্থ-বিত্তের বিশাল পাহাড় গড়ে
অন্যের সম্পদে নিজেদের ভুঁড়ি বাড়ায়।

তবে এটুকু বিশ্বাস করো–
আমার প্রত্যাশিত সেই পৃথিবীতেই
একদিন বইবে শান্তির সুশীতল বাতাস।
আমার এই পৃথিবীতে কোনো যুদ্ধ-বিগ্রহ থাকবে না
হিংসা-দ্বেষ থাকবে না
কেউ কারো বিরুদ্ধে অভিযোগের কোনো আঙুল তুলবে না।
সুতরাং সেখানে কোনো রাজা থাকবে না
সৈন্যসামন্ত থাকবে না
পুলিশ থাকবে না
কোনো কারাগারও থাকবে না
সবাই সেখানে রাজা হবে
থাকবে না কেউ কারো অধীন।

এই অবস্থা কি কাম্য নয়, বন্ধুরা?
তাহলে একবার দুই হাত শূন্যে উত্তোলিত করে
আসুন সবাই একসাথে সম্মিলিত কণ্ঠে
তুলি জীবনের জয়ধ্বনি....

প্রতিজ্ঞায় দৃঢ়বদ্ধ হাত
উর্ধে উত্তোলিত করতে গিয়ে ঘুম ভেঙে গেলে দেখি
আমার জরাজীর্ণ ঘরের
ভাঙাচোড়া একটি পুরনো খাটের উপর
দু'হাত বুকে চেপে উপুড় হয়ে শুয়ে আছি আমি।

পাশ ফিরে দেখি–
আমার মাথার দিকে দেয়ালে ঝুলানো রবীন্দ্রনাথ
সস্নেহ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে।

মূল কবিতা: মঙ অমগী ওয়ারী

খোইরোম ইন্দ্রজিত

কবি খোইরোম ইন্দ্রজিতের জন্ম ১৯৫৫ সালে মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলাধীন ভানুবিল গ্রামে। তিনি বর্তমানে বাংলাদেশ মণিপুরী সাহিত্য সংসদ কমলগঞ্জ শাখার সভাপতি। একটি সরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকের কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত। তার এযাবত দুইটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

কুকুর হয়ে যাবো না-কি

এরকম ভাবছি আমি সে অনেকদিন হলো
ইদানীং
আমার ভাবনাটাকে খুবই যৌক্তিক বলেও মনে হচ্ছে।
মানুষের সাথে মানুষের ক্রমবর্ধমান বৈরিতা
মানবিক বোধের ক্রমশ হারিয়ে যাওয়া
মিথ্যাচার-শঠতার চিত্রগুলো দেখে
প্রতিদিনই আরো সত্য বলে প্রতীয়মান হচ্ছে আমার ভাবনাটাকে।
যারা শঠ, প্রবঞ্চক বা মিথ্যেবাদী তাদের কাছে
ঈশ্বরের মহান বাণীও মিথ্যে মনে হয়,
তাদের এসব কর্মকাণ্ড দেখে দেখে
হৃদয়ে জাগে আরো কত ভাবনা
তীর্থে যেতে চাওয়া কুকুর নাকি
ঘরের সীমানা পেরোতেই পরস্পর কামড়াকামড়ি করে ফিরে আসে পুনরায়
সেরকম অনেক ভাবনা আলোড়িত করে আমাকেও
এসব ভাবতে ভাবতেই আমারও মনে হতে থাকে
কুকুর-ই হয়ে যাবো না-কি
ঘরের সীমানার বাইরে না যাওয়া কুকুরের মতো
নিজের সীমানাতে দাঁড়িয়েই ঘেউ ঘেউ করি
একবার অন্তত জায়গামতো কামড়ে দিই
প্রভু নয় এমনসব শঠ-প্রবঞ্চক অন্য মানুষদেরে।

মূল কবিতা: হুইদুম ওল্লসিরা

হৃদয়ের কাছে

অসংখ্য রঙের ভিড়ে হৃদয়ের কাছে প্রিয় একটি রঙ খুঁজে নিতে চাই
বহু মানুষের ভিড়ে সকলের কাছে প্রিয় একটি কথা বলতে যাই।
জ্যোৎস্নার ধবল উপত্যকায় একখণ্ড মেঘ দেখে দৃষ্টি হানি
ঘুরে বেড়াই ভাবনার অন্তহীন জগতে,
ঈর্ষা জাগে শাপলা-শালুক পদ্মফুলের ভিড়ে পাখিদের আনাগোনা দেখে;
সেখানে স্বার্থপর ভ্রমরের মধু আহরণ দেখে উদ্বিগ্ন হই।

হৃদয় যা চায় তা খুঁজতে খুঁজতে ক্লান্ত শরীর আমার
অস্থির হয়ে খুঁজে ফিরে জীবনের চারিদিকে
হৃদয়ের কাছে থাকা একটি হৃদয়কে;
বারবার হেঁটে যাই পদচিহ্ন পড়া পথে
পেয়ে যাই সুস্থিত হৃদয়ের প্রার্থিত অংশ
একটু একটু করে পিছলে যাই কাছে
মাথার উপরের ঘোমটা সরিয়ে দেখি
মুগ্ধতা মাখানো এক আয়ত আনন,
আঁচলের ফাঁকে একটু দেখা সেই চোখ-মুখ
আমার হৃদয়কে কেবল উদ্বেলিত করে।

মূল কবিতা: থম্মোয়গী নাকতা

শেরাম নিরঞ্জন

কবি শেরাম নিরঞ্জনের জন্ম ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দে হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট উপজেলাধীন বিশগাঁয়ে। বাংলাদেশ মণিপুরী সাহিত্য সংসদের প্রাক্তন সভাপতি শেরাম নিরঞ্জন বর্তমানে 'ঈনাৎ পাবলিকেশন্স'-এর পরিচালক এবং 'শজিবু' নামে একটি মণিপুরী সাহিত্য সাময়িকী সম্পাদনা করছেন। পেশাগত জীবনে একটি সরকারী সংস্থার কর্মকর্তা। মণিপুরী ও বাংলা ভাষায় কবিতা-প্রবন্ধ মিলিয়ে তার প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা পাঁচ।

মেকি হৃদয়ের ভিড়ে

মেকি হৃদয়ে গিজগিজ করা
এই পৃথিবীতে
বাঁচতে চাওয়া একটি প্রকৃত হৃদয়
শীতের ঝরা পাতার মতো
একদিন উড়তে থাকে শূন্যে
বিষণ্নমনে .....
মেকি হৃদয়গুলো উচ্চকিত হয় প্রশংসায়
দেখো দেখো ঘুড়ির মতো শূন্যে উড়ছে একটি হৃদয়
কী অপূর্ব সুন্দর!

মেকি হৃদয়ের ভিড়ে
প্রকৃত সে হৃদয়টি
সুতো ছেঁড়া ঘুড়ির মতো
উড়তেই থাকে দুলতে দুলতে .. .. ..

মূল কবিতা: অওয়ায়বা থম্মোয় মরক্তা

রাত্রির গোপন যন্ত্রণার ভেতর

কিছু কালো কাক ছিঁড়ে-খুঁড়ে নিতে চায় আমার হৃদয়,
তাদের তীক্ষ্ণ চঞ্চুর আঘাতে–

কিন্তু তবু রক্তাক্ত করতে পারে না;
কারণ,
আমার হৃদয়ে জ্বলে স্বপ্নের এক উজ্জ্বল আলো।

বিশাল এক পাথর এসে চাপা দেয় আমার বুকে,
তবু আমি এখনো বহাল তবিয়তে বেঁচে আছি এই পৃথিবীতে;
কারণ
আমার হৃদয়ে-আত্মায়-একান্ত ভাবনায়
লুকিয়ে আছে হিমালয়ের মতো এক বিশাল পাহাড়।

আকাশকে ছুঁতে চাইনি আমি
চাইনি সমুদ্রকেও ধরে রাখতে আমার করপুটে,
আমার চাওয়া শুধু বেঁচে থাকা–সাধারণভাবে
কোনো অনুকম্পা-উপেক্ষা ছাড়াই।

আর তাই আমি রাত্রির গোপন যন্ত্রণার ভেতরে
নির্বিকার বেঁচে থাকি।

মূল কবিতা: নুমিদাংগী অরোনবা মৈচাক মরক্তা

হামোম প্রমোদ

কবি হামোম প্রমোদের জন্ম ১৯৭১ সালে মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলার ছনগাঁওয়ে। বর্তমানে তিনি কানাডায় স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। 'মণিপুরী সাহিত্য ও সংস্কৃতি' নামে তার সম্পাদনায় একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ বেরিয়েছে। তার প্রকাশিত গ্রন্থসংখ্যা এক–১টি কাব্যগ্রন্থ।

একটি মধুর স্বপ্ন

প্রথমে নিভিয়ে দিই আলো, মোমবাতি, বাল্ব
বন্ধ করি জানালা দরোজা সব
সব পর্দা ঝুলিয়ে দিই, বন্ধ করি সব ফাঁক-ফোকর
তারপর তৃতীয় জনমানবের অস্তিত্বহীন নিচ্ছিদ্র অন্ধকারে
তুমি-আমি আমরা দু'জন চুপচাপ
না-বলা কথা সব বলে ফেলি
না-করা সব কাজ সেরে ফেলি
তাতেও যদি মন না ভরে হে অতৃপ্ত হৃদয়
তোমার কোমল হাত আর আমার কঠিন হাত
একসাথে খেলা করুক উত্তর-দক্ষিণ, উত্তর-দক্ষিণ
অতঃপর
থোইবী, আনন্দ-সুখ যখন উপচে পড়বে
এক গোপন সন্দেহের তীর এসে বিদ্ধ করবে আমাদের
পরীক্ষা নিই একে-অপরের শুধু আমরা দু'জন
তোমার হাতে এক তীক্ষ্ণধার বর্শা
আর আমার হাতে খোলা তরবারি
প্রতিজ্ঞা করবো 'যদি সত্যিই তোমাকে ভালোবেসে থাকি'
'সতী যদি হই আমি'
বর্শা বা তরবারি কোনো কিছুই বিদ্ধ হবে না
আমার নরম বুকে তোমার বর্শা
কিংবা আমার তরবারি তোমার গলায়
তারপর চাপ চাপ রক্ত, ভালোবাসার পরীক্ষায় পরাজিত দু'জন
ফুলের পালকিতে করে একসাথে যাত্রা
স্বর্গপানে।

মূল কবিতা: নুঙাইরবা মঙ অমা

পারবে কি

হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে জিজ্ঞেস করি আমি
'পারবে কি'
'কী?' জানতে চায় সে
'এক অপরূপ নারী মূর্তি তৈরী করে দিতে'
আমি জবাব দেই–
'চাঁদের মতো স্নিগ্ধ মুখ
ঝর্ণার জলের মতো কম্পমান চোখ
হৃদয় হরণ করা এক যুবতী নারীর অবয়ব'
'কেন? কী হবে?' বিস্মিত প্রশ্ন তার
আমি বলি–'আগুনে ছুঁড়ে দেবো'।

মূল কবিতা: ঙমগদরা

এ কে শেরাম-এর জন্ম ১৯৫৩ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট উপজেলাধীন ১নং গাজিপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত গোবরখোলা গ্রামে। পিতা- নবকিশোর সিংহ ও মাতা- থাম্বাল দেবী। তিনি বর্তমানে ৩৫/বি কলকাকলী, লালাদিঘীর পূর্বপার, সিলেট-৩১০০-এর স্থায়ী বাসিন্দা। বাণিজ্য ও আইনে স্নাতক ডিগ্রীধারী এ কে শেরাম সোনালী ব্যাংকের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে কর্মজীবন শেষ করে বর্তমানে অবসর জীবনযাপন করছেন। তিনি বর্তমানে সভাপতি হিসেবে বাংলাদেশ মণিপুরী সাহিত্য সংসদ; উদীচী, সিলেট জেলা সংসদ; জাতীয় কবিতা পরিষদ, সিলেট; মণিপুরী ভাষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থা; প্রথম দিনের সূর্যসহ বিভিন্ন সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত।

এ কে শেরাম সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য 'সোনামনি মেমোরিয়েল এওয়ার্ড' (সিলেট-১৯৯৪); 'শেকড়ের সন্ধানে ওয়ার্ড' (সিলেট-১৯৯৯); 'য়েংখোম মেমোরিয়েল এওয়ার্ড' (শিলচর, ২০০৩); 'সাহিত্যভূষণ' (আসাম ী সাহিত্য পরিষদ-২০০৮); াম জুবিলী বিশেষ সম্মান' রী সাহিত্য পরিষদ, ইম্ফাল, -২০১০); 'থিয়াম লৈরিকমচা ন্টারন্যাশনাল এওয়ার্ড' (মণিপুর-২০১১); 'হিজম ইরাবত মেমোরিয়েল ইন্টারন্যাশনাল এওয়ার্ড' (মণিপুর-২০১১)সহ বিভিন্ন সম্মাননা লাভ করেন। এ কে শেরামের প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ১২টি।

CamScanner

ISBN 984 -70336-0038-5

CamScanner